কবি শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য

অগ্রজপ্রতিমেষু

প্রকাশকের কথা

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে কবি শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় এক আশ্চর্য বিস্ময়। সারা জীবন দুঃসহ দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত, কিন্তু তাঁর কাব্যমালও বিরহবিধুর প্রেম আর নিসর্গসৌরভে নিত্যসুরভিত।

ব্যারাকপুর শহরের মণিরামপুর এলাকার বিশালাক্ষীতলায় তাঁর কয়েক পুরুষের বসতবাড়ি। পিতা কেদারনাথ, মাতা নন্দবানী। তাঁর জন্ম হাওড়া শহরে, মায়ের মামার বাড়িতে, ১৯৩০ সালের ২৩ অক্টোবর। বাল্য ও কৈশোর কেটেছে মেদিনীপুর শহরে এবং তার অদূরবর্তী পাথরা গ্রামে, মাতামহীর স্নেহচ্ছায়ায়। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কংসাবতী নদী। কৈশোরের প্রিয়সখী এই নদীই কবিকণ্ঠে ভাষা দিয়েছে, দিয়েছে প্রবহমাণ জীবনের স্বপ্ন।

ইস্কুলের বিদ্যা যৎসামান্য। কিন্তু স্বোপার্জিত জ্ঞান ও বিদ্যায় তাঁর জীবনবোধ পরিশীলিত। বেতারে পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রের সংবাদ শোনা তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। তাঁর কবিভাষা প্রসাদগুণান্বিত, বিশুদ্ধ ও বিদগ্ধজনোচিত। হিন্দী ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন, সে-ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে তাঁর অনুপ্রবেশ অনেকেরই ঈর্ষার বিষয়।

তাঁর জীবনসংগ্রামের ইতিহাস বিচিত্র। জীবিকার জন্য বয়লার-কুলি আর ক্লীনারের কাজ করেছেন কারখানায়। ট্রেনে হকার ও ফুটপাথে ফেরিওলা হয়েছেন। কখনো আদালতে দলিল-লেখক, কখনো সংগীতচর্চায় গীটার-শিক্ষক। গান লিখেছেন, বেতারে গীতও হয়েছে। ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করেছেন কিছুদিন। বিভিন্ন জলসায় পরিবেষণ করেছেন কমিক ও ক্যারিকেচার। অবশেষে একাধিক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থপ্রকাশসংস্থায় হয়েছেন সুদক্ষ প্রুফরীডার। বর্তমানে কর্মসূত্রে দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

বিড়ম্বিতভাগ্য এমন দুঃখী মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের কাছে তিনি কখনো নতি স্বীকার করেননি। তিনি জানেন, অদৃশ্য ভাগ্যের কাঠুরিয়া তাঁর স্বপ্নের প্রাচীন বনরাজি নিষ্ঠুর হাতে কেটে চলেছে, কিন্তু তবু এক ঐন্দ্রজালিক নিসর্গ-রহস্য তাঁর সত্তায় জেগে আছে, সে চেরীফুল ফোটায়, সেগুলি যেন চিরজীবনের কিছু প্রেমের কবিতা। কবি দুরন্ত পিপাসা নিয়ে জেগে ওঠেন নিজের জগতে। তাই অন্তরঙ্গ পরিমণ্ডলে তাঁর স্নিগ্ধ প্রসন্ন মুখে অনাবিল হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর। কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা তাঁর

গল্প-সংকলন 'হবু গবু লবুচন্দ্র' প্রাত্যহিকদিনের বাস্তব জীবন থেকে আহরণ করা রঙ্গরসে বাল-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলেরই চিত্তরসায়ন। এই অনুদ্বিগ্নমনা অনাসক্তিই তাঁর চারিত্রধর্ম। তাই তিন যুগেরও অধিক কাল ধরে কবিতা লিখছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর মাত্র দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে: 'দূর তরঙ্গ' [শ্রাবণ ১৩৬৫] এবং 'রঙিন মাছের ঘর' [ফাল্গুন ১৩৭৮]। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি কবিতা আজও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।

কবির তরুণ যৌবনে প্রেম এসেছিল, কিন্তু স্বেচ্ছায় প্রতিমা-বিসর্জন দিয়ে অপ্রাপ্তির বেদনাকে তিনি হৃদয়ের দোসর করেছেন। আসলে শম্ভুনাথ কবিস্বভাবে 'বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ'। জীবন তাঁর কল্পনায় 'এক বিস্মিত পথিক' 'পরম অন্বেষণে / দূরে শান্ত নীলিমার দিকে' যাওয়াই তার ধর্ম। বস্তুত নিসর্গলোকে পরম অন্বেষণে আত্মনিমগ্ন দ্বিতীয় কবি তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। চোখে প্রেমের আলো জ্বালিয়ে তিনি নিসর্গ-বিশ্ব প্রদক্ষিণ করেছেন। নিসর্গ-পরিক্রমাই তাঁর জীবন-পরিক্রমা।

তাঁর উপলব্ধিতে এই পৃথিবীতে 'প্রকৃতির চেয়ে বেশি জটিল রহস্য কিছু নেই।' তাই তিনি মনে করেন মানুষকে একদিন 'ফিরে যেতে হবে সেই নিসর্গের শান্ত পদতলে'। তাঁর দৃষ্টিতে 'সবুজ অরণ্যে বসবাস' করে 'পাখিরা আশ্চর্য সুখী'। তাই তাঁর আক্ষেপ, 'পাখি হলে মগ্ন হতো গভীর নিসর্গে এই প্রাণ'। এমন কি গার্হস্থ্যজীবনে গৃহলক্ষ্মীর ফুৎকারে যখন মঙ্গলশঙ্খ বেজে ওঠে তখনও তাঁর মনে হয়, 'আমরা রয়েছি তবে হয়তো অদৃশ্য কোন সমুদ্রের তীরে।'

এই সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃতিপ্রাণতাই শম্ভুনাথকে করেছে ক্লান্তিহীন ভারত-পর্যটক। শুধু নিসর্গশোভা সন্দর্শনেই তাঁর দেশ-দেখা চোখ পরিতৃপ্ত নয়। মানবসভ্যতার অবলুপ্ত ইতিহাসও তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই তাঁর নিসর্গচেতনা ইতিহাস-চেতনার সহোদর। 'বেণুবনে হাওয়া'র স্পর্শে তাঁর মনে হয় যেন অরণ্যপথে শান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে বিদেহী শ্রমণ; কণ্ঠে তার ত্রিশরণ মন্ত্র। সপ্তপর্ণী গুহায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে ঊর্ধ্বে চোখ তুলে তিনি দেখেন 'আকাশ যেন ত্রিপিটকের ধূসর পৃষ্ঠা'। আন্দামানে গিয়ে পোর্টব্লেয়ারকে যেমন তিনি অপরূপ রূপসী এক জলকন্যা-পরীরূপে দেখেন, তেমনি দেখেন সেলুলার জেলে ফাঁসিমঞ্চের ঘাতককে। প্রাত্যহিকদিনের পরিচিত কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে তাঁর চেতনা চলে যায় জব চার্নকের সুতানুটি গ্রামে, দেখেন পোর্তুগীজ জাহাজের প্রাচীন ছবি। আবার দৃষ্টি ফিরে আসে গ্র্যান্ড হোটেলের লাল কার্পেটে, দেখেন জাদুঘরে 'সময় রুপালি পোকা—কাটে সব রেশমী কাপড়'। চিড়িয়াখানার ঝিলে শীতের অতিথি পাখিরা নিত্যকালের

প্রবাসযাত্রী। তাঁর মন যেমন ঘুরে বেড়ায় দার্জিলিঙে, কালিম্পঙে, টাইগার হিলে, গ্যাংটকের শহরগুলিতে, তেমনি তিনি তীর্থযাত্রীর সহগামী হয়ে ফেরেন কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে, বিশ্বনাথ গলিতে, মণিকর্ণিকা ঘাটের শ্মশানে। আবার সারনাথের মাঠে পিপীলিকার উপমানে আত্মস্বরূপের বর্ণনা করে বলেন, 'আসলে আমি তো সেই বর্ষার বিকালে এক মুগ্ধ পিপীলিকা / যে শুধু নির্বোধ পাখা মেলে দেয় / ভয়ানক নিসর্গের দিকে'।

কবির কাল্পনিক ভ্রমণও কম বিস্ময়কর নয়। ভিক্টোরিয়া পিক থেকে তিনি হংকং বন্দরের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হন। ঘুরে বেড়ান কৌলুন শহরে রিভলভিং রেস্তোরাঁয়, জলদস্যু দ্বীপে, স্টোন কাটারস্ আইল্যাণ্ডে, স্ট্যানলী-বীচে একটি মৃত অক্টোপাসের পাশে। আবার তাঁর অতীতচারী চেতনা চলে যায় প্রাচীন মিশরের এল্-কার্নাকের তোরণপথে, স্টেপ পিরামিডে, টুটেনখামেনের সমাধিতে। ম্যাসিডন থেকে ব্যাবিলনে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের উদ্ধত তরবারি কি করে ধুলোয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা-ও তাঁর কাছে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে।

কবির কল্পনাবিশ্ব অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম প্রকাশের লগ্ন থেকে নবযুগের আকাশবিজ্ঞানীর মহাকাশযাত্রার সাক্ষী তাঁর চেতনা। লক্ষ কোটি বছরের কুহেলিকা ভেদ করে একদিন পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম বীজ—প্রোটোপ্লাজমের অণু দেখা দিয়েছিল। তারপর বিবর্তনের পথে কত যুগ-যুগান্ত অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নক্ষত্রলোকের পথে মানুষের বিজয়-অভিযান। 'শনির আকাশে' কবিতায় কবি বলছেন, 'মানব-চেতনা থেকে জন্ম নিয়ে অনন্তে উড়েছে সাদা হাঁস / ক্রমশ প্রবেশ তার গভীর রহস্যময় শনির আকাশে।' কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, মহাশূন্যে সুদূর থেকে আরো সুদূরে মানবচেতনা ক্রমশ সম্প্রসারিত হবে। আধুনিকতম এই বিশ্ববিজ্ঞানকে চেতনায় অধিবাসিত করেই শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় মানুষের কবি—মানুষের চিরন্তন জয়যাত্রার কবি।

ঋণ স্বীকার

ভারবি-র শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থমালায় স্থানলাভ অবশেষে একটি স্বীকৃতি। স্বভাবে আমি চিরদিন একটু বাইরে-দূরের মানুষ। জীবনকে ভালবেসেই নির্জনে নীলিমার দিকে ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে আমার যাত্রাপথ। যত্নশীল প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে কখনো কবিতা লিখি নি। সমকালীন প্রচার-যন্ত্রের সঙ্গেও বিশেষ যোগসূত্র গড়ে উঠে নি আমার। এমন এক প্রান্তবর্তী কবিকে গ্রহণ করায় ভারবি-র অধিকর্তা শ্রী গোপীমোহন সিংহরায়ের কাছে অবশ্যই আমি কৃতজ্ঞ।

এই সূত্রে স্মরণ করি, কবি শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্যের সহৃদয় ভালবাসা। তিনি আমার জীবনাকাশের অতি শুভনক্ষত্র। তাঁর সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা' পত্রিকার দীর্ঘ আঠারোটি বছর ছিল আমার শ্রেষ্ঠ সময়কাল। ইচ্ছামত নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছি সেখানে। এক অবাধ মুক্তক্ষেত্রের সেই স্বাধীনতা আমার প্রয়োজন ছিল। তার সুফল এই শ্রেষ্ঠ কবিতা—এখন সানন্দে তাঁর করকমলে তুলে দিতে পেরে আমি ধন্য।

অগ্রজপ্রতিম শ্রী অজিতমোহন গুপ্ত, শ্রী শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আর শ্রী সুশীল ঘোষের কাছেও আমার ঋণ অপরিশোধ্য; কবিতার জগতে নবাগত এক কিশোরের কুণ্ঠিত ডানায় যাঁরা অনুকূল পথের উড়াল হাওয়া সঞ্চারিত করেছিলেন।

পরিশেষে আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী অঞ্জনার কথা। কঠিন প্রতিকূল পরিবেশে দুঃসহ জীবন-যাপনের যন্ত্রণার মধ্যেও যিনি প্রেরণার দীপশিখাটি নিরন্তর প্রজ্বলিত রেখেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে ঋণ এ-জীবনে অনিঃশেষ।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

সূ চি প ত্র

সুর তরঙ্গ [১৩৬৫]

রঙিন মাছের ঘর [১৩৭৮]

অগ্রন্থিত : সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কবিতা

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

ঝাড়গ্রামে একটি চন্দ্রোদয়

আশ্চর্য—হঠাৎ
পাহাড়ের শীর্ষদেশে কেউ যেন আস্তে রেখে দিলে
শুভ্র আর সুবঙ্কিম একখানি বন্য হাতিদাঁত !

পরক্ষণে চেয়ে দেখি সে দাঁতের কারুকার্য করা
এ পৃথিবী—পুতুলের মতন অপ্সরা !

মধ্যরাতে মনে হয় নৌকো ভাসে আকাশের নীলে !

বাঁচীর পথে একটি সূর্যাস্ত

সুবর্ণ বাঘের থাবা পশ্চিমের অজানা পাহাড়ে
ছিন্নভিন্ন করে দিলে বৈকালের জীবন্ত হরিণ !
রক্ত ভেজা মাটি দেখে—বহুদূর দিগন্তের পারে
সভয়ে অদৃশ্য হলো দিন !

সুবর্ণ বাঘের থাবা সূর্য ওই ডোবে অন্ধকারে !

নদী কংসাবতী

বালুকার শয্যা পেতে শুয়ে আছে রূপবতী নারী !
শঙ্খ-সাদা শরীরে জড়ানো
রূপালি জরিতে বোনা মিহি জল-তরঙ্গের শাড়ি !

রূপ দেখে উড়ে আসে দূরের পাখিরা ।
ঘুমন্ত শিশুর মতো একপাশে ঝুঁকে—
অশথের ছায়া ভাসে রৌদ্রময় নিরিবিলি বুকে !
মন্দিরের চূড়া থেকে খসে পড়ে আলোকের হীরা !

আবার কখনো দেখি অন্ধকার ঘন তার চুলে
ফুল ভাসে—হাওয়া লেগে দক্ষিণের পারের শিমুলে !
রহস্য গহন
সুরে-সুরে গান গায়, জল ছুঁয়ে পাতায়-পাতায়
নত শরবন !

এই নদী ভাষা দিলে, স্বপ্ন দিলে—আমার জীবনে !
প্রথম প্রণয় শেষে বেদনার স্পর্শ দিলে মনে !
মনে পড়ে কৈশোরের বেলা :
বঁইচি বনের পাশে, বালুকার রাজ্য নিয়ে রাজারানী খেলা !

বিকালের ছায়া-ছায়া রূপকথা-জগতের পরী
সেদিনের স্বপ্নের কিশোরী
আজ নেই কাছে,
আজ শুধু অতীতের স্মৃতিময় চিহ্ন হয়ে
অন্য এক নারী শুয়ে আছে !

প্রণয়-সন্ধান

ভালবাসা কার মতো ? রক্তমুখী গোলাপের টানে
সম্মোহিত ভ্রমরের উড়ে চলা ? সেই এক ভুলে
যখনি ছুঁয়েছি তাকে কামনার করুণ আঙুলে
কত যে বিঁধেছে কাঁটা একমাত্র এ জীবন জানে !

ভালবাসা কত বড় ? অন্তহীন আকাশের সীমা
পেতে চেয়ে নক্ষত্রের ভেসে চলা ? সেই ভুল ববে
যখনি চলেছি আমি আকাঙ্ক্ষার ছায়াপথ ধরে
সতত সমান আছে সেই তার অসীম দ্রাঘিমা !

ভালবাসা কোন্ খেলা ? রক্তময় হৃদয়ের পাশা
অনিশ্চয়ে বারবার ফেলে চলা ? সেই এক ভুলে
যখনি ধরেছি তাকে বাজি রেখে জীবন-আঙুলে
হয়েছে নতুন করে নির্ধারিত, পরাজয়ে আসা !

ভালবাসা তার মতো—সেই যার অন্বেষণে যাবো,
অথচ ঠিকানা তার ফিরে-ফিরে নিশ্চয় হারাবো ?

পলাশকুসুম

সারা বন ভরে গেছে তীব্র শিখা বর্ণের অনলে
মধ্যাহ্ন পথের পাশে সমাহিত যন্ত্রণায় জ্বলে

যেন কার অনির্বাণ চিতা !
ধু-ধু অগ্নিপরীক্ষায় নামে বুঝি চিরন্তনী সীতা ?

প্রান্তরে বাতাস কাঁদে, বনান্তরে কেঁদে ওঠে অলি—
গেল গেল ভস্মীভূত হয়ে গেল সোনার পুতুলী !
হে আকাশ বৃষ্টিধারা দাও,
সোনা-অংগ বর্ষণের জলে আর মেঘেতে জুড়াও !
মৌন জ্বালা বুকে নিয়ে জ্বলে দেখো আশ্চর্য দুখিনী
মৃত্তিকার কন্যা, ওকে বেদনার বৃন্তে আমি চিনি !

অথবা সে—সম্ভ্রমের অপমানে রক্তে ধুয়ে লাল
পাঞ্চালীর বেণী বাঁধে ওই কোন প্রতিজ্ঞা ভয়াল !
শব্দহীন অট্টহাসি হেসে
কে যেন বাতাসে ঘোরে কৌরবের ছায়ার উদ্দেশে !

নেপথ্যে মাটির নিচে চিরন্তন আরো কেউ বলে—
তোমাকে পবিত্র করি রক্ত আর দুঃখের অনলে !

কাঁচের পুতুল : প্রেম

অনেক স্বপ্নের হীরা মোতি ফুলে হৃদয় সাজিয়ে
গড়েছি মনের মতো, তবু সেই নশ্বর-পুতুল
একবার যদি গেছে ভেঙে, আর কোন্ মন্ত্র দিয়ে
আবার মিলাবো তাকে ? ফিরে যত চেষ্টা করা ভুল !
প্রণয়ের মৃত্যু নেই বলো কেন—ব্যথার পাথরে
বারংবার ছুঁড়ে ফেলে যদি তাকে চূর্ণ করা যায়,
রঙ রূপ সব থাকে সেই ক্ষত যন্ত্রণার পরে ?
ভালবাসা ঘৃণা হয়ে অস্বীকার দেবে না তোমায় ?
যাই বলো, প্রণয়ের মূর্তিগুলি কাঁচের পুতুল .
একবার ভেঙে গেলে মিলাবার চেষ্টা কবা ভুল ।

সাক্ষ্য তুমি কৃষ্ণচূড়া

যদি পারো কৃষ্ণচূড়া—কোনদিন তুমি তাকে বলো
সেই কষ্ট বুকে নিয়ে আমাকেই ফিবে যেতে হলো !

সূর্যোদয় মেঘে ঢাকা—তাই শেষ রাত্রির আঁধারে
মিশে গেছি, কৃষ্ণচূড়া, তুমি বলো, তুমি বলো তারে!

শুনে রাখো কৃষ্ণচূড়া—আমি তার আসার আশাতে
ঠায় বসে থেকে গেছি, সেই সব মণিমাল্য হাতে
স্বপ্ন-সাধ নাম যার! তবু তার এত ভুল হলো?
কৃষ্ণচূড়া তুমি বলো, কাছে ডেকে তুমি তাকে বলো!

মিথ্যা কিছু বুকে নিয়ে অভিমানী, সে তো অভিমানী।
আমাকে সে ঘৃণা করে বড় বেশি—হয় তো, কী জানি।
তুমি থাকো কৃষ্ণচূড়া, চুপি-চুপি আমি চলে গেলে
তার চোখে অশ্রু দেখো শেষ কোন বৃষ্টির বিকেলে!

অন্ধকারে পাশে ডেকে সেই দিন তুমি তাকে বলো
কত কথা বুকে নিয়ে আমাকে যে ফিরে যেতে হলো!

তবু

বৃক্ষ বলে ছায়া দেবো, মেঘ বলে বর্ষণের জল,
সে নারী আমায় বলে, আমি দেবো তীব্র হলাহল!
সময়ের অন্ধকারে কোন এক উল্কা-খসা রাতে
তবু তার কাছে যাই পিপাসার পানপাত্র হাতে!

শস্য বলে প্রাণ দেবো, মাটি বলে আরো শস্যকণা,
সে বলে, আমার কাছে রাখা আছে কঠিন যন্ত্রণা!
তবু এক বিভ্রমের টানে পড়ে যৌবনের পাখা
বহুদূরে গিয়ে হয় বেদনার ক্ষতচিহ্ন আঁকা!

শঙ্কা বলে ফিরে চলো, ইচ্ছা বলে আরো আছে দিক,
সে বলেছে, প্রয়াসের ফলগুলি সমস্ত অলীক!
যত অর্ঘ্য আনো তুমি প্রণয়ের অর্গলিত দ্বারে,
ফিরে যেতে হবে ফের পিছু পথে, তীব্র হাহাকারে!

তবু তার চক্ষে আছে জীবনের অশ্রুত যে ভাষা,
তার কাছে ক্লান্ত মনে আমাদের দীক্ষা নিতে আসা!

উঠোন

বলো, এই চৌকোনা উঠোনই কি হতে পারে নাকো
বড়সড় কোন মাঠ—যদি তুমি পাশে বসে থাকো,
ওই পাতাবাহারের গাছগুলি দুলিয়ে যে আসে
চেনা-চেনা হাওয়া, তার হাত ধরে সাঁঝের আকাশে
ঠিক ঘুরে আসা যায়—মনে-মনে, একটু উঠোনই
হতে পারে তেরো নদী, পথ, বন, হীরকের খনি!

ভাবো, কোন সাগরের দেশ থেকে ভেসে-ভেসে-ভেসে
তুমি এলে, আমি এই উঠোনের উপকূল দেশে
বরণের পিঁড়ি পেতে তোমাকেই তুলে নিতে ঘরে
দাঁড়িয়েছি! বলো তবে, মন কিছু করে কি না করে
বাগানের পাশ থেকে উড়ে আসা জোনাকির ঝাঁকে
চোখ রেখে; এ উঠোন আর কিছু দেয় না তোমাকে?

সব কাজ সারা হাতে একবার মাদুর বিছিয়ে
বসো যদি, বহুদূরে যেতে পারো এ উঠোন দিয়ে!

কাশফুল

আদিগন্তে দোল খায় যেন এক প্রাণের সাগর:
যেন এক সাগরের ফেনময় শুভ্র বালুচর
আশ্বিনের উপকূলে ঢালা,
অথবা উজ্জ্বল কিছু বলাকার একসারি মালা
মেঘ থেকে ছিন্ন হয়ে পড়েছে মাটিতে!
পৃথিবী ব্যাকুল—সেই মুক্তার স্পর্শসুখ নিতে!

কখনো বা মনে হয় নক্ষত্রের কারুকাজ করা,
সাদা-সাদা সুন্দর চামরে—
মাটির শরীর ঘিরে মৃদুমন্দ হাওয়া কেউ করে!
কাশবনে খেলা করে সে কোন্ অপ্সরা?

অফুরন্ত প্রাণ-ভরা এই কাশফুলের জীবন:
আমি এই সীমাহীন জীবনের কাছে কতক্ষণ

মুগ্ধ হয়ে আছি আর বলো ?
কালের পিঞ্জর খুলে—নদীর দু' পারে ছলোছলো
শিশিরের স্বপ্ন আঁকা হাজার শরতে,
আশ্চর্য কাশের কলি দেখা দেবে পৃথিবীর পথে !

আজ তাই মনে হয় ব্যর্থ আমি ভালবেসে আছি :
থাক পাশে সম্পদ যতই—
মাঠের সাগর-ভরা কাশের তরঙ্গ থইথই ;
একদিন উড়ে যাবো দূরের মৌমাছি !

রাজহাঁস

রাজহাঁস জলে ভাসে মেলে দিয়ে ফেনশুভ্র ডানা :
ওই রাজহাঁস যেন জানে সব স্বপ্নের ঠিকানা !
রুক্ষ মাটি থেকে তাই জলে নেমে গিয়ে
ডানা দুটি দিয়েছে ছড়িয়ে !
স্বপ্নের মতনই কোন—রাজহাঁস জলে ভাসে দেখি !
সায়রের বৃত্ত বুকে বিছু নীল আনন্দ সে খুঁজে পেয়েছে কি ?
রৌদ্র আঁকা আকাশের পানে চোখ তুলে
একমুঠো তরঙ্গের 'পরে দুলে-দুলে
অন্তরে সে স্বাদ নেয় তার !
মাত্র এক সাদা হাঁস—বৈকালের পৃথিবীতে
মুগ্ধ করে চেতনা আমার !

সাদা হাঁস রাজহাঁস, তুমি জানো আমার যন্ত্রণা ?
এ হৃদয় ছুঁয়ে গেছে পিপাসার শত অগ্নিকণা !
পথে-পথে ঘুরে বহু অন্বেষণ করে
তাই আসি তোমার সায়রে !
তোমার মতনই সাধ—ঠাণ্ডা জলে ভেসে-ভেসে যেতে !
লঘুপাখা সঞ্চালনে এক নীল আনন্দের দেখাশোনা পেতে !
রক্ত থেকে পিপাসার জ্বালা মুছে দিয়ে
এই ছায়া-বৈকালের জলখেলা নিয়ে

এ শরীর স্নিগ্ধ হতে চায় !
স্বপ্ন-ভরা সরোবর—আলিঙ্গনে বুকে ধরে
শান্তি তবু দেবে না আমায় ?
তুমি দাও শুভ্র দুটি ডানা,
আর কিছু স্বপ্নের ঠিকানা !

পুরুলিয়ার মাঠে একটি সূর্যোদয়

ভোরের আকাশ যেন জয়পুরের শিল্পকাজ করা
স্বচ্ছনীল পাথরের টব !
আলোর পাপড়ি ভরা
একটি গোলাপ দেখো তার মাঝে—সৌন্দর্য-বিভব !

অথবা কুমারী কোন রূপসীর বক্ষ মণিহারে
পদ্মরাগ রতনের খণ্ডে দেখো রূপায়িত তারে !

মনে হয়, ফিরে মনে হয়,
মুহূর্তে আঁচল খসে শরমে দিয়েছে দেখা
অষ্টাদশী সে বুকের পীনোন্নত একটি বলয় !

স্পর্শসুখ নিতে চায় তাই বুঝি দিগন্তের রেখা !

দ্বীপের নৌকো

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো তুমি, আমি, আরো প্রত্যেকেই
মাটির সমুদ্রে ভাসি ! অচেনার অফুরন্ত জল
পৃথিবীর লক্ষ পথে খেলা করে—যোগসূত্র নেই
পরস্পরে এতটুকু, তবু বলি ঘনিষ্ঠ সফল
আমাদের আত্মীয়তা ! শাশ্বত কালের ভ্রম এই,
সমস্ত দ্বীপের মাঝে কুয়াশার বৃত্ত অবিকল !

নিঃসঙ্গ জীবনগুলি—যেন কত হারানো বন্দর
এ সমুদ্রে একা চুপ ! কারা আসে ব্যর্থ, কারা যায় ?
নোঙরের শব্দ শুনি, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর
নৌকো দেখি ফিরে যায় সীমাহারা জলে, শূন্যতায় !

সান্ধ্যবাতি জেলে রেখে পিছু ডাকে সজ্জিত শহর,
মন তবু দূরে-দূরে সমুদ্রের নির্জনতা চায় !

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো মানুষের নিঃসঙ্গ জীবন :
পরিচয় রক্ষা করে মাঝে-মাঝে নৌকো হয়ে মন !

সাবানের ফেনা

মায়া শ্বেতপদ্ম যেন থরে-থরে পাপড়ি খুলে
দূরে ভেসে যায়—
নীলজলে অলৌকিক সুষমা ছড়ায়
সাবানের ফেনা ।
চোখের পলকে ফিরে চিহ্ন তার কোথাও থাকে না !

শঙ্খবতী রূপসীর অঙ্গ থেকে ঝরে-ঝরে-ঝরে
সৌন্দর্যের আভা যেন—জলের উপরে !
সাবানের তুচ্ছ ফেনা মুগ্ধ এত করে !

পোখরাজের পাশা দেখি, অথবা সে বজ্রমণি
পাথরের ফুল—
তরঙ্গের কানে দোলে ঝিকিমিকি দুল !
অপরূপ ছাঁদে,
মুক্তাঝুরি মালা দিয়ে বেউ যেন এলোচুল বাঁধে !

পরক্ষণে কিছু নেই, জলছবি দৃশ্য মুছে গিয়ে
মুহূর্তের স্বপ্নগুলি চলে গেছে কোথায় হারিয়ে !

রাতের আকাশে একটি উল্কাপাত

অলক্ষ্যে কোথায়
সুবর্ণ-হরিণ দেখে সীতা বুঝি মুগ্ধ হয়ে যায় ?

রাম তাই মুক্ত করে, হিরণ্য প্রখর
নেপথ্যের ধনু থেকে—শুভ্র যেন আলোকিত শর !

মনের মানচিত্রে : একটি প্রার্থনা

যন্ত্রণার রক্তমেঘ দেখা যায় পশ্চিম আকাশে,
দক্ষিণের তীরে হুহু ব্যথার সমুদ্র বহে আসে,
বিষণ্ন হাওয়ায় লাগে উত্তরের বনশাখে দোলা,
সে গেছে পূবের পথে—নিঃশব্দ দরোজা আছে খোলা !

গোধূলির আলো-ভরা অন্ধকারে ক্লান্ত আমি একা
তার স্বপ্ন চোখে নিয়ে বসে থাকি—শরবিদ্ধ পাখি
দিগন্তের পানে চেয়ে মৌন যেন ! যদি ফিরে ডাকি,
নক্ষত্রের মতো সেই মুখ দেবে পুনর্বার দেখা ?

যন্ত্রণার রক্তমেঘ এ আমার নিঃসঙ্গ চেতনা—
দক্ষিণের তীবে এসে, বেদনার সমুদ্র এ-পারে,
বিষণ্ন হাওয়ায় দেখি তার নামে ঢালে অশ্রুকণা :

'সে গেছে পূবের পথে—পশ্চিমে ফিরায়ে দাও তাবে।

গৌতম ধারাতে একটি বিকাল

এখানে আকাশে-পাহাড়ে-মাটিতে অন্তরঙ্গ—
যেন তিনজন পুরনো বন্ধু নিরবধি কাল
মুখোমুখি বসে অনুভব করে মধুর সঙ্গ।

সুন্দরী এক কিশোরীর মতো কুমারী বিকাল
ঝরনাব জলে গা' ধুয়ে যখন ঘরে ফিরে যায়
দুটি চেনা ফল বুকে নিযে কাঁপে হৃদয়ের ডাল।

নীলাভ শাড়িতে ঢাকা পড়ে তাই সোনালি অংগ—
আঁচলে তিনটি তাবাফুল দোলে সান্ধ্য হাওয়ায়।

ফতেপুরসিক্রিতে গোধূলি

এতক্ষণ দিন ছিল হাওয়ামহলের ছাদে নির্জনে দাঁড়িয়ে,
অভিজাত সম্রাটের মতো :
মাথার ওপরে ছিল রৌদ্র যেন সোনার মুকুট।

জানি না কী হলো দূরে দিগন্ত রেখার দিকে চেয়ে—
ধীরে ধীরে
সিঁড়ি ভেঙে
নিচে নেমে এসে
পাষাণ চত্বরে ছায়া পদচিহ্ন ফেলে, তারপর
বুলন্দ্ দরওয়াজা থেকে আরো কিছু সিঁড়ি ভেঙে ক্রমশ সুদূরে
মাঠের ওপারে দিন চলে গেল একা !

সম্রাট কোথায় যান ? এই কথা সবিস্ময়ে বলে দ্রুতবেগে
পিছনে পিছনে লাল ধুলো-মেঘ আকাশে উড়িয়ে
ছুটে গেল দু'শ ঘোড়সওয়ার ।

হরিদ্বারে রাত্রি

অন্ধকারে ঝুলে আছে স্বচ্ছ বাতিদান ওই জ্বলন্ত আকাশ
সুপ্রাচীন আমলের বেলোয়ারী ঝাড় যেন স্বর্গের প্রাসাদে,
তারাগুলি মোম ।
অথবা জ্বলছে বুঝি আতশ বাজির সব আগ্নেয় শরীর—
সমস্ত আকাশ আজ উৎসবের মাঠ,
ছায়াপথ এঁকে গেছে উড়ন্ত হাউই !

অন্ধকার ঝাউবন রূপকথার পাখি হয়ে শিস দিয়ে ওঠে :
দেবদারু বৃক্ষগুলি মনে হয় শান্ত কালো
পাথরের সিঁড়ি,
শীর্ষপথে যদি একা উঠে যাই—তবে
হয়তো সহসা কোন আশ্চর্য পরীর দেশ পাবো !

আবলুস কাঠের মতো কালোমুখ দৈত্যের বিশাল দেহ যেন
অদূরে দাঁড়িয়ে আছে মনসা-পাহাড় তার মাথার ওপরে
বাঁধা আছে স্তব্ধ এক মন্দিরের ঝুঁটি !
নিচে সারারাত
দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে কুম্ভমেলা জেগে আছে নদীর দু'পাশে !

নীল ভোর

আঁধারে সমস্ত রাত চলন্ত তীরের মতো ছুটে যেতে-যেতে
যাযাবর ট্রেনের দু'পাশে
ক্রমশ যেখানে মিহি রেশমের মতো নীল ভোর
ফুটে ওঠে, কাশবনে হাওয়ায় তরঙ্গ খেলে যায়,
দেখা যায় সৌম্য বক ঝিলের কিনারে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে…
আমি যে তখন
স্বদেশে এসেছি তাতে সন্দেহ থাকে না।

এই তো বাগানে সুখতন্দ্রালীন আম-জাম-পারুল-জারুল,
বাবুই পাখির বাসা মাঠে তালগাছে,
তেঁতুল-বটের গায়ে শ্যামালতা, পানের বরজ,
কোথাও মন্দির-ঝাউ, দেবদারু দেবতার গাছ,
নত প্রণামের মতো নির্জন দীঘিতে শ্বেত কুমুদ ফুটেছে…
এ ছবি আমার চেনা—বাঙলা দেশের।

নদীতে সমস্ত দিন বিস্মিত মাছের মতো ভেসে যেতে-যেতে
পালতোলা নৌকোর দু'পাশে
ক্রমশ যেখানে দূর শঙ্খের কোমল ধ্বনি সব
বেজে ওঠে, বাঁশবনে জ্যোৎস্নার হীরক ঝরে যায়,
শোনা যায় ভাটিয়ালি তন্ময় মাঝির গান উদাস সুরেলা…
আমি যে তখন
কোথায় এসেছি আর জিজ্ঞাসা থাকে না।

ডায়মণ্ডহারবার : ছুটির দিন

সীগল সীগল, নীল সমুদ্র আর কত দূরে?
ওই যে জলের ধু-ধু বিস্তার আনত আকাশ
দূর দিগন্ত রেখায় মিলেছে, ওখানে গেলে কি
চেনা পৃথিবীর সব বন্ধন খুলে যাবে, আর
তোমারই মতন মুক্ত-ডানার অনাহত গতি
আমাকে টানবে অসীম শূন্যে—সীগল সীগল?

জাহাজের মতো নোঙর ফেলেছি জীবনের ঘাটে :
এক বন্দরে বহুকাল গেল, আর কত কাল
এখানে থাকবো ?   সীগল আমাকে পথ বলে দাও,
আমি ছুটি চাই ছদ্মপ্রেমের তটভূমি থেকে—
পরিচিত সব চোখের কাজল নকল সুষমা
গন্ধ-রুমালে রেশমী সুতোর জাদুকরী ফুল
দূর পশ্চাতে ফেলে রেখে নীল নারিকেল বনে
চলে যেতে চাই, জনহীন দ্বীপে ঝিনুকের দেশে !

সীগল, সীগল, মানুষের মুখে বড় কারুকাজ !
এত প্রসাধন চোখে ধাঁধা লাগে, দীর্ঘ অচেনা
প্রবাসে আমার বহুদিন গেল তবু কারো মুখ
চিনতে পারিনি, এবার আমাকে পথ বলে দাও,
রাঙা সন্ধ্যার আলোছায়া থেকে নীলিমার দিকে
পায়ে পায়ে খুব নির্জনে যেন একা ঘরে ফিরি !

ট্রিওলেট

॥ মাদ্রাজে : মেরিনা বীচের পথে ॥

ঝাউগাছে জ্যোৎস্না জ্বলে, স্বপ্নময় বেলাভূমি ডাকে :
চলো যাই সুনির্জন উপকূলে—রাত্রির বাতাসে
তোমার সুগন্ধ চুল খুলে দিয়ে দেখবো তোমাকে !
ঝাউগাছে জ্যোৎস্না জ্বলে, স্বপ্নময় বেলাভূমি ডাকে :
সীগল পাখির ডানা চাঁদ দেখো উড়ছে আকাশে !
নিভৃত গল্পের দেশ শুয়ে আছে সমুদ্রের বাঁকে :
ঝাউগাছে জ্যোৎস্না জ্বলে, স্বপ্নময় বেলাভূমি ডাকে,
চলো যাই সুনির্জন উপকূলে—রাত্রির বাতাসে—

॥ ওয়ালটেয়ারে : স্টেশনে দাঁড়িয়ে ॥

এখনি নিসর্গ-ছবি চলে যাবে সন্ধ্যার আড়ালে,
চারদিকে আকাশের রক্তরঙ দ্রুত ঝরে যায় :
কিছুই যাবে না ধরা দৃশ্যপটে দু'হাত বাড়ালে !
এখনি নিসর্গ ছবি চলে যাবে সন্ধ্যার আড়ালে :

অথচ জানি না আমি ফিরে যাবো নিঃসঙ্গ কোথায়,
আমার নির্দিষ্ট কোন বাড়ি নেই কোন দেশ-কালে !
এখনি নিসর্গ-ছবি চলে যাবে সন্ধ্যার আড়ালে—
চারদিকে আকাশের রক্তরঙ দ্রুত ঝরে যায় !

নীহারিকা ছায়াপথ

সৃষ্টির গোপন বীজ আকাশের গর্ভে প্রবাহিত
নিঃশব্দে এখনো—
সুদূর ভবিষ্য নীল জগতের আরো ভ্রূণছায়া
অন্ধকার গভীরে শায়িত :
অনন্ত, ধারণাতীত, সেই প্রাণ পুষ্পের আভাস
শরীরে ধারণ করে জেগে আছে জননী আকাশ।

নক্ষত্রজটিল
নীল
দৃশ্যে আলোকিত পথ, অন্তরালে প্রাচীন আঁধার…
শব্দহীন
চিরদিন
ধনুকের মতো বাঁকা—মানুষের আয়ুর ওপারে !

মিলিত একক

যেখানে যখন থাকো মিলিত সংসারে থাকা ভাল
যেমন মাছের ঝাঁক জলে :
স্পষ্ট স্বাধীনতা তবু কিছু চাই, ইচ্ছা হলে যেন
অনায়াসে দ্রুত চলে যেতে পারো নিঃসঙ্গ অতলে।
বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকো পৃথিবীর উজ্জ্বল বাগানে,
পাশে থাক প্রতিবেশী ফুল,
রৌদ্র আলো যথারীতি স্পর্শ করো মিলিত শাখায়-
কিন্তু যেন নিজস্ব বকুল
হাওয়ার ভিতরে তার গভীর সুগন্ধ রেখে যায়।
তোমাকে বাজাতে হবে নির্দিষ্ট গানের স্বরলিপি

কারণ রয়েছো ঐকতানে :
বিশিষ্ট ভূমিকা তবু কিছু চাই, কিছুক্ষণ যেন
তোমার বিষন্ন হাত বেহালায় একা ছড় টানে।
চারদিকে পরিচিত দৃশ্যভূমি রয়েছে সাজানো
মাঠ নদী সন্ধ্যার আকাশ—
সহজে তোমাকে তার অন্তর্গত যেন মনে হয়
একটি নিঃসঙ্গ বালি-হাঁস
মিলিত উৎসবে আছো, অথচ তুমি তো কারো নয়।

বটগাছের পাখি

বটগাছে অন্ধকার। অন্তরালে সহস্র পাখির
কণ্ঠস্বর শোনা যায়—
পথে যেতে থমকে দাঁড়ালাম :
শুধু একবার শুধু আশ্চর্য কেমন মনে হলো,
যেন ওই গাছটি প্রাচীন
মৃত সব মানুষের অশরীরী কণ্ঠের প্রতীক।
এ-শহরে একদিন জেগে ছিল যারা,
এই রাজপথে যারা ক্লান্ত পায়ে হেঁটে ছিল রাতে,
যাদের আনন্দ দিতে ফুটেছিল কৃষ্ণচূড়া ফুল
এই ফুটপাতে—
আজও তারা আছে যেন অদৃশ্য পাখির স্বর হয়ে!
বটগাছে অন্ধকার। অন্তরালে অজস্র সুরের
তীব্র মায়াজাল যেন—
নিচে এসে ঊর্ধ্বে তাকালাম :
শুধু একবার শুধু আশ্চর্য কেমন মনে হলো,
ওই ছায়া গাছটি অনেক
পুরনো কালের কোন বেহালার বিষন্ন শরীর!

নিঃসঙ্গ যাত্রা

সব চলে যাবে, ওই লাল ফুল নন্দিত ভ্রমর
বসন্ত যৌবন ঋতু দিন মাস স্বরশঙ্খ পাখি,

হলুদ পাতার ছবি আর শান্ত সন্ধ্যার জোনাকি
কালস্রোতে চলে যাবে তরঙ্গের মতো, পর পর!

কত গেল, অন্ধকারে মিশে গেল কারুকার্য সব—
ধর্মচক্র শিলালিপি শিলামূর্তি অজন্তা ইলোরা
বিজিত সাম্রাজ্য আর ঘাতকের কলঙ্কিত ছোরা;
নিঃশব্দে ঘুমালো একা পিরামিডে মহামান্য শব!

সব চলে যাবে, ওই নক্ষত্র-সোলার নীল ফুল,
চালচিত্র আকাশের নিচে যত সৃষ্টির প্রতিমা
কালের নদীতে যাবে পার হয়ে দৃশ্যপট-সীমা,
নেপথ্যের পরিণামে বাঁধা যত নশ্বর পুতুল
জীবনের মঞ্চে এসে চিরস্থায়ী কখনো হবে না।
সব চলে যাবে, স্থির বিন্দু হয়ে কিছুই রবে না!

কোন জাদুকরের প্রতি

তুমি কাকে ফিরে চাও—শৈশবে মায়ের মুখে আলো
ভাসানো উজ্জ্বল স্নেহ? বাল্যসখা? কৈশোরে নিজেকে
না চিনে, আবিষ্ট মনে, যার সঙ্গ বেসেছিলে ভাল
সে কিশোরী? দেখো, তারা নীলজলে স্মৃতিবৃত্ত এঁকে
ডুবে গেছে অতলান্ত অতীতের বিশাল সাগরে!
চতুর্দিকে ধাবমান সময়ের জলশব্দ শোন—
নক্ষত্র ভুবন মেঘ ফুল পাতা সব সঙ্গে ক'রে
সে চলেছে দূর থেকে দূরান্তের অন্ধকারে কোন
নিরাকার-অন্বেষণে, ভেঙে পড়ে তাই দশ দিকে
সমস্ত আকার শিলা গাছ মাটি প্রাচীন ফোয়ারা
বাগানে নশ্বর মঠ। বলো তুমি, ইন্দ্রজাল শিখে
থামাতে পারো কি ওই তীব্রগতি বিধ্বংসের ধারা?
তুমি কাকে ফিরে চাও? ধ্বনিত বাদ্যের তালে তালে
কিছুই আসে না ফিরে আশ্চর্য আরেক ইন্দ্রজালে!

জন্মমাস

আমি কার্তিকের দিকে চেয়ে থাকি, কেন না কার্তিক
ভীষণ বিপন্ন মাস, গল্পে শোনা এক ভীরু কিশোরের মতো
যে কেবল বাল্য আর যৌবনের জনহীন দুই সীমারেখা
স্পর্শ করে, চকিত বিহ্বল একা দাঁড়িয়ে রয়েছে…
বালক-বেলার বাঁশি ভালবাসে অথচ এদিকে
যৌবনের তীক্ষ্ণ সুর এখনো সহজে ভাল বাজাতে পারে না !

কার্তিক অসুখী মাস :
কাশফুল-শেফালি-শরৎ আর উজ্জ্বল মেঘের দিন শেষ,
উদাস হেমন্ত শুরু, বাতাসে এখন মাঠে দোলে
সোনালি সবুজে মিশে কিছু পাকা কিছু কাঁচা ধান,
কোন দিকে পূর্ণতার স্পষ্ট কোন রূপছবি নেই,
সব কিছু সুদূর বিষাদে যেন না-শীত না-কুয়াশায় ঢাকা
অসমাপ্ত রেখার আভাস !

সে আমার জন্মমাস—তাই তার সমস্ত বিষাদ,
বুকের নির্জন ব্যথা, স্বপ্নে দেখা নীল তারা পিপাসার আলো
স্বরচিত দুঃখ আর নিরুদ্দেশে বারবার পলায়ন-সুখ
স্পর্শ দিয়ে, আমার হৃদয় বড় নিঃসঙ্গ করেছে…
প্রেমের গভীর বাঁশি ভালবাসি অথচ জীবনে
অলৌকিক দীর্ঘ সুরে কখনো সহজে তাকে বাজাতে পারি না !

সমান স্বভাব নিয়ে আমি কার্তিকের দিকে বড় চেয়ে থাকি !

জন্মদিন

সুদূর বিদেশে থাকে, এমনি বন্ধুর মতো চেনা হাসিমুখে
সময়ের ট্রেন থেকে নেমে আসে কার্তিকের একটি সকাল—
বাঁশের নির্জন সাঁকো পার হয়ে এদিক ওদিক
        চেয়ে দেখে, তারপর
        রৌদ্র-ছায়া-নকশাকাটা উঠোনে দাঁড়িয়ে সে আমার
                        কুশল জিজ্ঞাসা করে।

তাকে দেখে বারান্দায় পাখি নাচে, কাঠের পুতুল
হাতে নিয়ে শৈশবের স্মৃতিগুলি দরোজায় ভিড় করে আসে :
আমার মায়ের চোখ মনে পড়ে, আমার দিদিমা
‘সুখে থাক’-লেখা এক প্রাচীন আসনে
আমাকে বসিয়ে যেন এখনি পাশের ঘরে গেছে,
রুপোর রেকাবি ভরে মিষ্টি, ফল, নিয়ে ফিরে এলে
অনুষ্ঠান শুরু হবে শাঁখের ধ্বনিতে,
হাওয়া থেকে হাতের আড়ালে রেখে পিলসুজে ঘৃতের প্রদীপ
কোমল বুকের স্নেহ আমাকে বলবে তুমি দীর্ঘজীবী হও—
এই সব রূপকথা খুব ভাবি জন্মদিন এলে।
আমি সুখে আছি কিনা দীর্ঘজীবী হবো কিনা, সে সব কথার
অনেক দূরত্বে আজ বাস করি জীবনের কঠিন মাটিতে :
ঝ’ড়ো হাওয়া একা পথে নদীর স্রোতের
বিপরীতে যেতে হয়,
অবিরাম দুঃখ থেকে আমাকে বাঁচাতে আর কোন
হাতের আড়াল নেই !
তবু কেন কুশল সংবাদ নিতে জন্মদিন আসে ?

একটা লোক

কখনো আনন্দ আর কখনো বিষাদ
হৃদয়ে ধ্বনিত হয়। দৃশ্যে যথারীতি
চলাফেরা। সংসারের টান। স্বপ্ন সাধ।
দক্ষিণ সমীরে দুলে ওঠে তার স্মৃতি
কৃষ্ণচূড়া ফুল। সে যে মুগ্ধ এক প্রাণ।
সারাদিন ব্যস্ত। কাজে। সন্ধ্যাবেলা ফিরে
গীটারে রবীন্দ্র-সুর। রমণী শরীরে
স্বর্গের সুষমা দ্যাখে। রক্তে বাজে গান।

তবু তার জন্মে আছে অন্য কোন ক্রূর
নক্ষত্রের অভিশাপ। তাই ছন্নছাড়া
সে মানুষ। তৃপ্তি নেই কোন সুখে তার।
চতুর্দিকে ঘিরে তাকে গল্প করে যারা

বন্ধু তারা নয়। তাই শান্ত কবিতার
জগতে সে আছে। একা। নির্জন সুন্দর।

চার রঙে

॥ সোনালি স্বপ্ন ॥

এখনো স্বপ্নের সেই সোনালি ব্যাঙ্গমা পিছু ডাকে—
শালুক-বিলের মাঠ পার হয়ে মিষ্টি সারিগান
বাতাসে ছড়ায় দূর স্বর্গের সুষমা, মায়াবতী
গল্পের সে-দেশ আমি হারিয়েছি অমল অম্লান।

॥ নীলাভ জীবন ॥

টাটকা প্রদীপের আলো যার চোখ, স্নেহ মৃদু জ্বলে,
সন্ধ্যাচামেলির ফুল উঠোনে নিঃশব্দে কথা বলে,
আঁধারে অশ্বত্থ গাছ বেজে ওঠে, কাঁপে নদীজল,
সে-সব স্বর্গীয় ছবি কী জানি কোথায় গেল চলে!

॥ ধূসর শহর ॥

অন্ধকার! সরু গলি! চতুর্দিকে ইটের ফোকরে
লক্ষ মুখোশের মতো ভয়ংকর মানুষের মুখ,
পামগাছে ছিন্ন ঘুড়ি স্বপ্নের প্রতীক, মাঝে মাঝে
পার্কে বসে শুনে আসি বান্ধবীর মনের অসুখ!

॥ কালো রাত্রি ॥

মিথ্যা প্রেম অভিনয় দেখে মনে বড় ক্লান্তি আসে,
নাচঘরে রাত্রি নামে, মদ্যপ যুবক পথে হাসে,
আঁধারে ভৌতিক ছায়া কাঁপে যেন—আমি সারারাত
নিঃসঙ্গ হৃদয় নিয়ে ছাদে হাঁটি শিশিরে বাতাসে।

রক্ত

রক্ত মানে তীব্র এক অগ্নিময় নদীর প্রবাহ
তরল নক্ষত্র-জ্বালা সর্বাঙ্গে ছড়ায় তার দাহ!

কোথায় লুকোবে তুমি স্থলে-জলে-শূন্যেতে ? বলো না
কী করে সুস্থির হবে ? যৌবনের দস্যু দলপতি
রক্ত আছে চতুর্দিকে লুণ্ঠনের মত্ত নেশা নিয়ে :
লক্ষ্য করো ইতিহাস, জয়দীপ্ত কেতন উড়িয়ে
সৃষ্টির প্রথম থেকে বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রগতি
অশ্বারোহী সেনা এসে দাবি করে কৌমার্যের সোনা !
দরিদ্র-কুটীরে কিংবা সুরক্ষিত প্রাসাদে-হারেমে
রক্তের প্রবল স্রোত কোথাও মুহূর্ত নেই থেমে !
তথাপি সে শত্রু নয়, তার হাতে অন্য এক শরে
দৃষ্টির জানালা খোলে—দেখি প্রেম স্বপ্নময়ী নারী
স্মিত মুখে বসে আছে চেতনার নীল সিংহাসনে :
প্রভূত বিস্ময় নিয়ে তখনি জিজ্ঞাসা জাগে মনে
দ্বিতীয় ঈশ্বর হয়ে আমি কি সৃষ্টির বীণা পারি
দু'হাতে বাজাতে কিংবা প্রাণ দিতে আগ্নেয় পাথরে ?
নিদ্রিত শিশুর মুখে আলো দেখে অতঃপর জানি
সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে বহতা রক্তের দাবিখানি !
বড় এক দীর্ঘ নদী—কাল থেকে কালান্তরে চলে :
অজস্র জন্মের ফুল ভাসে তার তরঙ্গিত জলে !

বেহালার প্রতি

অব্যক্ত ব্যথার ধ্বনি কেন তুমি শোনাও বেহালা,
রাতের নির্জনে কেন মিহি সুরে আমাকে কাঁদাও
বিষণ্ন আলাপে, আমি বুকে নিয়ে বিষাদের জ্বালা
অনেক জ্বলেছি, তুমি দ্বিতীয় মূর্ছনা কিছু দিয়ে
আমাকে শীতল করো, আমাকে আনন্দ পেতে দাও,
আজ রাত্রি মধু হোক লঘু স্বরে তোমাকে বাজিয়ে।

অন্ধকারে ফুটে আছে বাগানে বকুল, আমি তাকে
দেখি না অথচ তার গন্ধ আসে বিচল বাতাসে :
প্রেম কি তেমনি কোন সুগোপন দুঃখের হীরাকে
হৃদয়ে ধারণ করে দূরে থেকে রশ্মি দিয়ে যায় ?

চোখের দীঘিতে তাই স্বপ্নের রঙিন মাছ ভাসে—
অথচ জীবন একা অন্ধকারে বেহালা বাজায়।)

তরঙ্গের সকরুণ গান আমি শুনেছি সাগরে,
নিবিড় অরণ্যে ঝড় হাহাকার করে গেছে, তাও
শুনেছি, বিজন মাঠে শ্রাবণের রাতে বৃষ্টি ঝরে
কী বিপুল বেদনায়, আমি জানি, নিষ্ঠুর বেহালা
সব থেকে আর্ত সুর নিয়ে তুমি নিজেকে কাঁদাও
কেন, কেন ? কে তোমার চলে গেছে ছিন্ন করে মালা ?

পুরনো চড়ুই

স্মৃতি যেন ঠিক পুরনো চড়ুই পাখি
নীল মাঠ থেকে উড়ে আসে জানালায়
খেলা করে ঘরে উঠোনে আলো ছায়ায়···

কাজের টেবিলে যার কথা ভুলে থাকি
তার কথা মনে সহসা ছবি সাজায়,
স্মৃতি যেন ঠিক পুরনো চড়ুই পাখি
নীল মাঠ থেকে উড়ে আসে জানালায়···

বেলা পড়ে এলো, আর কেন ডাকাডাকি ?
বাতাসে যখন খড়কুটো ঝরে যায়
তখন তোমাকে মন কেন ফিরে চায় ?
স্মৃতি যেন ঠিক পুরনো চড়ুই পাখি
নীল মাঠ থেকে উড়ে আসে জানালায়।

ভাঙা বাড়ি

'তোমার বাগানে কিছু রেখো যাবো' এই কথা বলে
ফুটেছিল গন্ধরাজ ফুল—
আশ্চর্য, সময় তাকে নিয়ে গেছে চিহ্নহীন পথে,
বাতাসে বিষাদে কাঁপে এখন বিনষ্ট তরুমূল !

কারা বাড়ি করেছিল নির্জন মাঠের এত কাছে ?
এখন উঠোনে ঘরে পদচিহ্ন মুছে গেছে সব :
দেওয়ালে বিষাক্তলতা, অশথ গাছের ঘন ছায়া
বড় বেশি বিষণ্ন নীরব,
যেন এক ছিন্ন ছবি ধুলোর ওপরে পড়ে আছে !

'তোমার জীবনে আলো রেখে যাবো' এই কথা বলে
স্বপ্নে উঠেছিল বাঁকা চাঁদ—
আশ্চর্য, সময় তাকে নিয়ে গেছে দিগন্তের শেষে,
চারদিকে অন্ধকারে এখন স্মৃতির অবসাদ !

গ্রীষ্মরাতের হাওয়া

গ্রীষ্মের গভীর রাতে কখনো এমন হাওয়া আসে
জানালায় পর্দা কাঁপে, খুলে যায় হঠাৎ দরোজা—

চেনা কারো পদধ্বনি ঘরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে
দর্পণে শরীর দ্যাখে, খোঁপা ভেঙে ঢেউ কাঁপা চুল
আঙুলে জড়ায় আর সোনার চিরুনি-কাঁটা নিয়ে
খেলা করে, দুলে ওঠে টেবিলের গন্ধরাজ ফুল ।

গ্রীষ্মের গভীর রাতে কেন যে এমন হাওয়া আসে
জানালায় ছায়া কাঁপে, বন্ধ হয় হঠাৎ দরোজা—

আমি যার স্মৃতিকথা রূপকথা সব ভুলে গিয়ে
ঘুমের আড়ালে যাবো মনে করি, সে-ই ভাঙে ভুল,
কারণ তখনো দেখি অন্ধকারে হাতছানি দিয়ে
বারান্দায় হেঁটে যায় মায়াবতী স্মৃতির পুতুল !

আতর-শিশি

কত স্মৃতির লতাপাতা মিনা-করা, সোনারূপোর
বাক্সে তোমায় লুকিয়ে রেখেছিলাম :
বাল্যপ্রেমের আতর শিশি—এখন তুমি কোথায় ?

বাসা বদল করেছিলাম আষাঢ় মাসে মেঘ থমথম
বিষণ্ণ এক রাতে :
হাওয়ায় তখন সর্বনাশের আভাস কিছু ছিল ?
কে জানে তা ! নতুন দেশে জীবন্ত এক পুতুল নিয়ে
ছোট্ট সুখের ঘর সাজাতে গিয়ে,
হঠাৎ দেখি পুরনো নীল আতর-শিশি নেই !
বুকের ভিতর অভিমানে সোনারুপোর বাক্স খোলা আছে !

বাল্যপ্রেমের সুরভিসার—এখন তুমি কোথায় ?

তিনটি পাখির ছায়া

একটি ছায়া থমকে ছিল নদীর পাশে গাছে,
একটি মাঠে ঘুরে
নিজের ছায়া দেখতে গেল সোনালি রোদ্দুরে :
খানিক দূরে বনের ছায়ানীলে
একটি আরো নতুন ছায়া তখন দেখা দিলে !
নিঝুম শাখা কাঁপলো কেন, শাখায় কিছু পাতা
কাঁপলো কেন, মাঠের ছায়া বুঝতে পারে না তা !
যখন ফিরে আসে
নতুন ছায়া দ্বিগুণ হয়ে হাওয়ায় উড়ে ভাসে !
বদল হলো ভালবাসার মায়া !
নিজের ছায়া দেখতে গিয়ে একটি করুণ ছায়া
এখন একা আছে !
(চিরস্থায়ী থাকে না কেউ ভালবাসার কাছে ?)

সায়ার ফুল

তোমার পায়ের কাছে খেলা করে অরণ্য সবুজ আলোছায়া
লতাপাতা রেশমী ফুলের কারুকাজ :
তুমি কি আকাশ-ছোঁয়া কোন দূর পাহাড়ের দেশে
হরিণের মতো একা ভ্রমণ করেছো ?
কোন শালবীথি, সাজানো পথের আঁকাবাঁকা

রেখা ধরে নেমে এলে ? পায়ে ফুল কোথায় জড়ালো ?
তবে কি প্রবাসে তুমি সুখে থাকো,
মনে রাখো সুদূরে নির্জন কোন জলপ্রপাতের জলছবি ?
আমি কিছু বুঝতে পারি না—

অরণ্য-লতার মতো তোমাকে অচেনা মনে হয়।

সিঁদুরের দাগ

আড়ালে রয়েছো তবু অন্ধকার-চিহ্ন তুমি রাখোনি আড়ালে,
দেখিয়ে দিয়েছো :
দুরন্ত দিনের ট্রামে দশ জন কৌতূহলী মানুষের চোখে
ধরা পড়ে গেছি আমি, আশ্চর্য, বুকের কাছে এতটুকু
সিঁদুরের দাগে !

আমার সমস্ত কিছু, সোনাদানা কার কাছে বন্ধক রেখেছি,
বিনিময়ে পেয়েছি চোখের আলো—কার ভালবাসা—
গোপন সে কথা তুমি গোপনে রাখোনি।

দূর থেকে বুকের বাগানে হেসে উড়িয়ে দিয়েছো
বসন্ত দিনের লালপাখি !

মানুষের মন

সবশেষে মনে হয়—দুর্নিরীক্ষ্য মানুষের মন
অজানা দেশের বুকে অন্ধকারে ঢাকা এক নদীর মতন !
কোন দূর পর্বতের হিমচূড়া-সঞ্জাত তুষার
গলে গলে নেমে আসে, বয়ে চলে, আর
তীব্রগতি সে-নদীর জল
পাথরে মাটিতে ঘুরে সমুদ্রের তলে মিশে ক্রমশ অতল।

অন্ধকার—চির অন্ধকার :
কখনো মনের কাছে খোলে না আরেক মন
কোন বন্ধ দ্বার !
তবু সেই অন্বেষণে চলে যায় বৃথা রাত্রি-দিন,
বিভ্রমের পথে ডাকে মন নয়, মায়াবী হরিণ !

পাশে থেকে দূরে থাকে—কী আশ্চর্য মানুষের মন :
অচেনা দ্বীপের বনে অন্তরালে মেশা এক পাখির মতন !
কোন গাছে রহস্যের আলোছায়া-চিত্রিত আড়াল
খুঁজে নিয়ে বসে আছে, হিজিবিজি ডাল
শোনে যদি সে-পাখির স্বর
তখনি বাতাসে ছুঁড়ে প্রতিধ্বনি করে তাকে বনের ভিতর !

আর সেই শব্দ শুনে দূরে-কাছে লক্ষ্য করি যেই—
সুনির্জন বনে দেখি কোন নদী, কোন পাখি নেই !

এখনো প্রেমের কাছে

১

বিনাশের অর্থ শুধু নষ্ট কি ? আমার
মনে হয়, আছে তার সুগভীরে অন্যবিধ মানে :
কেন না বিনষ্ট প্রেম অভিমানে খেলনার মতো
ছুঁড়িয়ে ভেঙেছি, তবু আজও তার হয়নি বিনাশ—
ভাঙাচোরা অংশগুলি বুকের আড়ালে আজও
চারদিকে অনুভব করি !

সমস্ত কথার ধ্বনি শূন্যতার দিকে চলে যায়,
আবার আশ্চর্য সব ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে :
এখনো নির্জন রাতে ঘুম ভেঙে গেলে তাই শুনি
সেই চেনা ঘণ্টা বাজে স্মৃতির ভিতরে নীল খেলাঘরে
—একদিন বাজিয়েছি যাকে !

২

অন্তত প্রেমের কাছে সময়ের কোন গতি নেই—
বহমান জলধারা থেকে
যেন কিছু ছিন্ন জল নির্জনে কোথাও চিরদিন
বড় একা স্থির হয়ে থাকে :
স্বচ্ছ সেই নীল হ্রদ জাদুকর দর্পণের মতো
বুকে ধরে রাখে সব পরিচিত ছায়াদৃশ্যরেখা,
একদিন যেখানে যা ছিল…

সেই চেনা ফুল পাখি বসন্তের গভীর বিকাল
তরঙ্গের মতো ধীরে কেঁপে ওঠে প্রাচীন হাওয়ায় !

আসলে বয়স তবে কিছু নয়, মিথ্যা দেখি এই
চুলের রুপালি কারুকাজ,
মুখোশে গম্ভীর এই বৃথা শম্ভুরাবু সেজে থাকা,
আসলে আড়ালে সেই পলাতক বিস্মিত কিশোর
দাঁড়িয়ে রয়েছে আজও নীলজল দর্পণের কাছে !

৩

আমি কে ? আমি তো এক সুপ্রাচীন দীর্ঘ জীবনের
উৎসমুখ থেকে
অস্তিত্বের গূঢ় অন্ধকার জটিলতা থেকে প্রবাহিত
কিছু প্রাণবীজ কিছু রক্তজলধারা…
বর্তমান কাল ছুঁয়ে ভবিষ্যতে দূর প্রসারিত
কিছু অনুভব কিছু আলোকিত তরঙ্গচেতনা …
দৃশ্যে এই আমি।

আমার নিজস্ব কোন ধ্বনি নেই, কণ্ঠস্বর নেই,
আমি শুধু দূরাগত প্রতিধ্বনি—পুরাতন শব্দে কিছুকাল :
আমার সমস্ত চেনা শব্দমালা কণ্ঠে ধরে ছিল
পৃথিবীর প্রথম-মানুষ !
আমি প্রতিচ্ছায়া সেই দূরবিস্মৃত প্রেমিক ছায়ার,
প্রথম মানবী যাকে একদিন বিদ্ধ করেছিল
হৃদয়ে গোলাপ-কাটা যন্ত্রণার ভালবাসা দিয়ে !

আমি কে ! আমি তো সেই অতীতের বিক্ষত হৃদয়।

৪

তাজের মিনারে জ্বলে জ্যোৎস্না যেন সুদূর পারস্য থেকে আনা
রত্ন-পাথরের নীল জাদু মায়াজাল—
ভালবাসা অমনি নীলাভ কিছু অলৌকিক আলো !
আসলে বাগানে
ফুলগুলি ফুটে আছে তরুণী চোখের মতো। যমুনার পাশে
মায়াবী জ্যোৎস্নায় আমি বসে আছি বিষণ্ণ প্রেমিক কিছুকাল :

আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে ইরানী গোলাপ—
নীল অন্ধকারে এক সম্রাটের মতো
তীব্র বাসনায় আমি নত হয়ে কখন তাদের কাছে যাবো,
ছিন্ন করে রেশমী সবুজ পাতা উজ্জ্বল পোশাক
দিব্য শরীরের সব গন্ধরেণু আঙুলে জড়াবো, যেন সেই
লাজুক ইচ্ছায় তারা অস্থির অথচ খুব স্থির হয়ে আছে !
সমস্ত রমণী-দেহ অবিকল রূপবতী গোলাপের মতো
প্রস্ফুটিত হতে চায় প্রিয়তম পুরুষের কাছে—
রক্তের গোপনে এই চিরন্তন সত্য আছে বলে
মন পর্যটন করে প্রেম থেকে অন্য আরো রমণীয় প্রেমে !
গম্বুজে খিলানে ছায়া, স্পষ্ট মুখে স্বীকার করি না,
তবু জানি এক স্মৃতিমন্দিরের সীমা থেকে দূরে আরো স্মৃতি
মন্দিরের চূড়াগুলি জ্যোৎস্নায় লুকানো ঠিক আছে—
নতুন আলোর লোভে চিরকাল দূরে ছুটে যাই :
অথচ বিষাদ নিয়ে কী নিপুণ মিথ্যা খেলা করি
তাজের বাগানে একা অন্যমনে কিছুক্ষণ থেমে !
আসলে জীবনে
সম্রাট পুরুষ আরো সিংহাসন পেতে চায়,
উজ্জ্বল যুবতী কাছে এলে ।

৫

প্রতিটি সূর্যাস্ত কিছু বলে যায়, প্রতিটি দিনের
অবসানে অর্থ আছে—তোমাকে কেবল
সেই গূঢ় সংকেতের পরিভাষা বুঝে নিতে হবে ।

শুরু সব কিছু নয়, আছে আরো শেষের ভূমিকা
যৌবনে জীবনে
অথবা প্রণয়ে । তুমি গোধূলি মেঘের রাঙাছবি
কোনদিন স্পষ্ট চোখে দেখেছো ? ক্রমশ
সে কেমন মিশে যায় বিবর্ণ ধূসরে !

তোমার পিছনে
প্রতি সান্ধ্য হাওয়া সেই গভীর সংকেতে বয়ে যায়
অবসান—অবসান বলে !

৬

হাওয়ার স্বভাব যেন যাযাবর– আনন্দিত কোন
বকুল গাছের নিচে, ফুল পাখি ছায়ার সংসারে
মুগ্ধ প্রেমিকের মতো স্থির হয়ে কিছুকাল
দাঁড়াতে পারে না :
নিঃসঙ্গ হৃদয় নিয়ে চলে যায় রৌদ্রধূধূ মাঠের বিদেশে,
অকারণে নিজের ওপরে তীব্র অভিমান করে
সারাদিন ধুলোপায়ে নিরুদ্দেশে হাঁটে।

হাওয়ার স্বভাব বড় উদাসীন—জ্যোৎস্নানীল রাতে
শরবনে বুকের গোপন বাঁশি বাজায় নির্জনে :
অন্ধকারে কখনো আবার
পথে যেতে স্বগত কণ্ঠের মতো একা কথা বলে।

হাওয়ার মতন কিছু নেশা আছে আমারও স্বভাবে ··
পলাতক···মনে-মনে বাঁশিটি বাজানো উদাসীন !

৭

আমি কি সহজে তাকে ভুলে যাবো, যে এমন শত্রুতা করেছে :
সমস্ত আসবাব ভেঙে তছনছ, ওলট-পালট,
হঠাৎ দরোজা খুলে যেন সচকিত ঘূর্ণিঝড়
এসেছিল কয়েক নিমেষ, তবু এই ঘরে সর্বনাশের
পরিমাণ
বড় বেশি ব্যাপক, ভীষণ, সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতি
এ জীবনে পূর্ণ আর হবে না কখনো কোনদিন—
যে এমন বিপন্ন করেছে এত সহজে আমি কি
তাকে ভুলে যাবো ?

বরং দাঁড়াবো আমি স্মৃতির দর্পণে মুখোমুখি,
ঘৃণার পাথর ফুলদানি তীব্র ছুঁড়ে ভেঙে দেবো এক কাঁচ
সহস্র রেখায়···
ছড়ানো স্মৃতির কাঁচে পা ফেলে গভীর আহত হবো প্রতিদিন,
প্রতি মুহূর্তের ব্যথা স্মরণে ফোটাবে আরো আরক্ত গোলাপ
আরো স্থির ভালবাসা।

এখন কোথাও কিছু শব্দ নেই, হাওয়া নেই, জানালার নিচে
ম্লান জ্যোৎস্না, দেবদারু গাছে আর পাতাটি নড়ে না···
ঘূর্ণিঝড় এসেছিল মনেই হবে না—এত নিস্তব্ধ বাড়িতে
এখন নিঃশ্বাস নিতে বড় বেশি কষ্ট হয় বুকে।
যে এমন যন্ত্রণা দিয়েছে এত সহজে আমি কি
তাকে ভুলে যাবো ?

৮

'কখনো হঠাৎ কোন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে
নিজেকে ভীষণ একা মনে হয় অন্ধকার ঘরে—
আর এক অচেনা বিষাদ
আমাকে নির্জন ছাদে নিয়ে যায় নিশি-ডাক দিয়ে !

ক্রমশ গভীর ব্যথা জ্বলে ওঠে নীলস্মৃতি জোনাকির মতো
চোখের পাতায়,
বুকের ভিতরে কিছু—কী জানি কেমন করে,
এবং তোমাকে মনে পড়ে !

অথচ এখানে ঘরে আছে এক দ্বিতীয় ভুবন—
সুগন্ধ চুলের ঢেউ, যুগল শঙ্খের লোভ খেলা করে
স্বাভাবিক হাতের আঙুলে :
অথচ তখনো আমি অন্য দূর দ্বীপের প্রবাসী
একা, মনে মনে !

কখনো হঠাৎ কোন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে
নিজেকে লুণ্ঠনকারী মনে হয়, সে কখনো পায়নি প্রেমের
স্বরচিত সমর্পণ !
তখনি বিষাদ বড় বিষাদ আমাকে টানে দূরে,
অন্ধকার ঘর থেকে ছাদে একা নিজস্ব প্রবাসে !

৯

আবার কখনো যদি দেখা হয় কোন দূর জন্মের ওপারে—
একা পথে যেতে ছায়া নির্জন গোধূলি
আলোর বিষাদে আমি তোমার বিষণ্ণ মুখ ঠিক চিনে নেবো,
তোমার চোখের

পাতায় পুরনো ছবি স্বপ্ন আর স্মৃতিরেখা গভীর কাজল
দেখে আমি চিনে নেবো আমার বিনষ্ট পরিচয় !

যন্ত্রণা পেয়েছি এত, এ জীবনে সীমা তার সমাপ্ত হবে না :
যত দূরে যাবো যত আকাশ বঙ্কিম মাঠে ক্রমশ হারাবো,
দিগন্ত রেখার মতো সেই ব্যথা ক্রমে সরে যাবে চিরকাল
আরো দূর দৃশ্যে, নীলিমায় ।
আর সেই প্রসারিত নিঃশব্দ বেদনা
আবার তোমাকে দ্রুত চিনে নিতে পটভূমি হবে ।

ছায়া মানুষ

হয়তো, এমন হতে পারে—
গোধূলি-মাঠের বুকে রক্তাভ আলোব পরপারে
অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম !
ওই নিস্তরঙ্গ দীঘি, কলমি লতার দাম
এতটুকু জানবে না সেই
আশ্চর্য ছায়ার কথা—এখনি যে ছিল কাছে
এখনি সে নেই !
জীবন-পিপাসা নিয়ে ব্যর্থ তবে প্রহর গোনা কি ?
শোন কাশবন,
কী গভীর অনুরাগে পেতে চাই তোমাদের মন,
হায় রে শালুক ফুল, আকাশের নীল তারা,
সন্ধ্যার জোনাকি !
আমি তো রেখেছি মনে সকলের মধু পরিচয় :
আলোকিত দৃশ্যপটে আঁকা
সেই ছবি চিরস্থায়ী নয় ?
পিছনে আবেক পট আছে কালো অন্ধকারে ঢাকা ?
পৃথিবীর জাদুঘরে—চিরন্তন কালের খেয়ালী
কোন জাদুকর
পুরনো কথায় তবু বেঁধে রাখে নতুনের স্বর,
বিগত ফলের বীজ, জীবনের রূপরেখা,
মৃত্যুর হেঁয়ালি !

তাহলে কখনো ফিরে রহস্য-আলোর এই পারে
দৃশ্যপটে আবারও এলাম—
হয়তো, এমন হতে পারে !

নীল বাক্সের ছবি

এ জীবন—যেন এক নির্জন দুপুরে বাড়ি থেকে
দিদিমার ঘুমের সুযোগে,
নিঃশব্দে আঁচল খুলে কিছু মুদ্রা চুরি করে নিয়ে
একছুটে রুদ্ধ শ্বাস, অশ্বথ তলায় চলে আসা !

এখানে রোমাঞ্চকর নানারঙ রেখার পৃথিবী :
পুরনো কলের গান আশ্চর্য বাজিয়ে একজন
ভীষণ প্রলুব্ধ করে, আর
দিল্লী দেখো আগ্রা দেখো জাপানী সুন্দরী দেখো' বলে
আমাকে স্তম্ভিত করে রাখে !

এ জীবন—যেন সেই বায়োস্কোপ বাক্সের ভিতরে
কিছুকাল উঁকি দিয়ে দেখা,
রঙিন আনন্দ সুখ স্বপ্ন আর ব্যর্থ ভালবাসা
অভিমান অশ্রুজল, শব্দময় চলমান ছবি !

আসলে রহস্য আছে বালক বয়সী দুই চোখে :
তাই নীল বাক্স দেখে বারবার মুগ্ধ, ছুটে আসি !

ঝড় : নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে

নিপুণ শিকারী মেঘ আকাশের নৌকা থেকে ঝুঁকে
ক্ষিপ্র হাতে ছুঁড়ে দিলে বিদ্যুতের সাদা হারপুন—
সুদীর্ঘ ফলকখানি জলে এসে বিদ্ধ হলো, আর
আহত তিমির মতো কালো ঢেউ সমুদ্রের বুকে
ফেনশুভ্র রেখা টেনে দূরের দিগন্ত হলো পার !
প্রতিবেশী তরঙ্গের দুঃখ দেখে তাই শত গুণ
হিংসা নিয়ে উড়ে গেল ঘোড়াগুলি প্রচণ্ড হাওয়ার

পক্ষিরাজ সেই ঝড় ভয়ানক অস্থির পা ঠুকে
ভাঙলো মেঘের বুক, শব্দ হলো শূন্যে বার বার !

ভিলানেল

কী দেবো তোমাকে বলো, শূন্যমুঠি ভরেছে কোথায়
চিরস্থায়ী উপহারে ?   ছায়ানীল যবনিকা তুলে
অনন্ত কালের পথে সব যায়, সব চলে যায় ।

হারানো মুহূর্তগুলি কোনদিন কেউ ফিরে পায় ?
বিগত গোলাপ সে কি আর কোন বৃন্তে ওঠে দুলে ?
কী দেবো তোমাকে বলো, শূন্যমুঠি ভরেছে কোথায় ?

অশান্ত হৃদয় তবু এ জীবনে কত কিছু চায় ।
গৃহ-প্রেম পরমায়ু, সে বোঝে না বাহু-বন্ধ খুলে
অনন্ত কালের পথে সব যায়, সব চলে যায় ।

যাযাবর পাখি সে তো অস্থায়ী ঋতুর গান গায়,
সাজানো বাগানে আছে এক মৃত্যু সব তরুমূলে,
কী দেবো তোমাকে বলো, শূন্যমুঠি ভরেছে কোথায় ?

যা-কিছু-সৃষ্টির নদী অসীমের অভিমুখে ধায়,
অনিবার্য সেই গতি, তার টানে বিনাশের কূলে
অনন্ত কালের পথে সব যায়, সব চলে যায় ।

যৌবনপ্রতিমা তুমি আজ তবু ঘরে এলে, হায়
একি ঝড় শিহরিত তোমার অরণ্য কালো চুলে !
কী দেবো তোমাকে বলো, শূন্যমুঠি ভরেছে কোথায় ?
অনন্ত কালের পথে সব যায়, সব চলে যায় ।

অসুখ

কখনো বৃষ্টিতে ভিজে মনে হয়, কত দিন অসুখে পড়িনি—
নির্জন বিছানা থেকে জানালার ওপারে আকাশ
দেখিনি দুপুরে :

কিছু অসুখের দিন মেঘলা ছায়ার মতো দরোজায় এসে
আমাকে ডাকে না কেন কিশোর বেলার নাম ধরে ?
উজ্জ্বল ধমকে কেন বলে না ওষুধ খাও, বাগানে যেয়ো না,
শান্ত ছেলে হয়ে শুয়ে থাকো,
বিকালে তোমাকে দেবো আঙুর-বেদানা…

মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে—খেলা করি, অসুখের সুখ নিয়ে হাতে !

মৃত্যু ইচ্ছা

স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় পিছনে কিছুটা সরে গেলে :

যদি কোন বৃক্ষমূলে বসে থাকি, তবে কি সরল
শীর্ষশোভা দেখা যাবে ? মাঠের সুদূরে নদী জল
যেমন মায়াবী ছবি রৌদ্রালোকে তুলে ধরে, তাকে
নিকটে কোথায় পাবো ? দৃশ্যের গভীর সমতল
যদি চাই—যেতে হবে পার্বত্যপথের কোন বাঁকে !

পাখিরা সুন্দর হয় অতিদূরে মেঘে ডানা মেলে :

তাই বুঝি ইচ্ছা হয় জীবনের সীমারেখা সব
সহসা নিশ্চিহ্ন করে একবার গভীর নীরব
ব্যবধানে সরে যাই—তারপর অন্য কোন চোখে
দেখি চেনা ঘরবাড়ি বারান্দায় গোলাপের টব
পুরনো জীবন কত স্পষ্ট হয় নতুন আলোকে !

ভয়ানক ইচ্ছা হয় গাঢ় লাল মেঘের বিকেলে !

আবহমান

তুমি আছো অন্যমনে, ক্ষতি নেই। অলক্ষ্যে তোমার
কোথাও ঝরেছে পাতা, কোথাও বাগানে
স্বাভাবিক গন্ধমালা বুকে নিয়ে কোন ফুল
পাপড়ি খুলেছে ধীরে স্বপ্নসুখে তার।

তুমি থাকো দৃষ্টি নত করে—
তবু দুটি নীল তারা উজ্জ্বল চোখের মতো
ভেসে ওঠে মেঘের শিখরে !

সাগরে নিঃশব্দ ঢেউ। শিস দিয়ে পাখি
উড়ে গেল দ্বীপের আকাশে।
বাতাসে আনন্দ স্বর।—কী যায় কী আসে
যদি আমি চুপ করে থাকি !
চারদিকে দৃশ্যের ফোয়ারা .
পৃথিবী অনেক বড়, আমরা অদৃশ্য হলে
হারাবে না জলছবি-ধারা।

কোন হ্রদে নৌকা চলে। কেউ পথে। পর্বতে কোথাও
পাইন গাছের দেশে নেমেছে কুয়াশা—
ক্ষতি নেই, অন্ধকার ঘরে তুমি বসে থাকো
অথবা দুয়ার খুলে জ্যোৎস্নালোকে যাও !

স্মরণ

সব থাকে মনে মনে, বিস্মরণে কিছুই হারিয়ে
যায় না, কারণ যত বিস্মরণ সে তো মনে থাকে :
কখনো হৃদয় যদি নিভৃত চিন্তায় ফিরে ডাকে
স্মৃতির সোনালি মেঘ বুকের দিগন্তে উঠে আসে
অরণ্যআঁধার থেকে, আর সেই উজ্জ্বল আকাশে
জলপ্রপাতের মতো ছবি ঝরে রক্তে দোলা দিয়ে !

মনে মনে সব থাকে অন্ধকারে, কারণ চেতনা
পার্বত্য গুহার মতো নিরাপদ, ভিতরে দেয়ালে
শিলাচিত্র আঁকা আছে, আঁকা হয় নিত্য কালে-কালে—
দূর কোন বিদ্যুতের প্রভা এসে আলোকিত করে
সেই শিল্পরেখা, আর সুদুর্লভ সেই অবসরে
তাকে দেখি, স্মৃতি যেন চক্ষের পলকে তোলে ফণা !

সুখ

সুখ যেন রুপালি তবক মোড়া মিঠেখিলি পান
ইদানীং তোমার অধরে
রঙিন সুগন্ধ এঁকে দিয়েছে—তুমি কি
গ্রীষ্মের দুপুরে কোন শীতলপাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে উঠেছো,
কোন গোপন দরোজা খুলে চলে গেছো আশ্চর্য মাঠের দিকে
বেড়াতে বিকালে—

গভীর সূর্যাস্ত দেখে দেবদারু ছায়ায় বসেছো :
বুক থেকে শাড়ীর আঁচল কিছু খসে গেছে অথচ তোমার
কিছুতে খেয়াল নেই, অধরে রক্তিম এত সুখ
যেন কেউ দংশন করেছে, তুমি তার
শিহরণে নতুন রোমাঞ্চ সুখে সচেতন হয়েছো এখন !

তবে কি সবলে খুব সুখী হয় ভালবাসা থেকে
স্মৃতি থেকে দূরে চলে গেলে ?

দুর্ঘটনা ঘটে যায়

মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে যায়— চলন্ত ট্রেনের
সশব্দ চাকায় দেখি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কোন
তীব্র অভিমান ; কিছু অশ্রুজল মিশে যায়
সুনির্জন দীঘির অতলে ;
স্বপ্ন কিছু সাত তলা ঝাঁপ দিয়ে ভেঙে পড়ে সহসা চকিত
ফুটপাতে ;
বিষ-বড়ি মুখে তুলে বিষণ্ণ আঙুলে
কিছু ব্যথা আঁধারে ঘুমিয়ে পড়ে একা ।

দুর্ঘটনা ঘটে যায় মাঝে মাঝে—জ্বলন্ত শিখার
দাপাদাপি সারা ঘরে কেরোসিন গন্ধে চেনা যায়
কেন এই সর্বনাশ ! তুমি সব জানো ভালবাসা !

তবু প্রেম : টিউলিপ

প্রেম সে তো নানারঙ সূর্যাস্তের সাময়িক আলো,
অন্তিমে সে দিয়ে যাবে শূন্যতার বিপুল আঁধার !
কলহংস এ-হৃদয় তবু কেন নিজেকে সাজালো
স্বপ্নের পালক-সাজে ? আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই তার ।

অন্তিমে সে দিয়ে যাবে শূন্যতার বিপুল আঁধার,
প্রেম সে তো নানারঙ সূর্যাস্তের সাময়িক আলো .
হয়তো যন্ত্রণা পাবো, তবু প্রেম চাই একবার,
তৃষিত যৌবন বলে—সে ব্যথা সুখের চেয়ে ভাল !

হয়তো যন্ত্রণা পাবো, তবু প্রেম চাই একবার,
শুধু একবার তুমি জীবনে স্বপ্নের সুধা ঢালো !
প্রেম সে তো নানারঙ সূর্যাস্তের সাময়িক আলো
অন্তিমে সে দিয়ে যাবে শূন্যতার বিপুল আঁধার—
তবু তার স্মৃতি নিয়ে পার হবো দুঃখের পাথার,
তৃষিত যৌবন বলে সে ব্যথা সুখের চেয়ে ভাল !

কিশোরী

গভীর সমুদ্র হবে, এখনি শরীরে তার রূপরেখা
তরঙ্গ আভাস
রহস্য-জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে···
বেলাভূমি বুকের ওপরে দুটি গাংচিলের ছায়া
ধীরে ধীরে বৃত্ত এঁকে বসে···
নীলজলে নৌকো ভাসানো খেলা শুরু হবে বলে
অন্তরীপে তৃণভূমি থেকে
উৎসবের আলোকিত ভোর জেগে ওঠে··· !

ডাওহিলে একদা

শিখরে অরণ্য নয়, বর্শা-ফলকের মতো ক্রিপটোমেরিয়া জাপানীকা
গাছগুলি দীর্ঘ কালো, রহস্যজনক···দেখা যায় :

কাছে গেলে অন্য ছবি গভীর নিস্তব্ধ ছায়া, বনভূমি প্রায়-অন্ধকারে
দুপুরে এনেছে সন্ধ্যা···তরল মেঘের স্রোত জনহীন পাহাড়ে সহসা।

এখন নিঃসঙ্গ শীত, উচ্ছল ভ্রমণে কেউ ডাওহিলে সহজে আসে না;
টয়-রেল চলাচল করে কিছু অভ্যাসবশত নিচে কার্শিয়াঙ
বাজারের মধ্যরেখা ছুঁয়ে,
স্থানীয় জীবন দূরে পড়ে থাকে অলটিচ্যুট ক'হাজার ফিটের আড়ালে
ক্রমশ বিরল লোকালয়ে।···

তারপর পরিচ্ছন্ন বনতলে ছায়া এই শীর্ষদেশে গোলাপী হলুদ
আলোর নিভৃত খেলা, কী শান্তি লুকিয়ে আছে ভেবে
একজন উঠে যায় বর্শা-ফলকের পাশে একা···

রাতের দার্জিলিঙ

দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘায় ছড়িয়ে আছে স্বচ্ছ আকাশের নীল নক্ষত্র আলো—
অন্ধকার মধ্যরাতেও তাই দেখা যায় অলৌকিক ফসফরাসের মতো
অস্পষ্ট তুষার-রহস্যের আভাস।

এদিকে শীতল ডিসেম্বর, বন্ধ জানালার সার্শিতে কালো
ঝাউগাছের চোখ
কৌতূহলে দ্যাখে বিদেশী ক'জন টুরিস্ট ডুবে গেছে তিন কম্বলের নিচে;
টেবিলে সাদা বোতল
আর দুটো শূন্য গ্লাস, পাশে গ্যাস-লাইটার—

বাইরে নৈশ পর্বতের নীরবতা, ছায়া-নিসর্গ, শীত রাত্রির দার্জিলিঙ;
জলা-পাহাড়ের গায়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে সরলরেখা অরণ্যভূমির ঢল,
তার নিচে হলুদ-বিন্দু আলো, রূপনগরীর নির্জন পথে জ্বলছে যেন
অন্য জগতের অচেনা জোনাকি।

কান-ঢাকা টুপি ওভারকোটের পকেটে হাত, একা স্টেশনে ঘুরছে
হাওয়া···

বেণুবনে হাওয়া

হাওয়া নয়, অরণ্যপথে শান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে যেন
বিদেহী শ্রমণ :
কালের অন্তরালে এখনো ধ্বনিত হচ্ছে তার পরম প্রার্থনা
বুদ্ধং
শরণং
গচ্ছামি…

আমি স্তব্ধ, বিগলিত, এই নির্জন দুপুরে প্রাচীন বনতলে :
আমার চারদিকে প্রবাহিত হচ্ছে এক গভীর শব্দধারা
ধর্মং
শরণং
গচ্ছামি…

হে অদৃশ্য আলোক-পুরুষ, এই অনিকেত জীবনের আঁধারে
চেতনাপ্রবাহে
তুমি সঞ্চারিত করো সহজ হাওয়ার শেষ কণ্ঠস্বর—
সঙ্ঘং
শরণং
গচ্ছামি !

সপ্তপর্ণী গুহায় কিছুক্ষণ

নেই। প্রাচীন সব দৃশ্যতরু ছিন্ন হয়েছে কালের কুঠারে—
স্তব্ধ গুহামুখে এখন
অরণ্য-শ্বাপদের বিদ্যুৎ চকিত ভয় :
তবু গভীর আকর্ষণ এক বিশাল আবছায়া চুম্বকের মতো
ক্রমশ টানছে
সুড়ঙ্গপথে !

মহারাজ অজাতশত্রু, আপনি কোথায় ?
কোথায় সেই ধর্ম-সঙ্গীতি—তাপস জনসভা ?

সময়ের অন্ধকার সিঁড়িপথে নেমে গেছেন
মহাকাশ্যপ, আনন্দ, উপালি…

তবু আশ্চর্য, এখনো বাতাস সেই প্রাচীন সর্জরসের সুরভি,
সুগন্ধ চন্দন, স্মৃতি—
তার আকাশ যেন ত্রিপিটকের ধূসর পৃষ্ঠা!

গৃধ্রকূট পাহাড়ে পলাশফুল

নির্জনতা যেন ভগবান তথাগত—গৃধ্রকূট পাহাড়ে
প্রিয় বর্ষাবাসে এখনো আছেন। একা।

দৃশ্যত এখন গভীর চৈত্রদুপুর : উজ্জ্বল বসন্তদিন :
অরণ্য-পলাশ
দেখি বিরহিণী গোপার অধরে স্ফুরিত অভিমান
রক্তরাগরেখা…
তাই সজল শ্রাবণের অশ্রু-স্মরণ
সহসা জেগে ওঠে বনপথে অলৌকিক বৃষ্টিপতনের শব্দে।
রৌদ্রে কাঁপে অদৃশ্য জলের কুয়াশা…চকিত ছবি…
সুদূর কপিলবাস্তু নগর…

তবু নির্জনতা ধ্যানী বুদ্ধ—
তাঁর চোখে পড়ে না আহত ভালবাসার গভীরতা
রক্তপলাশের ছায়া!

মনিয়ার মঠে সন্ধ্যা

দূরে অরণ্য বাতাসে অস্ফুট কোলাহল :
পাহাড় থেকে নেমে আসছে শেষ-অপরাহ্নের ছায়ামিছিল।

আজ সারারাত সুরাপানে বিভোর উৎসব
হবে এখানে—
নাগ দেবতা দেখবেন দেবদাসী সন্ধ্যার শরীর সুষমা,
আদিম নৃত্যগীত!

তাই ভাঙামেঘে আকাশে মাটিতে ক্রমশ ছড়িয়ে গেল
পশুবলির লাল রক্তধারা !

বাণগঙ্গা গিরিপথে

কিছুক্ষণ ভুলে যাবো পিছনে বিষণ্ণ পথ, সেতু পার হলে
নিসর্গ-মালায় কোন আনন্দ গোলাপ কিছু নতুন পাতার
সবুজ সান্ত্বনা এসে দেখা দেবে—মনে হয়েছিল :
অথচ এখন এই সোনাগিরি ছাড়িয়ে আকাশ
সহসা গভীর নীল, বিষাদে আবার স্মৃতিময় ।

স্বচ্ছ এই জলধারা যেন কার সুদৃশ্য চোখের অভিমান
নিরন্তর ঝরে যায়—দুঃখগুলি জলজ দাগের মতো তার
বুকের পাথরে লেগে আছে :
কোন দূর ভালবাসা বুঝি সেই দুঃখের কারণ
অবিকল আমার যন্ত্রণা, মনে হয় !

সোনভাণ্ডারে জরাসন্ধের কোষাগারে

মনে হয়, ভালবাসা অদৃশ্য অপার ধনরাশি :
এমনি নির্জন কোন গুহার ভিতরে আছে
চোরাপথ । রত্ন কোষাগার···
শঙ্খলিপি যেন তার গোপন সংকেত-রেখা
জীবনের ধূসর দেওয়ালে !

অথচ হৃদয় তুমি পরিশ্রমী প্রেমিক হলে না—
কিছুক্ষণ সোনালি স্বপ্নের ছায়া দেখে,
শূন্যহাতে তাই ফিরে গেলে !

মধ্যনিশীথে অরণ্যজ্যোৎস্না

লতার ঝুলনে
সংজ্ঞাহারা জ্যোৎস্না দোলে···যেন
রূপসী নর্তকী সলাবতী !

রূপমুগ্ধ দুটি চোখ জেগে আছে আবেশে গভীর
এখনো—প্রাচীন রাজগৃহ !

রত্নগিরি শীর্ষে—জাপানী বুদ্ধমন্দিরে

তুমি যদি প্রেমের প্রতীক হও—আমি তবে নিঃশব্দে তোমার
পবিত্র পাহাড়ে এক প্রার্থনা-পতাকা রেখে যাবো
আমার হৃদয় ! তুমি রাত্রির বাতাসে
নক্ষত্র-আলোয় তাকে দেখো !

আমার শরীরে নেই কোনদিন দিব্যজ্যোতি গৈরিক বসন :
মনে তবু মন্ত্রবীজ ভালবাসা, বেদনার স্তবমালা আছে—
পরম প্রেমের ধ্যানে চেতনা-রহিত চিরকাল
ছায়ার আঁধারে,
ভুলে আছি পরিপার্শ্বরেখা !

তুমি যদি দুঃখের প্রতীক হও—আমি তবে মন্দিরে তোমার
কিছু অশ্রুজল কিছু হৃদয়-সংবাদ রেখে যাবো !

প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীরে অদৃশ্য প্রহরী

ওখানে কে যায় ?
আমার পিছনে কারো কণ্ঠস্বর সচকিত করে
বনস্থলী, আকাশ বাতাস :
ফিরে দেখি কিছু নেই, প্রাচীরে সূর্যাস্ত-আলো মৃদু ঝরে যায় !

মনে তবু সহসা চিন্তার দোলা, যাবো নাকি নগর ভিতরে ?
অনুমতি-পত্র নেই, আমার নির্দিষ্ট কোন পরিচয় নেই—
দুদিন ভ্রমণে এসে পরবর্তী পথে চলে যাবো
বিস্মৃতির সহজ আড়ালে।

অদৃশ্য বুরুজে তবু সতর্ক প্রহরী হাঁকে—ওখানে কে যায় ?
ফিরে দেখি কিছু নেই, প্রাচীরে সূর্যাস্ত-আলো
মৃদু ঝরে যায় !

হিয়াসান টুইফান স্তূপে একটি অনুভব

হিয়াসান—যেখানে শান্ত অবতরণ স্বর্ণরথ থেকে :
পরিচিত রত্নমুকুটের শোভা নেই
কোষবন্ধ তরবারি নেই,
অথবা দর্পিত পদচারণা···
হৃদয়, তুমি নৃপতি বিম্বিসার, এখন তীর্থপথিক
অদূরে নির্জনতার দিকে যাও !

দৃশ্যসুখ ফুলের সংসার, প্রিয় উদ্যান-বাটিকা
পিছনে রুপালি জ্যোৎস্নার কুহকে জ্বলে চিরকাল—
তবু স্বাভাবিক, শূন্য করতলে শেষ দৃষ্টিপাত
সহসা কখনো।

তখনি টুইফান—যেখানে বাসনা বিমুক্ত হাত তুলে
পরিচিত মুখশ্রীকে বিদায় জ্ঞাপন :
রমণীর বক্ষশোভা থেকে
অরণ্য-ছায়ার আড়ালে একা
জীবন, তুমি বিস্মিত পথিক, কিছু পরম অন্বেষণে
দূরে শান্ত নীলিমার দিকে যাও।

কোথাও পাহাড়ে জাগে না আর কোন স্মৃতি,
অশ্বক্ষুরধ্বনি !

বিজলী রজ্জুপথে এগারো শ' ফিট

শূন্যপথে সহসা জেগে ওঠে
এক ভীষণ ইচ্ছা···
অবিকল বৈদ্যুতিক টান···

চারদিকে যখন কিছু নেই
অথবা আছে অসীম শূন্যতা
আকাশে বাতাসে কী যেন বিষাদ-প্রবাহ,

সেই ভয়ানক মুহূর্তে দেখি
নিচে গিরিখাদে নীলাভ হাতছানি।

রন্ধ্রপথে সহসা জেগে ওঠে
এক গোপন ইচ্ছা···
অবিকল বৈদ্যুতিক টান···

অনুভবে যখন কিছু নেই
অথবা আছে অতল যন্ত্রণা
আকাশে বাতাসে কী যেন ছায়ার প্রবাহ,
সেই ভয়াবহ মুহূর্তে শুনি
দূরে পাখির ডাক সবুজ পাহাড়ে।

আবার ভাল লাগে জীবন—
রঙিন ছাতার নিচে ঝুলন্ত চেয়ার :
পিছনে সরে যায় এগারো শ' ফিট
গভীর মৃত্যুইচ্ছা !

বৈভার পর্বতে সিঁড়ি

আরোহণের আগে দৃশ্যভূমি ছিল অচেনা :
সিঁড়ি, দীর্ঘরেখা ক্রমশ উঠে গেছে সামনে—
যেখানে অরণ্যছায়া শিখর
অথবা আকাশ
স্বর্গলোকের মতো গভীর রহস্যনীল !

আরোহণের শেষদৃশ্যে ফিরে দেখি···আবার
সিঁড়ি, দীর্ঘরেখা ক্রমশ নেমে গেছে সামনে—
যেখানে ছায়াচিত্র মানুষ
অথবা শহর
মর্তলোকের মতো গভীর রহস্যনীল !

শূন্যতা যদিও ভাল কিছুক্ষণ বৃক্ষের ছায়ায়,
নিঃশব্দ পাহাড়ে :

তবু আরো ভাল ওই স্বপ্ন স্মৃতি শব্দের জগতে
অবতরণ
অবতরণ
অবতরণ !

পোর্টব্লেয়ার

এখানে রূপসী দ্বীপ—
যেন এক জলকন্যা পরী :
বিকালের কনে-দেখা আলোয় তুলেছে রাঙা মুখ
আকাশের দিকে :
চোখে তার অনুরাগ নিবিড় অরণ্যরেখা ছায়ার কাজল !

নিচে কি সমুদ্রজল
রেশমী আঁচল
নীল শাড়ি ?
ছড়িয়ে রয়েছে দূরে দিগন্ত অবধি···ঝিলিমিলি··
বুঝি তাই আকাশ হয়েছে নত পদতলে চুম্বনের মতো !

রস-আইল্যাণ্ডে লাইট হাউস

কোথাও নির্জন দ্বীপে স্থির কোন বাতিঘর আছে :
সোনালি সংকেত কিছু উজ্জ্বল আলোকরেখা ঘুরে যায়
সমুদ্রের অন্ধকারে···একা ।

তবু যদি বাহির-সমুদ্রে আমি ভেসে যাই অন্য গতিপথে—
যে দোষ তোমার নয় ভালবাসা, তুমি দিক নির্দেশ করেছো
যথারীতি :
তবু নীল বেদনার বিষুবরেখার জলপথে
ভ্রমণ করেছি আমি চিরকাল, অস্থির জাহাজে··
সে দোষ আমারও নয় । আসলে রহস্য আছে নাবিক স্বভাবে
গতিশীল ।

আমি শুধু দুর্নিবার জলস্রোতে ভেসে যেতে ভালবাসি ব'লে
তোমার নির্জন দ্বীপে স্থির হতে পারিনি কখনো, ভালবাসা !

স্নেক-আইল্যাণ্ডে একটি সীগল

তুমি কি নিরুদ্দেশ কোন অভিমান বুকে নিয়ে ওখানে বসেছো ?

চারদিকে সফেন সমুদ্রজল খেলা করে হিজিবিজি রেখা
হাওয়ার আঙুলে দাগ…কার স্মৃতি ?…ধুয়ে মুছে যায়
অথবা যায় না, স্মৃতি পাকা-রঙ ভীষণ সুনীল !
একা বসে তুমি তাই দ্যাখো ?

এদিকে উজ্জ্বল ফুল বেলাভূমি নারিকেল-বীথির বাহার
রৌদ্রছায়া কাঠের বাড়িতে রঙ এনামেল ঝিলমিল করে…
সাঁতারু-পোশাকে নারী…
সমুদ্র-স্নানের সুখ সারাদিন…
এখানে কোথাও নেই পাখিদের সংবাদ-জগৎ।

আসলে যে যায় সে তো একা যায় নিঃশব্দে তোমার মতো দূরে
স্মৃতির সমুদ্রজলে। পাখি !

একোয়ারিয়ামে সামুদ্রিক সাপ

সচকিত ফণা তোলে কোন সাপ—তুমি যদি নির্জনে কখনো
কাঁচের ওদিকে এসে দেখা দাও ছুটির দুপুরে :
তোমার অধরে কিছু তীব্রতম দংশনের দাগ এঁকে দিতে
তৃষ্ণার গরল দিতে ভয়ানক ইচ্ছা হয় জানি…

তবু ওই কাঁচ—
সহসা নিষেধ, নাকি লজ্জা ভয় ইত্যাদি কী সব
নাগরিক জটিলতা মাঝে এসে বাধা সৃষ্টি করে !

বুকের ভিতরে আছে কোন সাপ—তুমি তার সন্ধান জানো কি ?
কাঁচের ওদিকে এসে ঘুরে যাও, কিছুই বোঝো না :
তোমাকে নির্জনে দেখে ফণা তোলে দীর্ঘতম পিপাসা আমার,
ইচ্ছা হয় কণ্ঠদেশে আঁকাবাঁকা খেলা করি কিছু…

যেখানে শরীর, জানি, সেখানে নিশ্চয় আছে শরীরের মোহ :

তবু ওই কাঁচ—
চিরকাল তোমাকে রেখেছে বড় নিরাপদে। আমাকে আড়ালে!

বাতাসে উড়ুক্কু মাছ

সমুদ্র আকাশ মাটি—এই শুধু স্থির পটভূমি :

আর সব উড়ুক্কু মাছের মতো
কিছুকাল দৃশ্যে দেখা দিয়ে
চলে যায়

সময় গভীরে নেমে ডুবে যায়
সমস্ত জীবন-শোভা…
রূপরেখা…
স্বপ্নের সোনালি… ।

জলের নিচে প্রবাল উদ্যান

স্বচ্ছ নীল জলের ভিতরে
স্বর্গের বাগান :
অলৌকিক পারিজাত তবে কি এখানে ফুটে আছে ?

মায়াবী জ্যোৎস্নার মতো আলোরেখা শিহরিত নিচে :
রঙিন মাছের ঝাঁক ঘুরে যায়, স্বপ্নপরী যেন…

পৃথিবীতে কোথাও পাবে না কোন রাজার বাড়িতে
সৌন্দর্য এমন :
পুষ্পশোভা প্রবাল পাঁজরে
জেগে আছে, জলদেবতার এই নিজস্ব বাগানে!

মাউন্ট হ্যারিয়েট থেকে রামধনু

এখানে আকাশে নয়
জলের উপরে স্থির ভেসে আছে সাতরঙ সেতু·

আমি আছি পাহাড়ে যেহেতু
আশ্চর্য আমার মনে হয়
নিচে সেতু নয়, যেন সমুদ্র খুলেছে তার গোপন হৃদয়··· ।

সেলুলার জেলে ফাঁসিমঞ্চের ঘাতক

তুমি কি দর্পণে এসে কখনো নিজের মুখ দেখেছো, কখনো
তোমার মুখের ছাঁচে কোন শিশু অভয় পেয়েছে ?
কোন পদ্মনারী তার বাহুর মৃণালে দেহ বেষ্টন করেছে
ভালবেসে ?
জ্যোৎস্নার রুপোলি তুমি ছুঁয়েছো তন্ময় চোখে
খোলা জানালায় ?
শুনেছো পাখির গান বনের ভিতরে মন কেমন করে ?

ইতিহাস সে কথা বলে না :
তবু জানি, স্পর্শসুখে তুমিও মানুষ—
বিরহে কাতর হও আনন্দে অধীর হও যুবতীমিলনে
যথারীতি ।

অথচ যখন তুমি মঞ্চের ওপরে এসে দাঁড়াও এখানে
ভয়ংকর মুখোশের আড়ালে হঠাৎ যেন চলে যায় সব
সহজ লাবণ্যরেখা···জ্বলে শুধু স্থিরলক্ষ্য চোখ···

তখনি ঘাতক তুমি—
নির্ভুল হাতের টানে ছিঁড়ে ফেলো জীবনের নির্দিষ্ট কুসুম !

রুপালি তরু সিলভার স্প্রে

বৃক্ষ নয়, অরণ্যের আত্মা যেন দূর থেকে
পরিদৃশ্যমান :

আমাকে নিঃশব্দে বলে—রক্ত থেকে অন্ধকার সমুদ্রের গান
মুছে ফেলো,
আমার মতন কিছু স্থির হও,
অরণ্যলতার

বাসনা-বন্ধন থাক পদতলে—দেখো ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে,
কোন্ সূর্যধারা এসে দিব্য আলোকিত করে
এই পৃথিবীকে।
তমসো মা জ্যোতির্গময়—এই জীবনের শেষ কথা তার!

ফিনিক্স উপসাগরে হাঙর

পাশে এসে ঘুরে যায় মৃত্যুরেখা—হাঙরের মতো

রুপালি মাছের প্রাণ
আমি তবে কোথায় লুকাবো?

একদিন জলতলে
বিদ্যুৎ-গতির আলোড়নে…
সহসা কখনো তার
ভয়ঙ্কর শেষ দেখা পাবো—

চলে যাবো, অন্ধকার মুখের ভিতরে চলে যাবো!

মেরিন হিলে রাত্রির আকাশ

চারদিকে অন্ধকার। আর কোন উজ্জ্বল তারকা
এখানে পাবো না আমি পৃথিবীর রাত্রির আকাশে:
দিগন্তরেখার ছায়া নীলিমা এখন কুহেলিকা—
আর সেই অস্তমিত নীলতারা ভালবাসা আমাকে ভুলেছে!

সে এখন ঝিকিমিকি তারা-মণ্ডলের শোভা নতুন আকাশে:
অন্য এক ছায়াপথ নীহারিকা স্বপ্নের জগৎ
চোখের গভীরে তার অপরূপ নীলাঞ্জন আঁকে—
আমার জীবনে শুধু নষ্ট আলো উল্কারেখা
ঝরে যায় দেখি,
সোনালি স্বপ্নের পরিণাম!

কত আলো-বর্ষ দূরে সে রয়েছে এখন—জানি না।

এবার্ডিন মার্কেটে কিউরিও শপ

এমন আশ্চর্য কিছু স্মৃতিচিহ্ন নেই—

যা তোমাকে দিতে পারি :

তুমি তো নিজেই স্মৃতি প্রণয়-অঙ্গুরী, আমি অনামিকা থেকে

কখনো খুলি না, কোনদিন !

অথচ আমাকে তুমি কী সহজে বসিয়ে রেখেছো

প্রতীক্ষার রেস্তোরাঁয়, কফি দিয়ে—

নিজে গেছো নতুন দোকানে

কী যেন ভীষণ ভাল বুদ্ধমূর্তি কিনে নেবে বলে…

আমার পছন্দ ছিল অন্য কিছু, সামুদ্রিক ঝিনুকের মালা…

এ জীবনে, সে মালা সংগ্রহ আর কখনো হবে না !

এই শেষ বিকালের নরম আলোয় তুমি এখনো ফেরো নি ।

অরণ্যপথে অর্কিড

এ জীবনে শুধু বিষ যন্ত্রণা পেয়েছি—তা তো নয় :

কিছু অমৃতের স্বাদ অনুপম, ওষ্ঠে লেগেছিল—

দেবদারু ছায়ার বাগানে

ভালবাসা, তুমি যেন সবুজ মুনিয়া পাখি

শিস দিয়েছিলে

একদিন হেমন্ত বিকালে ।

এ জীবনে শুধু মৃগতৃষ্ণিকা দেখেছি—তা তো নয় :

আয়ত দু' চোখে কারো স্বপ্নের আকাশ নেমেছিল—

সেই তার জ্যোৎস্নার নীলিমা

দশ-দিকে, দেখি আলো করেছে এখন সব

নদী জলপথ…

আমার পৃথিবী…বনভূমি ।

সেই সুখ, স্মৃতির অরণ্যলতা অর্কিডের মতো বুকে দোলে !

নির্জন রাস্তায় মোটর-সাইকেলে দুজন

অদূরে সমুদ্রের নীলাভ ঝিলিক। যেন বিশাল বেলজিয়াম কাঁচের ভাঙা আয়না। ঝিকমিক করছে পারা। এদিকে গ্রানাইটের খাড়া দেওয়াল। পাহাড়। নির্জন পথের ওপর চাইনীজ ইঙ্কের নকশা। গাছের ছায়া। কখনো চকিত রৌদ্ররেখা। আর হাওয়া…উত্তেজক হাওয়া…

বুক থেকে সরে গেছে সিল্কের আঁচল। যেন অ্যালবাট্রস্ পাখির রুপালি ডানা। পাশে উড়ছে। খোঁপা ভেঙে অরণ্যলতা চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে। তীব্র গতিবেগ বুঝি নেশা অথবা ভয়। তাই জড়িয়ে ধরেছে দুটি সোনালি হাত। শিহরিত কিছু আবেগ। আর হাওয়া…উত্তেজক হাওয়া…

ক্যাপ্টেন এখন ছুটিতে। সারাদিন প্রমোদ-ভ্রমণে। আঁকাবাঁকা পথের রঙিন ছায়াছবিতে। নীল সমুদ্র-নকশার ওপর ল্যাটিচ্যুড আর লঙ্গিচ্যুডের জটিল হিসাব নেই এখন। রক্তে আছে আরেক জটিলতা। হৃদয় যেন আলোকিত রাডার। সেখানে ঘুরছে কিছু কম্পিত রেখা। কোন বন্দরে অবতরণের আগে মাঝি-মাল্লার ব্যস্ততা যেমন। আর হাওয়া…চিরদিনের উত্তেজক হাওয়া…

কোন ইউক্যালিপটাস গাছের সুগন্ধ ছায়ায়, সহসা থেমে যাওয়ার আগে স্পীডোমিটারে এখন ঘুরন্ত কাঁটা। কিছু স্বপ্ন। কিছু সময় নিয়ে খেলা!

হাওয়া…চিরকালের সেই সামুদ্রিক হাওয়া…আর অ্যালবাট্রসের রুপালি ডানা…ক্রমশ যায় অনিবার্য এক পাহাড়ের আড়ালে!

চিৎপুরের রাস্তায় পালকি

ট্রামে-বাসে জটিল ধাঁধার দেশ : কী ব্যাপার? এখানে হঠাৎ
গোলাপী আলোর ঝাড় হাতে নিয়ে গোলছাতা নিয়ে,
কোমরে রেশমী দড়ি, ভেলভেট জামার জরিতে
অলৌকিক ফুলপাতা আমাকে দেখিয়ে দূরে কারা চলে যায়?

যায় শোভাযাত্রা যায়, হুম হুম পাল্কির আওয়াজ
নেমে যায় আদিগন্ত মাঠে।

আমি তো শতাব্দী পারে চলে গেছি কত দূরে সুতানুটি গ্রামে :
কিছু চালাঘর…নীল জলাভূমি দুপাশে গভীর…
গোলপাতা, হোগলা বনের বুকে নোনা হাওয়া—
চার্নক সাহেব,
দ্যাখো তো এখানে কোন শহরের পত্তন হবে কি কোনদিন ?

চলো দেখি, মাঠের ওপারে কোন কুঠিবাড়ি জ্যোৎস্নার বাগান
কোথাও ব্যবস্থা করা যাক !
শিকলে ঝোলাবো কিছু ঝাড়বাতি সাদা আলো মোম :
গেলাসে সোনালি ফেনা, সন্ধ্যাবেলা মুখোমুখি বসে
কলকাঠি আলোচনা করা যাবে, কী করে কৌশলে পাওয়া যাবে
আরো জমি, আরো সুখ…সুবর্ণ মোহরে অধিকার… !

আপাতত, চোখের অদূরে দ্যাখো স্বপ্নছবি—চার্নক সাহেব !

পোর্তুগীজ জাহাজের প্রাচীন ছবি

আমি তাকে অবশ্যই সবলে লুণ্ঠন করে নিতে পারি,
পোর্তুগীজ জলদস্যু হলে—
মাস্তুলে পতাকা তুলি, যার রঙ রক্ত-বিভীষিকা !
অবিকল দিগন্তে ঝড়ের মেঘ…উঠে আসি দিগ্বলয় থেকে…
হার্মাদ জাহাজ দেখে আর্ত-কোলাহল ওঠে মোহানায়,
ভাগীরথী নদীর ভিতরে
এপারে-ওপারে দূর গ্রামে !

আমি কোন সাহসী মাল্লার মতো বিদ্যুৎ-শিহর বাঁকা ছুরি
দাঁতে টিপে, ভয়ঙ্কর দৃশ্যে যদি একবার নেমে যেতে পারি,
তাহলে ঝুলন্ত কাছি ছুঁড়ে দিয়ে অকস্মাৎ খুব কাছাকাছি
গুলজার নরকে তাকে পেতে পারি রক্ত-স্বেদ-শ্রমে…
সে আমার চোখের অদূরে যেন বাণিজ্য-তরণী :
রত্নময়ী শরীর-সুষমা !

অথচ লুণ্ঠনে কোন ভালবাসা কোথাও আসে না হাতে :
আমি তাই জলদস্যু হয়ে
স্পর্শ তাকে করি নি কখনো—
নিরাপদে দূরের বন্দরে তাকে চলে যেতে সুযোগ দিয়েছি !

গ্র্যাণ্ড হোটেলে লাল কার্পেট

উড়ন্ত গালিচা সেই মনে পড়ে : আরব্য রজনী
এখানে খুলেছে যেন রূপকথা জগতের রহস্য-দরোজা ।

কোথায় জেনেভা পারী নিয়র্ক টোকিও তেহরান
আদ্দিস আবাবা সিঙ্গাপুর :
এক নারী, আগুন-আগুন রূপে দামাস্কাস গোলাপের দেহ
রঙিন আলোর দেশে নেচে যায়···সকলের রক্তের ভিতরে···
বাসনা বিলাসে কোন নানারঙ মানচিত্র নেই,
দক্ষিণ ইতালী থেকে এক দ্রাক্ষালতা
পৃথিবী বেষ্টন করে যায় !
উড়ন্ত গালিচা সেই মনে পড়ে :
আরব্য রজনী
তরুণী পায়ের নিচে চিরকাল দগ্ধ করে পতঙ্গ-বাহার !

কলেজ স্ট্রীটের দোকানে টয় রেল

এমন আশ্চর্য রেল চোখে পড়ে—আছে যার বাক্সের ভিতরে
দু'দিনের অসমাপ্ত খেলা :

পিছনে কখনো ছিল স্টেশনের চেনা ছায়াছবি—
ঝাউগাছে পাখি হাওয়া, লাল টালি ঘরের এদিকে
সিঁড়ি ভেঙে বিকালে ওভারব্রীজে এসে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি :
আমার সমস্ত কিছু তুলে দেবো···হলুদ টিকিট···
স্বপ্নের ঠিকানা···তার হাতে ।
আমি নয়, সে আমাকে নিয়ে যাবে দিগন্তের ওপারে কোথাও,
আশ্চর্য এমন কথা ছিল ।

লাইন সাজানো ছিল।   নীলবাতি নিশান দেখাবে ভালবাসা—
দার্জিলিঙ মেলে উঠে চলে যাবো দূরের পাহাড়ে একদিন
সূর্যোদয়ে দুজনে বেড়াতে :
যেখানে কাঠের বাড়ি···কুয়াশা মেঘের খেলা···বনে
হিমানী হাওয়ায় দোলে আলোছায়া, রডোডেনড্রন।

আজ এই খেলনা সাজানো খেলা শীতের দুপুরে
স্মৃতির পাহাড়ে সেই ছোটরেল·আবার নিঃশব্দে ঘুরে যায়
নির্জন পাইন বনে একা :
দূরে ঝিকিমিকি জ্বলে উজ্জ্বল তুষারে সাদা আলো···
অথচ এখন তার প্রিয়মুখ চোখেও পড়ে না আর কেন ?

পার্কের রেলিংয়ে সোয়েটার

বড় লোভ ছিল, তুমি রঙিন পশমে বুনে দেবে
আমার নিজস্ব সোয়েটার :
কোনদিন আমি তাকে সাজাবো না পার্কের রেলিংয়ে,
ভুটিয়া ছেলের মতো হাতে নিয়ে বেড়াবো না রাজপথে
সন্ধ্যার বাজারে।
আমার শরীরে একা স্পর্শ পাবো তোমার হাতের সুকোমল···

কোন্ রঙ ভালবাসো—সাদাকালো, গোলাপী সবুজ ?
জাফরানী অথবা খয়েরী ?
তোমার পছন্দ রঙ যাই হোক, সব মেনে নেবো :
মুখোমুখি ছুটির দুপুরে বসে ঘুরে যাবে আঙুলের কাঁটা···
কী ভীষণ লোভ ছিল মনে !

অথচ তেমন ছবি নিরিবিলি কখনো ফোটে নি এ জীবনে :
বিবিধ ভারতী বৃথা পশমের বিজ্ঞাপন ছড়ায় বাতাসে···
আমি তাই এখনো সন্ধ্যার শীতে কুয়াশায় মাঠে একা থাকি ;
অভিমানে বাড়িতে ফিরি না।

ক্যাবারে নর্তকী লিজা

গীটারে সমুদ্র-স্বর—হাওয়াই দ্বীপের ঝড়ো হাওয়া
বুকের ভিতরে সোজা ছুটে আসে টর্নেডোর মতো…
অন্য কিছু সামুদ্রিক ঝড় !

আর ওই বিদেশিনী—ছন্দরেখা লীলায়িত দেহ
সাগর-বিহঙ্গী বুঝি জলে নাচে দুরন্ত সোনালি
পাখা দুটি তরঙ্গে ভাসিয়ে…

অথবা নিষিদ্ধ ফল গ্রহণের আগে
পবিত্র যুবতী
ইভ যেন বড় লজ্জাহীনা…
অনায়াসে আবরণশূন্য হয়ে কাননে বেড়াবে মনে হয় !

সহসা আঁধার…তবু অন্ধকারে জেগে থাকে আদমের চোখ !

জাদুঘরে সময়

সময় রুপালি পোকা—কাটে সব রেশমী কাপড় :
নানা ভাঁজে ধুলো জমে, অদৃশ্য আগুনে যেন রঙ জ্বলে যায়,
চিরস্থায়ী নয় কোন লতাপাতা সূক্ষ্ম কারুকাজ
রুপসীর গর্বিত আঁচলে—

সময় রুপালি পোকা—দেখা যায় এখানে ভীষণ :
পশুপাখি প্রজাপতি আচ্ছন্ন হয়েছে তার হিজিবিজি দাগে,
উদ্ভিদের মৃতশোভা কাঁচঘরে বিষণ্ণ গভীর
অবসাদে আক্রান্ত হয়েছে ।

সময় রুপালি পোকা—নেই তার কোন প্রতিষেধ :
ডুবে থাকো নীল-কালো আশ্চর্য আরকে, তবু, গলে মিশে যায়
স্বপ্ন সাধ ভালবাসা…জীবনের আনন্দ বিষাদ
একাকার শান্ত জাদুঘরে !

মধুমতী স্টীমারে সারেং

শুধু পারাপার করে দিন যাবে—নিজে কি যাবে না
স্থির কোন ঠিকানায় ?   ফেরীঘাটে বাবুরা যেমন ফিরে যায়
ছুটির বিকালে, জোড়া ফুলকপি রুপালি ইলিশ
আঙুলে ঝুলিয়ে :
তুমি কি তেমন কোন বাসাবাড়ি সন্ধান করো নি শিবপুরে ?
যেখানে সবুজ টিয়া স্বপ্নসুখ দুলে ওঠে সন্ধ্যার খাঁচায়।

তুমি শুধু হুইলে রেখেছো হাত, বড় একা···স্টীমারে কেন যে !

ছোট ভাই সিরাজুল, সে এখন ব্যস্ত মহাজন :
পাটের আড়তে বসে চেহারা ফিরেছে আর দক্ষিণ বাগানে
মসজিদের পাশে সাদা দালান তুলেছে :
তার বিবি শাকিলা খাতুন লেখে আঁকাবাঁকা গ্রামের খবর—
পিছনে আকাশে জ্বলে ঈদের চাঁদের মতো স্মৃতি···
কাগজে হলুদ ছোপ, রসুনের গন্ধ সারারাত
নিয়ে আসে অন্য এক সংসারের সুখের কাহিনী।

তবু তুমি হুইলে রেখেছো হাত, বড় একা···স্টীমারে কেন যে !

চিড়িয়াখানার ঝিলে শীতের পাখি

তুমি কি সরাল পাখি—কিছুদিন প্রমোদ-ভ্রমণে এসেছিলে
হিমালয় থেকে ?
ভোরের আকাশ থেকে নেমেছিলে রুপালি হাওয়ায়
উড়ন্ত মালার দাগ টেনে ?

অনেক দেখেছি আমি গারগেনি পাখির ঝিলিক,
নীলজলে সোয়ান রুপসী :
ঝিলের রহস্যদ্বীপে কুমডাক ডেকেছে আমাকে—
তবু কি তোমার মতো স্বপ্নঝরা স্বরলিপি কোথাও পেয়েছি ?
মনে তা পড়ে না···স্মরণীয়া !

শীতের অতিথি তুমি কিছুকাল—আমার নির্জন জলাশয়ে :
তাই বুঝি ব্যাকুল বসন্ত দিনে এখানে থাকো নি,
হৃদয় রাখো নি পরবাসে…
বুক বিঁধে সহসা তীরের মতো চলে গেছো। আবার আকাশে
বাতাসে গভীর শিস দিয়ে !

পার্কসার্কাস মাঠে টার্গেট বেলুন

জীবনের স্বপ্নগুলি নানারঙ—চমৎকার বেলুনের মতো
প্রথমে সাজানো থাকে দূরে :

অদৃশ্য হাতের খেলা তারপর শুরু হয়ে যায়…
বন্দুকের মাছি ঘোরে
এক চোখে
সরলরেখায়…

স্বপ্নগুলি বিদ্ধ করে কে যেন পিছনে হাসে—হো-হো !
ফিরে দেখি, কপালে টেনেছে টুপি মেক্সিকান সাহেবের মতো
শিকারী সময়—
কার্নিভ্যাল পৃথিবীর মাঠে !

নাখোদা মসজিদে ভোরের আজান

এমন পবিত্র স্বর মানুষের কণ্ঠ থেকে আসে কি ? মানুষ
যারা নাকি স্বপ্ন সুখ সীমারেখা, মিনা লতাপাতা
মার্বেল পাথরে যেন বেড়াজাল নির্দিষ্ট করেছে
স্বরচিত সংসারের নামে :

আসলে সংসার সে তো লোভনীয় মিষ্টদানা চিনির বোয়েম :
যেখানে গভীরে হাঁটে ছয় রিপু লুব্ধ পিপীলিকা—
ফুঁ দিলে সরে না, আরো হাতে উঠে শিহরিত করে।

মুয়াজ্জিন ! তুমি একা উঠে যাও কোন্ সেই আশ্চর্য মিনারে ?
ঘুমন্ত শহর থাকে তোমার পায়ের নিচে স্থির :

আমার আচ্ছন্ন ঘুম ভেঙে যায় অচেনা বিষাদে···কিছু ব্যথা
চোখের পাতায় বড় নিয়ে আসে কম্পিত শিশির !

মুয়াজ্জিন ! সে যেমন অলৌকিক শব্দের ঘোরানো এক সিঁড়ি
নিয়ে যায় অন্তিম সোপানে—
অনুভবে, যেখানে আকাশ বলে আমি শুরু আমিই বিশেষ,
আর সব ক্ষণ-সূর্যোদয় !

রাজপথে নিওন সাইন

কথনো তোমাকে কোন বিজ্ঞাপনে পাবো না কোথাও :
ভালবাসা পণ্য নয়, এ-কথা জেনেছি বহুকাল—
তবু কেন রঙিন আলোর তীর ছুটে যায়
সুদৃশ্য দেওয়ালে ?
তবে কি নিজেই তুমি নীলরঙে আকর্ষণ করো মনোযোগ
একান্ত আমার—চোখে তুলে ধরো তীরবিদ্ধ দিক !

অথচ পিছনে-ফেরা রাস্তা নেই, মোটর ঘোরে না কোনদিকে :
সময় বসেছে বড় দুর্বিনীত ড্রাইভারের সীটে,
রাত্রির মাতাল :
যত বলি ফিরে চলো, সে আমার নির্দেশ মানে না—
নিজস্ব নিয়মে দ্রুত রাজপথে ছুটে চলে যায়।

চকিত আলোকরেখা বহুদূরে স্মৃতির দেওয়াল ছুঁয়ে থাকে :
আর সব নিরুপায় অন্ধকারে ক্রমশ হারায় !

সায়েন্স কলেজের সামনে একটি অনুভব

ভালবাসা একদিন ঝিকমিক যেন রেডিয়াম
রশ্মিরেখা জ্বলেছিল অন্ধকার হৃদয়-গভীরে :
অথচ সময় তাকে স্থির পরমাণু হতে দেয়নি কখনো···
কেন্দ্র থেকে সরে গেছে চঞ্চল কণিকা অবশেষ···
বিকিরণে, এসেছে বিষন্ন হিলিয়াম !

কোথা সেই ভালবাসা, প্রিয়মুখ, প্রথমার সেই প্রিয়নাম?
ক্রমান্বয়ে ভেঙে-ভেঙে আশ্চর্য নিয়মে সে তো আজ
পরিণত হয়েছে সীসায়…
এখন অসহ্য ভার
শুধু যন্ত্রণার কিছু বিস্মিত ওজন বুকে আছে!

এল্-কার্নাকের তোরণপথে

সহসা অদূরে তাকে দেখা গেল—পটভূমি খর্জুর বাগানে
নির্জন দুপুরে কিছু ছায়াছবি ফোটে…এক মিশর রমণী:
হাতে ছড়ি, ইশারা-শাসনে দুটি দুম্বা নিয়ে কোথাও চলেছে…
বোরকা-আবৃত মুখ, অলক্ষ্য নয়ন, তবু ভয়ঙ্কর চেনা—
কোথায় দেখেছি কবে কতদূর দ্বিপ্রহরে যেন!

পুরোনো পাথর খুব নিচু ছাদ বাড়িখানি
মসজিদের পাশে:

মুহূর্ত কালের দেখা। ট্যাক্সি তাকে ধূলিঝড়ে পিছনে সরিয়ে
সশব্দে তোরণপথ অতিক্রম করে চলে গেল।
আশ্চর্য আমার চোখে তবু সেই ছায়াছবি·· প্রাচীন মিশর…
হাতে ছড়ি, মায়ের পিছনে আমি অপরূপ দুম্বা শিশু নিয়ে
কবে যেন এখানে হেঁটেছি…

পুরনো পাথর সিঁড়ি তিন ধাপ নেমে গেছে
স্মৃতির উঠোনে!

মেম্ফিসে আখরোট কাঠের বাক্স

খুলো না বাক্সের ডালা, কৌতূহল মিটে যাবে—
অতৃপ্ত বাসনা কিছু থাক:
কিছু অসমাপ্ত সাধ আঙুলে অস্থির হোক চিরদিন…তোমার শরীরে
বন্ধ-ডালা, আখরোট কাঠের কিছু সুদূর রহস্য জেগে থাক!

গভীর সুষমা নিয়ে দূরে থাকো, দূরত্বই প্রকৃত সুষমা:

যেমন নিসর্গ-শোভা পথিকের নয়নরঞ্জন হয়ে থাকে
সুদূর দিগন্তে কোন নীল হ্রদ বনরাজিনীলা।

খুলো না বাক্সের ডালা, অসহ্য কামনা কিছু থাক
আমার জীবনে :
প্রতিদিন ব্যবহারে বিবর্ণ হবে না শোভা, প্রিয় দৃশ্যসুখ।
কিছু দুর্গমতা থাক অজানা পার্বত্যপথে চিরকাল···তোমার শরীরে
বন্ধ-ডালা, আখরোট গাছের কিছু প্রাচীন সুগন্ধ শিহরণ !

পটভূমি একটি আরবী গ্রাম

তুমি যেন আরবী গ্রামের ভিতরে উজ্জ্বল কোন বিয়েবাড়ি :
হাসিখুশির নীল হ্যাজাক জ্বলছে সামনে,
দলিজ থেকে দেওয়ালে নড়ছে কিছু ব্যস্ত প্রতিবেশী ছায়া,
আর সোনালি শামিয়ানা
মাথার ওপরে এক সোনালি আনন্দের আকাশ।
আমি অন্ধকার পথে যেতে-যেতে দেখি দূরের আলো···

এত হৈচৈ — যেন একদল যাযাবরের হাতে রঙিন তাঁবু
বাগানে পড়েছে গ্রীষ্মের ঘন সন্ধ্যায় :
তোমার যৌবন—আঙুলে যেন একগ্লাস সুগন্ধ শরবত,
কোন বিশেষ অতিথির সামনে···
পাশে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘগ্রীবা উট।
অথচ সেখানে আমার নিমন্ত্রণ নেই !

আমি অন্ধকার পথের ক্যাকটাসে আহত হয়ে দেখি
দূরের নীল আলো···
দুঃসহ স্মৃতির পাপড়ি খুলে যায় আমার ইভিনিং প্রিমরোজ !

থীবস-এ রানী হাৎসিপুটের মন্দির

দূর থেকে সহসা মনে হয়—যেন সাদা কালো রীড
এক অলৌকিক হারমোনিয়ম
পাশ ফেরানো :

মরু-পাহাড়ের নিচে
নির্জন বালির ওপরে···

তিনজন মরুযাত্রীর চোখে গভীর বিস্ময় :
কাছে এসে
এখনো সেই অলৌকিক হারমোনিয়ম !
আলো ছায়া স্তম্ভ আর প্রাচীন দেওয়াল ছুঁয়ে
দ্রুত আঙুলের মতো এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে
হাওয়া···
মরুভূমির তপ্ত হাওয়া···

তিনজন মরুযাত্রীর বুকে ভীত শিহরণ :

অদৃশ এক স্বরলিপি থেকে কোন অস্ফুট গান,
কী যেন ধ্বনি
প্রতিধ্বনি
আর ভয়াবহ বিষণ্নতা···
ছড়িয়ে পড়ছে প্রবহমান সময়ের নীল অন্ধকারে !

টুটেনখামেনের সমাধিতে

স্মৃতি একা শুয়ে আছে নিঃশব্দ কাঁচের শবাধারে :

আর সব চলে গেছে—ফুলপাখি বৃক্ষের সবুজ পুরাতন :
একদা সম্রাট কোন্ সিংহাসনে বসেছিল উজ্জ্বল প্রাসাদে ?
ক্রীতদাসী, বিংশতি রূপসী কার বাসনার অধিকারে ছিল ?
সুগন্ধ আতরদানি, দ্রাক্ষাসুরা, রমণীয় রাত্রি ছিল কবে ?

স্মৃতি একা শুয়ে আছে এখন নিস্তব্ধ শবাধারে :

আমি এক বিস্মিত মানুষ এই ম্লানছায়া সমাধিতে এসে
শান্তচোখে দেখে যাই দেওয়ালে অতীত-রেখা, নষ্ট কারুকাজ···
যেখানে প্রাচীন সব মানুষেরা চিত্রমালা এঁকেছে কখনো,
তারপর জনপদে শূন্য হাওয়া, তারা সব দূরে চলে গেছে !

স্মৃতি একা শুয়ে আছে নিঃসঙ্গ মমীর শবাধারে !

মরুভূমিতে একটি নিসর্গ ইন্দ্রজাল

পিছনে খেজুর গাছ পিরামিড দৃশ্য পটভূমি :

অন্ধকার—কালো এক বোরকা-ঢাকা মিশরী তরুণী
শুয়েছিল ম্যাজিক টেবিলে :
ক্রমশ করাত-চাঁদ তার বুক দ্বিখণ্ডিত করে…
মঞ্চে এসেছেন যেন জাদুকর সোলেমান পাশা !

বাতাসে আশ্চর্য কিছু কোলাহল…শোনা যায় মুগ্ধ করতালি !

স্টেপ পিরামিডে একটি দুপুর

রৌদ্র-তাপে রাঙামুখ…পুরু লেন্স চশমার পিছনে
তীব্র কিছু কৌতূহল জ্বলে ওঠে, দুটি চোখ উজ্জ্বল এমন :
অযত্ন পাখির বাসা হিজিবিজি চুলের ভিতরে লেগে আছে
শান্ত কিছু রূপালি পালক…
পিরামিডে, ছায়ার নির্জনে এসে দাঁড়ালেন প্রবীণ দুপুর !

উনি কি বিখ্যাত কোন গবেষক ? মিশরের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে
কায়রো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে করেছেন দীর্ঘ গবেষণা ?
ডক্টরেট পাওয়া গেছে…অথচ এখনো নেশা প্রাচীন বিষয়ে…
পিরামিডে তাই এসেছেন !

পিছনে দিগন্ত থেকে মরু-হাওয়া উঠে এলো অটোগ্রাফ নিতে !

একটি ব্যর্থ প্রেম

মধ্যরাতে চুপিচুপি বেদুইন-তাঁবুর ভিতরে,
কিংখাবে লুকানো হাত—এসেছিল দ্বিচারিণী ছায়া :
আমার নিদ্রিত মুখ দেখেছিল জ্যোৎস্নার আলোতে…

আশ্চর্য তখন কেন নিদ্রাসুখ ভাঙে নি আমার ?
তবে কি কোথাও কিছু সন্দেহের আভাস ছিল না ?
শিয়রে নিশ্চিন্ত ছিল আমার রক্ষিত তরবারি।

হলো হত্যাকাণ্ড তাই। একবার বিদ্যুৎ চকিত
সাদা হাত উঠেছিল শূন্যে আর দ্রুত নেমেছিল…
তারপর অট্টহাসি ফিরে গেছে নৈশ মরুপথে !

আমার নিহত বুকে গেঁথে আছে আমূল ছুরিকা !

মরুদিগন্তে মিরেজ

স্বপ্নের আকাশ-ছায়া যেন দেখি দিগ্বলয় দূরে…
গ্রামের নীলিমাঘন বৃক্ষরেখা, খোর্মার বাগান,
মসজিদ মিনার, কিছু জাফরি জানালা
সাদা বাড়ি :
পাশে ঝিলিমিলি, আহা, তৃষ্ণাসুখ সজল নদীটি… মরীচিকা !

জানি মৃত্যুফাঁদ—তবু যেতে হয় অনিবার্য টানে !

মরুপথে চারদিকে পড়ে আছে নষ্ট আলো অদৃশ্য নয়ন…
একদা বিমুগ্ধ যত পথিকের চূর্ণ আশা…
কঙ্কালের বাঁশি…
হাওয়ার ভিতরে কিছু তীব্র হাহাকার…
ললাট-লিখনে সাদা ভয়ানক বিষন্ন করোটি…

তবু ক্যারাভান যায়, ভালবাসা, তোমার দিগন্তে চিরদিন !

উটের ছায়ায় একজন মানুষ

দড়ি ধরে একা পথে হেঁটে যাই—
আমার পিছনে আসে উট :
তার পিঠে ধুলোমাখা সংসারের টুকিটাকি, উদাসীন বোঝা…

চারদিকে শূন্যরেখা—আমার পৃথিবী মরুভূমি :
ক্বচিৎ কোথাও
স্তব্ধছবি খর্জুর গাছের কিছু ক্ষীণ দূরাভাস
বালির তরঙ্গে ভেসে ওঠে…

কখনো বা মরীচিকা, জাদুকর আকাশের ছায়া
সহসা অলীক নদী মরুদ্যান বহুদূরে দিগন্তে সাজায়।

আমি কি নির্দিষ্ট পথ ভুলে গেছি? অথবা পথের
প্রকৃত চেহারা এই? ইতস্তত কঙ্কালের সাদা
ছড়ানো ভীষণ
পরিণাম দৃশ্য চোখে পড়ে···
বালির ওপারে বালি, রৌদ্রধুধু বালির ওপারে সীমাহীন
আরো বালি, নৈঃশব্দ্য গভীর···

তবু আমি হেঁটে যাই : আমার পিছনে আসে উট—
সে আমার নিজস্ব জীবন :
আমি তাকে দড়ি ধরে নিয়ে যাই। আরো দূর
দিগন্তের দিকে···

হোটেল ওয়েসীস থেকে শেষ রাতের কায়রো

শেষ রাতে অলৌকিক মনে হয় সব কিছু দৃশ্যের আভাস :

আরব্য-কাহিনী থেকে যেন এক প্রাচীন শহর উঠে এসে
ছায়ার কার্পেটে শুয়ে আছে···
কিছু নীল কিছু-বা রজত এই রাতের কুহেলী গলিপথে
এখনো কোথাও সেই আলিবাবা চল্লিশ চোরের একজন
দরোজায় চিহ্ন আঁকে···আঁকাবাঁকা জ্যোৎস্নার ইশারা সাদাখড়ি
সাংকেতিক রেখা মনে হয়!

অথবা বিচিত্র সেই রূপকথা জাদু-ই-চেরাগ যেন মাঠে
রাতারাতি তুলেছে প্রাসাদ গোল গম্বুজ রূপালি মিনারেট···
বেগম-মহল···
এখনো কোথাও সেই আলাদীন, দৈত্যের মায়াবী কারচুপি
মুখোমুখি বসে আছে মসজিদের নীলাভ আড়ালে!

শেষ রাতে, অস্ফুট বাতাস কারো নিঃশ্বাসের মতো লাগে গাছে!

কাসের-এল্-নীল ব্রীজে রাত্রি

রেলিংয়ে ঝুঁকেছে বুক…জলে ছায়া…এই তবে আরব্য রজনী?
দাঁড়িয়ে রয়েছে কোন শাহাজাদী, অতৃপ্ত বাসনা!

গোপন দরোজা খুলে, হারেমের নির্জন বাগানে
প্রহরী খোজার হাতে রত্নহার তুলে দিয়ে যুবতী এসেছে
নিষিদ্ধ মিলনে যেন একা :
শরীরে অদৃশ্য দাহ…নিপীড়ন তৃষ্ণা দুটি বুকের গোলাপে…
অথচ এখনো তার নির্বাচিত প্রেমিক আসে নি জলপথে—
সাংকেতিক আলো নেই,
নীলনদে পরিচিত নৌকারেখা নেই।

চোখে তাই চঞ্চলতা…নীলতারা…ছায়া কাঁপে জলের ওপরে!

কলোসি অফ মেমনন

স্থির কিছু নেই—কোথাও কোন বৃক্ষশাখা,
মুগ্ধ পাখির সুকণ্ঠ গান :
দিগ্বিজয়ী রাজার বাড়ি
গম্বুজে চাঁদ
হাওয়ামহল শ্বেতপাথরে জ্যোৎস্না বাঁকা—
আবার ভেঙে নীলমাঠে হয় পর্যবসান!

স্থির কিছু নেই—কোথাও হীরা রত্নমালা,
রাজ-রূপসীর কণ্ঠে বৃথা সে মাল্যদান :
সিংদরোজার রাজ-প্রহরী
সামান্য দিন…
অনন্ত দিন এই পৃথিবীর প্রত্নশালা
নীল কুহেলী ছায়ায় ঢাকা!

মহাকালের চোখের মতো মূর্তি দুটি
শূন্যচোখে সব দেখে যান!

পোর্ট সৈয়দে ক্রেন

সকালে হোটেলে বসে ইব্রাহিম বলেছিল অসামান্য কথা :
মৃত্যু যেন অবিকল সৈয়দ পোর্টের কোন ক্রেন…
যেখানে যখন থাকি শহরে অথবা মাঠে গ্রামের বাড়িতে,
দিগন্তে উটের পিঠে বসে আছি কোথাও সুদূরে,
কখনো নির্জন পথে কোনদিকে মোটরে চলেছি,
মাথার ওপরে তবু ঝুলে আছে লোহার শিকলে বাঁকা হুক…
অনিবার্য সেই কালোছায়া !
যখন সময় হবে ঘরঘর শব্দে নেমে এসে
ঘুরন্ত পেটির মতো তুলে নেবে আমাকে তোমাকে,
সহসা…বিদেশগামী কোন এক অদৃশ্য জাহাজে !

ইব্রাহিম এসেছিল সকালে। আশ্চর্য সেই তারিখে হঠাৎ
নিঃশব্দ কফিন তার কালো ক্রেনে উঠে গেল !
সৈয়দে তখন নীল রাত…

লোহিত সাগর থেকে মাউণ্ট অফ মোজেস

সমুদ্রে জ্বলছে নিবছে দিন শেষের রঙমশাল :
নীল গোলাপী সোনালি সবুজ…
যেন রঙিন রামধনুর আলো
মিলেমিশে গেছে ময়ূরকণ্ঠী জলে।

গোধূলি আকাশ অবিকল কোন পিকচার-পোস্টকার্ড :
দিগন্তের এলবামে স্থির :
তার গায়ে আবছা সাগর-পাখি, আর
দূরে মেঘধূসর সিনাই পর্বতমালা।

নতুন রঙবাতি জ্বলে উঠলো একটি দূর শিখরে ;
মাউণ্ট অফ মোজেস
আলোকিত হলো অলৌকিক আলোকে :
সেই স্বর্গীয় আগুন অথবা ঈশ্বর-জ্যোতি…
মোজেস যা' দেখেছিলেন কখনো !

ক্রমশ রঙ বদল : অন্য ছবি লোহিত বিষাদ :
যেন ক্রুশবিদ্ধ যীশু
ওই রক্তাভ নীরব গিরি-শিখর···
প্রসারিত তাঁর ক্ষমাসুন্দর বাহু-যুগল
এখনো অদৃশ্য, দু'দিকে !

সাগরে সান্ধ্য-প্রার্থনায় নত বাতাস
কেঁদে বলছে—আমেন—আমেন—আমেন !

আরব সমুদ্রে যখন জাহাজ

সহসা তোমার মুখ মনে পড়ে···বুঝি কোন ইলেকট্রিক-ঈল
মাছের শরীরে হাত পড়েছে, এমন সেই দ্রুত শিহরণ···

ইচ্ছা হয়, অচেনা সমুদ্রপথে আজ এই বিষন্ন হাওয়ায়
আমার নিঃসঙ্গ প্রাণ খসে যাক আংটি থেকে পাথরের মতো,
এখানে নির্জন নীলজলে !
বেদনা-বিষাদ চোখে যত ছবি—চোখের পলকে মুছে যাবে,
যেমন সুদূরে-দূরে মুছে গেছে পিছনে পাহাড় নীলিমায়
সন্ধ্যার আলোকমালা ছায়াছবি, বন্দর এডেন ··

অথচ উপায় নেই—স্মৃতি আসে সাগর প্রবাহে যেন
বৈদ্যুতিক মাছ :
আমি কেঁপে উঠি তার পরশনে যন্ত্রণাদায়ক শিহরণে ।

আলেকজান্দারের তরবারি

তবে কি নির্দিষ্ট ছিল পথরেখা, যাত্রা শুরু ম্যাসিডন থেকে ?
সৈন্যদল ছুটে যাবে দেশে-দেশে কালোমেঘ দুর্বার ঝটিকা :
তরবারি বক্ষের এদিকে বিঁধে ওদিকে লোহিত দেখা যাবে
পরাজিত শত্রুর শরীরে···
ধূলিঝড়ে অন্ধকার, মধ্যদিনে হাহাকার ক'রে
প্রথমে পারস্য হবে পদানত, তারপর দিগন্তে মিসর···

ক্রমশ দুরন্ত গতি, কেঁপে ওঠে হিন্দুকুশ পর্বত নীলিমা :
ফলের বাগানে গাঢ় রক্তদাগ, বিনষ্ট আঙুরলতা, ফুল,
চোখের নিমেষে দেখি ধ্বংস হয় বিপন্ন কাবুল…
বিদ্যুৎ-বাহিনী
সিন্ধুনদ অতিক্রম করে যায়, তক্ষশিলা আসে বরতলে…

বিতস্তা নদীর পারে তারপর মুখোমুখি, বন্দী রাজা পুরু।

তবু তো শঙ্কিত এক বিকেলের ছায়া পড়ে বিপাশার তীরে :
অদূরে মগধ কোন ভয়ংকর পরিণাম অক্রমে দেখাবে
মনে হয় :
নত হয় বর্শামুখ, উলঙ্গ কঠিন তরবারি…
ফেরে তাই সৈন্যদল…ম্লানচোখে হতাশার কৃষ্ণনীল রেখা,
অতৃপ্ত বাসনা শুধু থাকে!

দিগ্বিজয় চিরদিন এমন নিষ্ফল হয় কেন ?…অবশেষে
তরবারি ধুলোয় নিশ্চিহ্ন হয় ম্যাসিডন থেকে ব্যাবিলনে!

ট্রোজান হর্স

দৃশ্যত মানুষ খুব ধীর-স্থির, দূর থেকে দেখে মনে হয়,
সুনীল সমুদ্র তীরে যে রয়েছে সুন্দর দাঁড়িয়ে—
যেমন বিখ্যাত ঘোড়া একদিন দেখা দিয়েছিল সেই ট্রয়
নগর-তোরণে :
রণভূমি রাজপথে অভিনব দৃশ্যের আড়ালে
ভিতরে লুকানো ছিল অন্য কিছু…চমৎকার গোপন দরোজা
বন্ধ রেখে বসেছিল শত্রুদল…অদৃশ্য ভীষণ তরবারি!

মানুষের গর্ভে তাই বিশ্বাস করো না, বলি নিজেকে, অথচ
আশ্চর্য কাঠের ঘোড়া নিজ হাতে টেনে আনি
দুর্গের ভিতরে :
তাই দ্রুত জ্বলে ওঠে অগ্নিশিখা…প্রাসাদে প্রাচীরে পরিখায়
সহসা আক্রান্ত হই চিরকাল…
ইতিহাসে যেমন হয়েছে!

দশাশ্বমেধ ঘাটে গোল ছাতা

তুমি তো ছায়ায় আছো, কোন ঘাটে সুখী-নীল সংসারের ছাতা
সাজিয়ে বসেছো বেশ। হাতে শ্বেত চন্দনের বাটি :
কার মুখে লবঙ্গ-ফুলের ছাপ এঁকে দাও এখন ? জানি না—
সে মুখ আমার নয়। তবু সেই আঙুলের স্নিগ্ধ কারুকাজ
আমার উদ্দেশে দাও নাকি ?

ইচ্ছা হয় একবার দেখে আসি অন্তরাল থেকে !

জীবনের তীর্থস্নান অন্য ঘাটে—স্বরচিত আমার নিয়তি :
সে বড় পথের ভুল। সে ভীষণ নির্জনতা বোঝাতে পারি না
সামান্য কবিতা-মালা দিয়ে।
পটভূমি জেগে থাকে ধুধু নদী, তেপান্তর দৃশ্য বালুচর…
আড়াল সিঁড়িতে তাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি আজও !

আমার ওপরে আছে নীলছাতা—প্রাচীন আকাশ :
যার ছিদ্রপথে শুধু জলঝড়…ধুলোবালি…কখনো কুয়াশা…
নিরুপায় দুঃখ ঝরে পড়ে !

বিশ্বনাথ গলিতে ট্যুরিস্ট ক্যামেরা

পটভূমি মন্দির হতেও পারে, না হলেও অসুবিধা নেই—

আসলে যৌবন সে তো পৃথিবী-ভ্রমণকারী একজন
বিদেশী যুবক :
এয়ার-লাইনে ওড়ে প্যাসিফিক ওশান পেরিয়ে—
ওয়ালেটে সে রেখেছে অস্থির প্রেমের চিঠি, বান্ধবীর ছবি
মীয়ামি-বীচের সুখী সূর্যস্নানে লোভনীয় দেহ।
আরো কিছু স্মৃতি-হাওয়া উঠে আসে তার দিকে
মিসিসিপি আমাজন থেকে…
তার কাছে রূপের প্রবাহ নারী…ভিক্টোরিয়া ফল্‌স
আকর্ষণ চিরদিন ঝরনা-ধারা রূপালি গভীরে !

তাই আরো ছবি ওঠে : জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মুখশ্রী গোলাপ···
পিছনে অদৃশ্য চা-বাগান :
কেরল-কন্যার চোখে ছায়াঘন নারিকেল বীথির নীলিমা···
ঝলকিত সমুদ্র আকাশ :
দুরন্ত সোনালি বুক, রুপশিখা চিতোর-কুমারী ছবি হয় !

পটভূমি মন্দির হতেও পারে, না হলেও অসুবিধা নেই—
ক্যামেরা সন্ধানী চোখে দেখে যায় সৌন্দর্যের দেবালয় চূড়া !

গোদৌলিয়ার রাস্তায় বৃষ্টি

দু'পায়ে রুপোর মল ঝমঝম—যেন এক রাজস্থানী মেয়ে
টাঙ্গা থেকে নেমে সোজা হে'টে এলো বাজারের দিকে :
সহসা বাতাসে খুব ঘণ্টা বাজে,
শোনা যায় নিলামের ডাক !

মেয়েটা কী নেবে, লাল রুবিয়া ভয়েল ? বেনারসী
জরি-পাড় চুমকি বসানো শাড়ি ? সাদা ব্রেসিয়ার ?
সাতরঙ বিন্দিয়া, রঙিন টিপ···
ট্যাসেল···চিরুনি ?
অথবা রুমালে জোড়া প্রজাপতি,
গোলাপী সিল্কের লতাপাতা ?
নীলশিশি বুকের ওপরে ঢেলে নেবে কিছু সুগন্ধ আতর
মৃগনাভি দিনের বিলাস ?

সমস্ত দোকান দেখে পসন্দ্ হলো না কিছু.
তাই
দু'পায়ে রুপোর মল ঝমঝম—ফিরে গেল রাজস্থানী মেয়ে !

পাহাড়তলিতে এক বাঘিনী

রঞ্জিত তোমার নখে আছে কোন্ বন্য চিতা-বাঘিনীর নখ :
আমার হৃদয়-শিরা অনায়াসে ছিন্নভিন্ন হয়েছে ভীষণ

ওই রাঙানখে—

রাঙা ? সে তো অতর্কিত শোণিত চিহ্নের ব্যবহার !

আমারই হয়েছে ভুল—একদিন নির্জন ভ্রমণে :
প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী পটভূমি পাহাড়তলির কোনদিকে
নন্দনকাননে ফুল দুর্লভ মুকুল ভালবাসা
পারিজাত আছে ভেবে—বিজন বিকেলে
অরণ্য গভীরে চলে গেছি :
আর ফিরে আসি নি কখনো সেই বেলাশেষ নির্জনতা থেকে···

কাঁটাগাছে ছিন্ন জামা দেখা যায়, ঘটনার চিহ্ন ভয়ানক···
বনপথে অশুভ লক্ষণ দেখে একদল ভীত কাঠুরিয়া
দ্রুতগতি গ্রামে ফিরে যায় :
ঝিমঝিম নীরবতা চারদিকে ঘন হয়ে আসে ।

গাছের গহন ছায়া, ছায়ার ভিতরে তুমি বসে আছো
নিঃশব্দে কোথাও···
পুরনো রক্তের ছাপ ধুলোবালি এখনো রয়েছে
তোমার নখরে···কিছু রক্তিম অধরে !

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের গলি

চারদিকে গোলক-ধাঁধা গলি
পাথর,
যে কোন বাড়ি বারান্দা চতুষ্কোণ উঠোন
নকশা মেঝে
শীতল পাথর :
পায়ে-পায়ে এক নতুন ভ্রমণসুখ অনুভব ।

যেদিকে কিছু জলছবি ঝিলিক, নদী, গোল ছাতা—
সেখানে ঘাট :
ক্রমান্বয় সরলরেখা সিঁড়ি
গোলা পায়রা বকম-বকম চাতাল
সব পাথর···

মন্দিরের হৃদয়ে ছায়াচ্ছন্ন দেবতা
সেই পাথর···
নত প্রণামে তাই স্পর্শ করি শুধু পাথর···

কমণ্ডলু হাতে যাযাবর সাধু ভস্ম-শরীর,
রক্তনয়ন, জটাজালে ফুল···
অথবা শান্ত পুরোহিত, সাদা উত্তরীয়···
চিক্‌মিক্‌ কাঁচের চুমকি, হলুদ ওড়না,
স্নানযাত্রায় যায় রাজপুত রমণীর মিছিল···

কী যেন স্বপ্নের দেশ, পঞ্চগঙ্গা ঘাটের গলিতে
নেমে আসে
নীল ভোরবেলা !

কেদার ঘাটে রাত্রি

দুলছে ঘাটে নৌকো আলোছায়ার চিত্র :
জলে রুপোর আরশি সেখানে মুখ ভাসছে···
দেবালয়ের ঘণ্টা এখন দূরে শান্ত,
দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্ন— কেদার ঘাটে রাত্রি।

রুপালি এই রাত্রি আকাশে ওই চন্দ্র
নদীর জলদৃশ্যে দু'চোখ ভরে আসছে···
বাতাসে ফুল-গন্ধ কেন কনক চম্পা
জাগিয়ে দিলে দুঃখ— স্মৃতির কারুকার্য ?

সহসা তাই তীব্র ভাঙা কাঁচের শব্দ,
বুকের নিচে শূন্য— বিষাদ হা-হা হাসছে।

সারনাথের মাঠে পিপীলিকা

আমার স্বভাবে নেই মৌমাছির কার্যকুশলতা :
কোনদিন নানাফুলে রঙিন ভ্রমণে আমি ব্যস্ত নই
মধু আহরণে—

অথবা ইচ্ছার মোম ব্যবহার করি নি কখনো
সুখী পরিবার কোন মৌচাকের নির্মাণে আমার।

আমার অজ্ঞাত সব রয়ে গেছে, নানাবিধ সন্ধানী ব্যাপারে
আরণ্যক চলাফেরা লতা-পাতা-ডালে কত সুবিধাজনক।

আসলে আমি তো সেই বর্ষার বিকেলে এক মুগ্ধ পিপীলিকা
সে শুধু নির্বোধ পাখা মেলে দেয়
ভয়ানক নিসর্গের দিকে!

মণিকর্ণিকা ঘাটে শ্মশান গোধূলি

চিতা ধুধু জ্বলে ওঠে : কার মুখ, ফুলের গহনা পুড়ে যায়?
আঁচলে সোনালি শিখা···
জরদ···
গোলাপী···
কিছু লাল···

নীল ধোঁয়া দিগন্ত কুহেলী ভাসে নদীর হৃদয় শিহরণে!

প্রাচীন কালের ঘাটে সচকিত রঙের নীরব সমারোহে
চন্দনকাঠের কিছু বেদনামিশ্রিত আয়োজন
কস্তুরী ধূপের ব্যথা :
শেষ দেখা, অন্তিম বিদায় হলো কার?
কে এমন চলে গেল নীলিমা আঁধারে, অবসানে?

তারা নয়, আকাশে ছড়ানো দুটো সাদা খই—স্মৃতি অবশেষ
গাছের আড়ালে দেখি রাঙাচাঁদ···
কলসী ভাঙার মতো চাঁদ!

রাণামহলে মাকড়সা জাল

লূতাজালে বসে আছে সেই এক নির্দিষ্ট ধূসর
ছায়া পরিণাম :
যে শুধু তির্যক্ দ্যাখে পতঙ্গের মূর্খ চলাফেরা।

তুমি আছো—কিছুক্ষণ—পাশে আমি আছি :
প্রাচীন পিতল এই পৃথিবীর ফুলদানি ছুঁয়ে
বাতাসে উড়ন্ত যেন নীলমাছি ;
দুটি নীলমাছি···
জানি না কখন সেই শব্দহীন জালের গভীরে পড়ে যাবো !

শরীরে জড়াবে দ্রুত রেশমী সুতোর জটিলতা···

মানমন্দিরের ছাদে একটি শিশু

যুবতী মায়ের কোলে আনন্দ-ভ্রমণে এসে শিশুটি এখন
অচেনা পাথরে বসে খেলা করে, সাংকেতিক রেখার ওপরে
কিছুক্ষণ হামা টেনে যায়···
ফিরে আসে আবার নিজস্ব তার স্বর্গসুখে···আঁচল আড়ালে।
দুধেদাঁত চেনে শুধু দুটি স্তন-বৃন্তের জগৎ :
পাশে বিশ্ব-চরাচর কেমন রহস্যময়—
শিশুটি জানে না।

আমিও কি জানি এই রৌদ্রছায়া জ্যামিতিক রহস্য রেখার
এতটুকু অর্থ কিছু, সংকেত জটিল পরিভাষা ?
নীহারিকা নক্ষত্রের ছায়াপথনীল পটভূমি
আকাশ দিগন্ত শোভা···এই মানমন্দিরের ছাদে
কেন যে এসেছি, কেন আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো
শীতল বাতাসে জলে পৃথিবীর ধুলোমাটি ঘাসে···
আমি তা জানি না।

অচেনা পাথরে বসে মুগ্ধ ওই শিশুটির মতো
দুধেদাঁতে স্পর্শ করি অচির জীবন-কাল কিছুদিন
পৃথিবীর স্তনবৃন্তে শুধু !

আমার পূর্বপুরুষের বাড়ি

['তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছো এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে।'—কোরআন শরীফ : সুরা শোয়া'রা : ১২৯ আয়াত]

এদিকে রৌদ্রের শেষ তীরচিহ্ন দোতলার কার্নিস ছুঁয়েছে :
দেওয়ালে ফাটল শিরা উপশিরা অশ্বত্থ শিকড়ে ম্রিয়মাণ
বিকেলের রক্তনীল আলো,
সিঁড়িতে রহস্যছায়া, উঠোনে জঞ্জাল, ভাঙা পুজোর দালানে
দুর্গন্ধ গোময় গোরু মশা মাছি চড়ুই-পালক ভাঙা ডিম…

হে সময়, এই কি বিখ্যাত বাড়ি আমাদের ? চাটুজ্যে বাবুরা
ধরাকে সামান্য সরা জ্ঞান করে কবে যেন রাজত্ব করেছে :
প্রবল প্রতাপে প্রজা প্রতিবেশী কম্পিত হয়েছে একদিন :
কিংবদন্তী শোনা যায় আশ্চর্য অদ্ভুত এই প্রাচীন শহরে…
সুবর্ণ মোহর তবু কোথা গেল ? গুপ্তঘরে আজ এত
অন্ধকার কেন ?
মরিচা তালায় কেন জমে আছে ধুলোবালি ঊর্ণনাভ জাল ?
বংশগরিমার আলো নিবে গেছে, আজ দেখি সিংহ-দরোজায়
রাস্তার কুকুর এসে ধমকে কম্পিত করে চারদিক,
ভিতর-মহল…

নিঃশব্দ পতন এত ধ্বনিময় করেছো কী করে ?
হে সময়, জাদুকর তুমি !

কাইতক্ বিমানবন্দরে অচেনা মানুষ

নির্জন আকাশ-পথে ধ্বনিত মেঘের স্তর ছুঁয়ে
রৌদ্রালোকে উড়ে এলো কী আশ্চর্য এক সাদাপাখি :
দু'পাশে সমুদ্র নীল জলরাশি দ্বীপমালা পাহাড় দেশ
সচকিত মুগ্ধ হলো রুপালি ডানার শোভা দেখে।

আমার প্রতীক্ষা নেই কোনদিকে স্বদেশে-বিদেশে :
দাঁড়াবো সস্মিতমুখে, নানাফুল সুষমা স্তবক হাতে নিয়ে,
এমন ঘনিষ্ঠ কিছু প্রিয়তর বিনিময় খেলা
প্রতিশ্রুতি নেই কারো কাছে—
তবু ফিরে দেখি, কারা নেমে আসে প্লেনের দরোজা খুলে
অচেনা মাটিতে, ভোরবেলা।

ওরা কি সুদূরে কোন মহাকাশে নক্ষত্রলোকের অধিবাসী ?
কিছুক্ষণ এই নীল-সোনালি-সবুজ গ্রহে বেড়াতে এসেছে ?

রৌদ্রালোকে জেগে ওঠে ব্যস্ত কিছু চলাচল ছায়া :
আমি শুধু মানুষ দেখার সুখে মানুষের দিকে চেয়ে থাকি ।

কৌলুন শহরে রিভলভিং রেস্টুরেণ্ট জুনো

আশ্চর্য রেস্তোরাঁ এক ধীরগতি ঘুরে যায়···নিজ অক্ষদেশে
ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর মতো :
ভিতরে রহস্যালোক চীনা-লণ্ঠনের আলো, প্রমোদ-বন্যায়
ভেসে যায় উচ্ছল যুবতী কিছু আবহ-সংগীত আর
রামধনু কাগজের ফুল,
নকশা-পাখা, চীনামাটি পিরিচ-পেয়ালা !

কাঁচের জানালা ছিল মোংককের বাণিজ্য এলাকা রেখান্বিত :
চিত্র-প্রদর্শনী মেঘ, সামুদ্রিক গোধূলির নিসর্গ আকাশ
ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল দূরে···
এখন সহসা দেখি ঘন বসতির জাল—হংকং শহর,
সান্ধ্য-আকাশের নিচে ছায়ানীলে দৃশ্যপট বদল হয়েছে :
রঙিন আলোক-রেখা মিশ্রিত কুহেলী চারদিকে ।

দৃশ্যবদলের এই জাদুখেলা, কাঁচের জানালা থেকে ছবি,
জীবনের সঙ্গে যেন একরঙে কিছু মিলে যায়···
একদা দু'চোখে ছিল যৌবনের সোনালি আকাশ, রামধনু
স্বর্গ-আলো হাওয়া মেঘ পাখি :
সংসার-জটিল পথে ঘুরে গেছে শান্ত বয়সের ছায়া
নিঃশব্দে কখন !

নর্থ পয়েণ্টে টাইফুন শেলটারের কাছে

সমস্ত জীবন গেল তীব্রঝড়ে দিশাহারা সমুদ্রের বুকে :
ভেঙেছে মাস্তুল, সব দাঁড়-কাছি ছিন্ন পাল একাকার···
ভয়াবহ তরঙ্গ-জলের

প্লাবনে ভরেছে ডেক, অন্ধকারে কত কিছু ভেসে গেছে জলে…
বজ্র-বিদ্যুতের আলো ঘননীল চক্ষুধাঁধা শঙ্কিত করেছে।
আকাশে গম্ভীর ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, অদৃশ্য কাঁচের ঝনঝন
শার্সি-ভাঙা শব্দগতি উড়ে যায় মেঘের ভিতরে…
আরো ভাঙে বুকের পঞ্জর—এক গভীর হতাশা, শিহরণ,
এই বৃষ্টি শরজাল, জলোচ্ছ্বাস, ক্ষুব্ধ জলপথ !

হে অদৃশ্য ভাগ্যরেখা, তুমি কি বিচূর্ণ করো কম্পাসের কাঁটা ?
বিপন্ন জাহাজ টেনে নিয়ে যাও জলতলে প্রচ্ছন্ন পাহাড়ে,
অন্তিম আঘাতে, অবসানে ?
তবু দেখি…সমুদ্রে কোথায় আছে নিরাপদ আশ্রয় আমার !

জলদস্যু দ্বীপে গোধূলি

কিছু স্বর্ণ অলংকার মণিমুক্তা মেঘমালা প্রাচীন জড়োয়া
হীরক রশ্মির মায়াজাল :
গোধূলির রত্ন-কোষাগার
দেখা গেল নির্জন আকাশে…

চীনা-জলদস্যুদল গুপ্তধন রেখে গেছে এখানে কখনো ?

ভিক্টোরিয়া পিক থেকে হংকং বন্দরের দৃশ্য

নিচে নীল জলদৃশ্য, হংকং বন্দর দেখি ছোট খেলাঘর,
জলছবি সমুদ্রের বুকে :
সাম্পান…জাহাজ… সাদা পালতোলা নৌকোর পৃথিবী…
পিছনে রূপালি ফেনা স্টীমার চলেছে ভেসে দূর ফেরীঘাটে।

কোন শিশু এমন আশ্চর্য খেলা সাজিয়েছে, সমস্ত দুপুর
দরোজায় খিল দিয়ে যেন :
দেশলাই-বাক্সের বাড়ি…কাগজের নৌকো অবিকল…
মেঝেতে ঢেলেছে জল, পিসীমার নীলশাড়ি নিয়ে
সারাঘর আঁকাবাঁকা সমুদ্র করেছে !

দৃশ্যের এপাশে আমি সারাদিন বসে আছি ভিক্টোরিয়া পিকে।

লানটাও দ্বীপে পুরনো বৌদ্ধমঠ

তুমি চলে গেছো এক উদাসীন বুদ্ধমূর্তি রেখে···
ভালবাসা
চন্দন কাঠের কিছু প্রাচীন শিল্পের রূপছায়া :
ফিরেও দ্যাখো না আর সে কোথায় পিতলের সিংহাসনে আছে
বিবর্ণ এখন ফুলদানি,
দেওয়ালে সিল্কের ছবি, লতাপাতা, ড্রাগনের মুখ !

এখন সন্ধ্যার নীল পটভূমি। অন্ধকার বিজন প্যাগোডা
চেরীফুল ঝরে আছে প্রাঙ্গণে বিষাদ কিছু স্তব্ধ নীরবতা :
যাত্রীনিবাসের ছাদে রঙিন লণ্ঠন নেই,
ভাঙাসিঁড়ি থেকে
রজত ঘণ্টার ঘরে ছুটে এসে হা-হা করে হাওয়া।
হঠাৎ জানালা খুলে শব্দ হয় কী যেন ভৌতিক !

চন্দন কাঠের সেই প্রাচীন শিল্পের অভিমান
ভালবাসা
অন্ধকারে আছে।

স্ট্যানলী-বীচে একটি মৃত অক্টোপাস

সে ছিল জলজ সুখে গহন সমুদ্র-তলদেশে :
শঙ্খ-ঝিনুকের মেলা, শীতল প্রবাহ আর প্রতিবেশী মাছ,
পাতালে প্রবালপুরী, নানারূপে জলপুষ্প লীলায়িত গাছ···
ইত্যাদি বিষয় তার জানা ছিল—
তবু এক অনিবার্য ভুল
সহসা করেছে তাকে জল-ছিন্নমূল :
অজ্ঞাত ভুবনে একা, অক্টোপাস উঠেছিল ভেসে।

ঊর্ধ্বে পৃথিবীর ছবি, আকাশ দিগন্ত তট-সীমা,
রৌদ্রছায়া দৃশ্যদ্বীপ দেখার বাসনা বুঝি ছিল তার মনে ?
বালিজল পরিম্লান সে এখন শুয়ে আছে নিঃসঙ্গ বিজনে !

তবে কি সৌন্দর্য-তৃষা চিরদিন স্পর্শ করে মৃত্যুর দ্রাঘিমা ?
এমনি নির্জন এক অচেনা আলোর পরিবেশে…

স্টোন কাটারস্‌ আইল্যাণ্ডে একা

হীরা-চুনি-পান্না নয়, দুঃখের পাথর কেটে দিন চলে যায়…
জীবনের সুকঠিন ভাস্কর্য এমন অভিনব :
যদি বেঁচে আছি তবে শব্দের ভিতরে বেঁচে আছি।
পাথরে আঘাত করি…স্ফুলিঙ্গ জোনাকি ঝরে পড়ে,
এই সুখ হাতে নিয়ে ফিরে যাবো সূর্যাস্ত-হাওয়ায় !

মধ্যরাত্রির হংকং

ট্যাক্সি জানে আঁকাবাঁকা কোন্‌ পথে ছুটে যেতে হবে :
সামান্য ইশারা পেলে দ্রুতগতি চলে যায় পাতালপুরীতে…
অপরূপ নৈশশোভা ঝলমল মার্কারী নিওনে
নক্ষত্র রঙিন রাত দেখা যায় জানালার কাঁচে :
ভিতরে আদিম গুহা, নগ্ন বাসনার দেশ, এক ছায়ালোক…

ক্ষুধার্ত বাঘের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বিবসনা যুবতী-শরীর
মধ্যনিশি হেসে ওঠে…যেন ঘোর অরণ্য বিজনে !

অথবা কোথাও তাস, গভীর মায়াবী দাবা-ছকে
জুয়ার টেবিলে টাকা আংটি ঘড়ি স্বর্ণচেন ক্রমশ হারিয়ে,
ট্যাক্সিতে আবার একা ফিরে আসে মাতাল নাবিক।

সিটি হল সেণ্টার আর্ট গ্যালারীতে ছবি

আমাকে বিস্মিত করে ডুবো-পাহাড়ের কোন অতর্কিত ছবি :
স্বচ্ছজলে দেখা যায় কোরাল-রীফের ঘনছায়া
জটিলতা নেমে গেছে গহন সমুদ্র তলদেশে…

ছবিটা রহস্যময়, আরো এক দৃষ্টিকোণে মনে হয় শেষে—

ব্যর্থ সব ভালবাসা স্মৃতিরেখা ঘন বিষাদের কালোছায়া
এমনি গহন
ডুবো-পাহাড়ের মতো জলনীল অন্তরালে আছে…
হৃদয়-সমুদ্রে…চিরদিন!
অথচ ওপরে দ্যাখো যথারীতি শান্ত মেঘ, দিগন্ত, আকাশ!

কাঁচের দরোজায় চীনা বর্ণলিপি

ভালবাসা চিরকাল আমার অজ্ঞাত রয়ে গেছে :
চীনা অক্ষরের মতো চিত্রময় কারুকাজ, অথচ অজানা…
দুর্বোধ্য ভাষার এক শব্দহীন গভীরতা যেন!

এমন রহস্যঘন আর কিছু বর্ণমালা দেখিনি জীবনে :
অচেনা শহরে কোন বন্ধ দরোজার কাঁচে…জটিল রেখায়…
কার যেন ছায়ামুখ কিছুক্ষণ ভেসে উঠেছিল।

এখনো আশ্চর্য ভাবি, সেদিন কি কাঁচে লেখা ছিল স্বাগতম্?
অথবা কঠিন সেই শেষ কথা—প্রবেশ নিষেধ?

মনে দ্বিধা ছিল, তাই আবার ফিরেছি একা পথে…

জাহাজের মাস্তুলে সীগল

মাস্তুলে বসেছে এক সাদাপাখি নিঃশব্দ সীগল—
যেদিকে রয়েছে তার মুখ,
মাটি আছে নিশ্চয় সেদিকে…
ক্যাপ্টেন বলেছে খুব রহস্যজনক এই কথা।

এ বড় আশ্চর্য কথা, সীগল কী করে জানে—দূরে
দিগন্তরেখার নিচে স্থলভাগ রয়েছে কোথায়?
যদিও এখন ধুধু দিগ্‌বলয়, চারদিকে শুধু জলরাশি।

সামুদ্রিক পাখি দেখে সহসা আমার মনে হয়—
এমন রহস্যময় আরো এক সাদাপাখি আছে
চেতনার মাস্তুলে কোথাও :

যার চোখে ধরা পড়ে ভবিষ্যৎ কালের আভাস···
আগামী ঘটনা কিছু কোন্ দিকে দৃশ্যমান হবে,
অন্তরালে সেই পাখি জানে !

রিপালস্-বে সৈকতে সৌন্দর্যস্বর্গ

ত্রিমূর্তি পাহাড়, মাঝে ঝিলমিলি সমুদ্র বাহার···
হাওয়া···
স্বর্ণ বেলাভূমি :
স্বর্গলোক দৃশ্যে কিছু সামুদ্রিক পাখির আকাশ। সাদামেঘ।

অদৃশ্য বেহালা বাজে দূরে এক উজ্জ্বল সবুজ নিরিবিলি
নকশা-ছায়া নারিবেল গাছের আড়ালে :
কে আছে ওখানে, কোন সংগীত-প্রেমিক ? তার বিদেশী
আঙুলে
স্বরলিপি, ইন্দ্রজাল সুর।

নৌকোর রঙিন পালে ড্রাগনের ছবি, যেন বাতাসে বেলুন
রৌদ্রালোকে ভেসে যায় জলে···
সমুদ্র-স্নানের কিছু কলরব, জলখেলা, চীনা রূপসীর
জলসিক্ত বুকে দুটি সূর্যমুখী ফুলের সোনালি !
ক্যামেরা পারে না সব ছবি নিতে, চারদিকে সৌন্দর্য এমন—

উপকূলে রুমাল উড়িয়ে আমি বলে যাই বিদায়···বিদায় !

শনি

রাজ-সিংহাসন থেকে রহস্যজনক কালো পাথরের সিঁড়ি
ক্রমান্বয় নেমে গেছে ছন্নছাড়া পথের ধুলোয়···

শনি আরো তীব্র টানে তির্যক্ চুলের মুঠি ধরে :
চলন্ত ট্রেনের নিচে তাই দেখি অতর্কিত ঝাঁপ···
বাতাসে কাকের ঠোঁটে উড়ে যায় কিছু নরমাংস অবশেষ !

অথবা রজ্জুর ফাঁসে দোলে
ঝুলন্ত শরীর···ছায়া দেখা যায় রাত্রির দেওয়ালে ভয়ানক।

ভালবাসা, সে কখনো সর্বনাশ আরো এক রুগ্নগত শনি :
উঠোনে লক্ষ্মীর ঘট ভাঙা, পদতলে জল, মলিন জ্যোৎস্নায়
রক্তাক্ত ছুরিকা হাতে নিয়ে
ছায়ামূর্তি হেঁটে যায় ত্রিকোণ প্রেমের পরিণামে···

বাড়ি

বাড়ি ফিরবো, দীর্ঘ পথের শেষে খুব শান্ত আবহাওয়া
সুখী সোনার সংসারে সন্ধ্যামালতী ফুল নীল সন্ধ্যাবেলা :
তবু কোথায় চেনা-দরজার কলিংবেল ? নিরুদ্দিষ্ট একা
যেন অচেনা শহরে ভুল হয়েছে রাস্তা,···হিজিবিজি লেন
রহস্যময় ছকের মতো সামনে জটিল ছায়া নানারেখা।
দূরে ট্রাফিক-মিনার ডোরাকাটা সিমেন্টের গোলছাতা,
লাল সবুজ আলোক-সংকেত আর তীব্র ইলেকট্রিক হর্ন···
তবু কী ভীষণ মৃত-শহরের স্তব্ধ নীরবতা চারদিকে !
জেব্রা-ক্রসিংয়ের নকশা থেকে উঠে ফুটপাতে রুটির থালা,
ময়লা ক্যাম্বিসের নিচে ছন্নছাড়া বিদেশী কার সংসার ?
বাড়ি কোথায় ভিতরে অথবা বাইরে ? অথবা স্রোতে ভেসে
যেখানে ঠেকে যায় মানুষ, মাটিতে শিকড় নামে দু'দিন—
বাড়ি সেই ?

দেখি পাশে উলটো-পালটা বার্মাটিকের হাজার দরজা,
লোহার খাঁচা লিফ্‌ট অথবা মোজেইক পাথর সিঁড়ি,
বারান্দায় অর্কিড, কাঁচের জানালা, উড়ছে নানারঙ পর্দা···
কিন্তু কোথায় সেই বাড়ি—যার পরিমণ্ডলে সব কিছু স্থির ?
নেই। বাড়ি নেই। শুধু এক অসীম অনিশ্চয়তা চারদিকে··
শিকড় ছিঁড়ে অনন্তকালের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে মানুষ···
বাড়ি নেই।

শূন্য দিগন্তের দিকে

আশ্রয়বিহীন বেলা যায় : পথে কোথাও, প্রবাস-ভ্রমণে
শান্ত পাহাড়ে সাদাবাড়ি দৃশ্যশোভা আছে ? কখনো ছিল কি ?
তুমি নেশাচ্ছন্ন হেঁটে যাও, কোন্‌দিকে কত দ্রাঘিমায় ?
পাশে কোন নারী, বিজন বাগানে ঝাউ, মোরম বিছানো রাস্তা,
ডাকবাংলোয় গ্রীষ্মরাত্রি, হাওয়া ছুঁয়ে যায় ইউক্যালিপটাস···
ছায়া গ্রীল জানালায় ঝুলন্ত চাঁদ অসম্ভব নিসর্গ কুহক
আর যুগল নির্জনতায় কিছু উত্তেজিত দুঃসাহস ছিল ?
তবু ওষ্ঠ-চুম্বনের স্মৃতি দ্যাখো অর্থহীন, দ্যাখো বিশাল
পরিদৃশ্যমান জাগতিক ফ্রেমে স্থিরচিত্র কখনো থাকে না,
নানা ভূকম্পনে ভেঙে যায় গাছ-পাথর ডাকবাংলোর সিঁড়ি।
শুধু প্রান্তরলীন পথ চলে গেছে শূন্য দিগন্তের দিকে···
এবং আড়ালে ক্রমশ জেগে ওঠে পরিবর্তিত আরো পথরেখা···

বস্তুত এমনি যায় সব : চোখ থেকে মৃদু স্বপ্নের মতো,
মেঘ থেকে নীলবৃষ্টির মতো বাতাসে ক্রমশ মুছে যায়
তোমার যা-কিছু সুন্দর, গোপন সঞ্চয়।
তুমি আর্তনাদ করো : অথচ কত শব্দহীন সেই হাহাকার !

কে তুমি প্রথম প্রাণ

কে তুমি প্রথম বীজ, প্রাণকণা, আদিম সমুদ্রজলে একা
জেগে উঠেছিলে—এই পৃথিবীর গর্ভাশয়ে কোন
অজ্ঞাত জটিল রসায়নে :
আণুবীক্ষণিক তুমি প্রাণবীজ, অতিদূর বিবর্তন-পথে
রেখায়িত জীবন-শৃঙ্খলা এত গহন প্রশাখাজাল
কী করে ছড়ালে চারদিকে !

লক্ষকোটি বছরের কুহেলিকা : রঙ্গভূমি অধিকার ক'রে
দৃশ্য-জীবজগতের রূপরেখা দৃশ্যমান হলো,
নখদন্তে রক্তপাত···ইতস্তত ছুটে এলো সবুজ নয়ন···
তবু কিছু স্থির নয় বিপুল কালের প্রেক্ষাপটে।

প্রাচীন অরণ্যচারী সরীসৃপ স্টেগোসরাসের বর্মসাজ,
অথবা ধারালো শিং যুধ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বী অবয়ব
হিংস্র যত ট্রাইসেরাটপ্‌স,
যুগের আতঙ্ক আরো ভয়ানক টাইরানোসরাস,
এখন কোথায় তারা ? অতিকায় ব্রন্টোসরাসের বিভীষিকা···
কিম্ভূত জীবের কিছু শেষচিহ্ন ক্বচিৎ কোথাও
পাললিক শিলার সিন্দুকে আছে—সামান্য ফসিল !

···এখন আশ্চর্য আরো নক্ষত্রলোকের দিকে উড়েছে মানুষ :
প্রোটোপ্লাজমের অণু, কে তুমি প্রথম শুরু করেছিলে
চমৎকার এই জাদুখেলা !

যাবো

দাঁড়াও রুপালি নদী, রজত জ্যোৎস্নার শিহরণ—
আমি সঙ্গে যাবো !
সামান্য হাতের কাজ বাকি আছে, সেরে নিয়ে, দ্রুত
দরোজা দুহাট খুলে মাঠে গিয়ে নিশ্চয় দাঁড়াবো
নিরুদ্দেশ পথের বাতাসে···

রাত্রিভর হেঁটে যাবো বালুচরে। শ্মশানে নিঃশব্দ কাশবন,
ঘুমন্ত গ্রামের ছায়া রেখে যাবো পাশে···

দাঁড়াও রুপালি নদী, রজত জ্যোৎস্নার শিহরণ !

গ্যাংটকের শহরতলিতে সন্ধ্যা

নীল উপত্যকা থেকে উঠে আসছে তিব্বতী বাজনার শব্দ,
ঝ্যাং ঝ্যাং ঝ্যাং ঝ্যাং···
নিচে কোন গ্রামে, বাঁশের খুঁটিতে ভূত-তাড়ানো সাদা নিশান
আর কুহেলী, কিছু রহস্যময় মেঘ
জাদু-কার্পেটের মতো ভেসে আছে স্থির বাতাসে।
নির্জন পাহাড়ে শুয়ে আছে আঁকাবাঁকা ময়াল সাপ রাস্তা

নর্থ সিকিম হাইওয়ে :
অতল খাদের ধার-ঘেঁষে দূরে যেতে যেতে
অন্ধকার পাহাড়ের আড়ালে
আচমকা রুপালি আলো,

প্রাচীন পাথুরে লণ্ঠন চাঁদ ঝুলে আছে আবলুস গাছে…

গ্রেট নিকোবরের অরণ্যে

ইউপাটোরিয়াম ঝোপের নিচে একটি সবুজ টিকটিক !
বনভূমি রহস্যময় আঁধার…
ঘনশাখা পত্রজাল ভেদ ক'রে পড়ে না মাটিতে
বিষুবরেখার হীরক সূর্যালোক।

কখনো বৃষ্টি মুষলধারা, আদিম পৃথিবীর আবহাওয়া…
গহন গুল্মলতা, বনজ কীট-পতঙ্গের প্রাচীন জগৎ
শিহরিত হয় তির্যক্ বাতাসে।
তবু, টাকাওকিয়া গাছে দোলে নানারঙ অর্কিডের পর্ণশোভা
চির-বসন্ত বাহার :
ফার্নের আড়াল থেকে চকিত দৃশ্যে উড়ে যায়
হলুদ ওরিয়েল—
আর ছায়ানির্জন বনপথে
বিশাল বৃক্ষতোরণে মালক, জ্বলে লালফুলের আকাশ-দীপ।

আরো দূরে অরণ্যপুরীর ভিতর মহল…

গ্রামে একটি সকাল

[মোরগ না ডাকলেও সকাল হবেই।—আর্মেনিয়ান প্রবাদ]

মোরগ ডাকে নি, তবু ভোর হয় গ্রামের ভিতরে :
বকুল গাছের নিচে টালিঘরে চায়ের দোকানে
ধোঁয়া ওঠে…আখক্ষেতে শালিক উড়েছে…আর সাইকেলে কোন
ব্যাপারী চলেছে হাটে, তার চোখ নারিকেল বাগানের দিকে—

বাগানে পুকুর···জলে কালোছায়া ঢেউ সাদা আলো :
আঁচল ভাসিয়ে কোন রাঙাবউ গা খুলেছে একা,
বুকের ওপরে দুটি জলশোভা সোনার কমল
দেখা গেল···বাঁশবনে শিশির পড়েছে, তার চকচকে পাতা
সবুজ ছুরির মতো পাহারা রেখেছে যেন নিরিবিলি ঘাটে।

সাইকেল চলে গেল আরো দূরে হিজিবিজি গাছের আড়ালে···
জাম-জারুলের ডালে কিছু রোদ সোনালি ক্রমশ এসে গেল
থিয়েটারে ফোকাসের মতো।
মোরগ ডাকে নি, তবু চারদিকে জেগে ওঠে গ্রামের সকাল।

বৃক্ষ

থাকে সব, ফলের ভিতরে বীজ, বীজের ভিতরে আরো পত্রশাখা
সবুজ বাগান :
বর্ষার সজল হাওয়া জলকণা শ্রাবণ দুপুর মেঘছায়া
দিনের আড়ালে দিন···অনাগত কাল···
এইভাবে যথারীতি থাকে সব, প্রচ্ছন্ন অথচ প্রকাশিত।

ভেবে দ্যাখো: তাহলে শিকড় কত গভীরে নেমেছে, এই বৃক্ষশাখা
দূর প্রসারিত
অনন্তের দিকে কত ছায়াজাল রচনা করেছে, তুমি তার
পরিধি জানো না···এই জাগতিক বৃক্ষের শরীরে
সমস্ত আকাশ নীল নক্ষত্র-জগৎ নীহারিকা
রহস্যলতার মতো লগ্ন হয়ে আছে।

কালের গভীরে

এখনো রয়েছে যারা অনাগত কালের গভীরে···
বৃক্ষের শরীরে বীজ, নারীর শরীরে দূরে জন্মের আভাসে
আছে স্বপ্ন-কণিকায়, জীবনের মুগ্ধ উপাদানে ;
মাটি-জলে-বাতাসে এখন
যাদের উজ্জ্বল কোন রূপরেখা নেই, শুধু সম্ভাবনা আছে—

সুদূর কালের সেই প্রক্রম এখানে এসে, এই পৃথিবীতে
একদিন বুঝে নেবে ছায়াবীথি জ্যোৎস্না আলো
নতুন গ্রামের অধিকার···

আমরা তখন নেই—ডুবে গেছি অতীতের অন্ধকার হ্রদে
শব্দহীন, ম্লান কুয়াশায় :
অচেনা বসতি সেই বকুল পলাশ গ্রামে রাত্রির উঠোনে
লণ্ঠনের কাছে কিছু স্মৃতিকথা, সে কি আমাদের ?
অথবা তখন
প্রাচীন শহর থেকে ভাঙাচোরা প্রত্নের গভীরে
ছিন্ন কিছু ইতিহাস, অনাগত নতুন আঙুলে দেখা যাবে
শতাব্দীর পরিণাম শুধু।

লণ্ঠন

প্রকাশিত হয় খুব সামান্য বিষয়—কিছু ঘাস মাটি
নিচু বাঁশতলা,
মনসা কাঁটার বেড়া, তার পাশে হঠাৎ-পুকুর,
গ্রামের কুটীর কোন। উঠোনে সবুজ কলাগাছে
লণ্ঠনের ছায়া পড়ে···আলো সরে যায়···
ভাঙা মন্দিরের দিকে চকিত শিয়াল, আর বাদুড়ের পাখা
ঝটপট উড়ে যায় বনতলে শিশির ঝরিয়ে···

লণ্ঠনে দেখি না কোন চিরস্থায়ী ছবির ভুবন।

বিশাল নির্জন মাঠে নেমে যায় আরো এক লণ্ঠনের আলো :
শতাব্দী পেরিয়ে যত দূরে যায়—নিঃশব্দে আবার
অন্ধকার চলে আসে সমান গতিতে !
প্রাচীন সভ্যতাগুলি এ-ভাবেই অদৃশ্য হয়েছে পায়ে-পায়ে···
লণ্ঠনের পিছনে কোথাও !

ভুটান সীমান্তে একটি রাস্তা

দু'দিকে অরণ্যশোভা—পাল্লা দুটি খুলে গেছে,
অলৌকিক সবুজ দরোজা :

মাঝে ছায়াঘন পথ, ক্রমশ চলেছি দূর রহস্যের দেশে…
ওদিকে হঠাৎ
হাতির পিঠের মতো কালো পাহাড়ের সারি আকাশ ছুঁয়েছে,
নিশ্চিন্তে রয়েছে বসে মাহুতের মতো সাদা মেঘ।

সবুজ কার্পেট যত চা-বাগান সরে গেছে অনেক পিছনে :
হিমানী হাওয়ার নীল এখন দুপুর :
গাছের ছায়ার নিচে পড়ে আছে ইতস্তত সোনার কুসুম
রত্নাবলী রৌদ্র অপরূপ।

…ফুনসিলিং এসে গেল—অবিকল ছবির শহরে এলো জীপ।

কালিম্পঙে একটি সকাল

স্ট্রেচারে শায়িত
নীল রমণী…শীতল রাত্রির
মৃতদেহ…
তার মুখের ওপর সাদা কাপড়—ভোর !

আর পায়ের নিচে রক্তমাখা শিশু,
নতুন সূর্য !

একদিন বাগানে

একদিন স্মিতমুখে ওরা এসে বাগানে দাঁড়াবে :
ট্যাক্সি থেকে নেমে আসে যেমন উজ্জ্বল কোন
পিকনিকের দিন—
শীতল পানীয় কিছু হাতে নিয়ে, শতরঞ্জি পেতে
গ্রামোফোনে রেকর্ড ঘোরাবে নারী, যুবকেরা রৌদ্রে শিস দেবে,
লাল বল উড়ে যাবে জলাশয়ে মধ্যাহ্ন-সাঁতারে :
কোলাহলে দুপুর মাতাবে ঠিক এক ঝাঁক রাজহংস যেন…

আপাতত, ওদের চোখের সুখ চন্দ্রমল্লিকার শোভা
দৃশ্যমান করি :

বিরুদ্ধ কাঁকর-মাটি ছেনে কিছু সূর্যমুখী বীজ
রেখে যাই নির্জন বাগানে।

নিষিদ্ধ চোখের জল

[পুরুষ যেন মেয়েদের না কাঁদায়—স্বয়ং ঈশ্বর রাখেন তাদের
চোখের জলের হিসেব।—হিব্রু প্রবাদ]

চোখের ঝিনুকে কাঁপে দুঃখ-সাগরের জল, শুধু রমণীর?
পুরুষের ভাগ্য তবে অগ্নিগিরি, উড়ে যাবে বাষ্প-ধূম্ররেখা…
লাভাস্রোতে তরল আগুনে
জ্বলে যাবে বসন্ত ফুলের দেশ, ঘন ছায়াবীথি…
পার্বত্য পথের নিচে ঝরনা সেতু
সাজানো কাঠের খেলাঘর…
তাসের শহর যেন ছত্রখান সহসা হাওয়ায়!

শুধু পুরুষের দিন ভয়ংকর হবে, তার আকাশে জ্বলন্ত
লাল ছাই
অগ্নি ঝলকের যত বিভীষিকা নীলশিখা গলিত পাথর
প্রলয় রাত্রির মতো মেঘপুঞ্জ দেখা যাবে…
অথচ পাহাড়ে
কেন বিস্ফোরণ, এত দহন-দাহন জ্বালা কেন—
সন্ধান হবে না কোনদিন?
বিনষ্ট প্রেমের ছায়া, স্মরণীয় অশ্রুজল তার চোখে
কম্পিত হবে না অভিমানে?
শুধু রমণীর চোখে জল দ্যাখে—সে কেমন আশ্চর্য ঈশ্বর!

দেখা হবে

[মৃত্যু একটা কালো উট, যাত্রী তুলে নেবার জন্য দুয়ারে-
দুয়ারে পিঠ পেতে দেয়।—তুর্কি প্রবাদ]

কিছু অসমাপ্ত লেখা রেখে যাবো, টেবিলে কলম—
স্মৃতিচিহ্ন ছাইদানি,

সোনালি কঙ্কির শেষ কাপ।
শামাদানে মোমবাতি নিবু-নিবু সংকেতিত হাওয়া…
সে এসেছে—সে এসেছে—এই কথা স্পষ্ট বলে যাবে!
আমি তার সম্মোহনে নেমে যাবো নির্জন উঠোনে,
উঠোন পেরিয়ে দরোজায়।

তখনি সময় হবে? রক্ত থেকে ক্রমশ উত্তাপ
পারদের মতো রেখা চলে যাবে হিমাঙ্কের নিচে…
রোমশ আদিম এক ছায়া
অজানা রহস্যময় সেই উট দাঁড়িয়ে রয়েছে,
দেখা হবে বিজন আঁধারে!

আততায়ী

['তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল
পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।'…
কোরআন শরীফ : সুরা নিসা, ৭৮ আয়াত]

সৈনিক পুতুল সব দুর্গদ্বারে যথারীতি মোতায়েন থাকে—
মশালে রক্তিম আলো…আলো পড়ে প্রাকারে ও পরিখার জলে :
প্রধান প্রবেশ-পথ লৌহ সেতু সুরক্ষিত।
অথচ সহসা
মৃত্যুর সজল ছায়া এসে যায় কোনদিকে, নিচে দুর্গতলে!

সে যেন সুড়ঙ্গ থেকে উঠে পড়ে ভিতর প্রাঙ্গণে—আততায়ী!
অলিন্দে প্রহরী, তবু অন্ধকারে চলে যায় নির্দিষ্ট মহলে :
গুপ্তঘাতকের ছুরি শব্দহীন, কাজ করে আড়ালে কোথাও…
আশ্চর্য, দ্যাখে না কেউ তাকে!

অদৃশ্য পাথর

[কাঁচের ঘর ভাঙতে এক টুকরো পাথরই যথেষ্ট।—ফার্সী প্রবাদ]

জীবনের দৃশ্যায়িত শোভা যেন উদ্যানে রঙিন কাঁচঘর :
আঙুরলতার পাশে নগ্নদেহ জলপরী, মার্বেল ফোয়ারা…

দামেস্ক-গোলাপে দোলে প্রজাপতি, সুগন্ধ বাতাস...
আখ্‌রোট গাছের নিচে শোনা যায় বুলবুলের গান...
স্বর্গসুখ নেমে আসে কিছুকাল—সূর্যাস্ত বেলায়
তিন সখী প্রমোদ-ভ্রমণে।
জ্যোৎস্নারাতে, কখনো রবাব-বীণা বেজে ওঠে ইন্দ্রজাল সুরে।

সহসা নেপথ্য থেকে উড়ে আসে অদৃশ্য পাথর :
দুষ্ট বালকের হাতে—অর্বাচীন—সেই প্রিয় খেলা :
মৃত্যু ভাঙে ঝনঝন শব্দ শিহরিত সব লাল নীল
কাঁচের বাহার !

টাওয়ার অফ সাইলেন্স

শকুনের পাখা দ্রুত উড়ে আসে...শব্দের অতীত
আরো কিছু শব্দ আছে, জাগে তার কম্পন এখানে :
উচ্ছল জীবন থেকে প্রাণের রহস্য মুছে গেলে.
এত পূতিগন্ধ কেন চারদিকে ক্রমশ বিষাক্ত করে হাওয়া ?

কে আছো পিছনে, তুমি ভালবাসা ? অশ্রুমুখী হয়ে
কুন্তল খুলেছো কেন হাহাকারে, ধূলিম্লান দিনের বিষাদে !
বিদায়-সূর্যাস্ত দ্যাখো...আকাশের বক্ষ থেকে
আরো যেন মাংস খসে পড়ে...
আশ্চর্য, এখনো বুঝি শোণিতে হৃৎপিণ্ডে আছে লাল !

সংসার—বাসনা—সব ক্ষণস্থায়ী। শোকযাত্রা ফিরে চলে যায়
গোধূলি-আঁধারে শুধু জেগে থাকে শব্দময়
শকুনের অনিবার্য পাখা !

আমার ফটো

আমার প্রকৃত ফটো এক্স-রে প্লেটে দেখা যেতে পারে !
রহস্যজনক এক কঙ্কালের ছায়া,
দৃষ্টি-অবসান দুটি অক্ষিগোলকের নিচে শূন্যতা কেবল,
শূন্যতা ভীষণ আরো নাসিকা-গহ্বরে, সীমাহীন।

নিসর্গ কেমন, এই পৃথিবীর লাবণ্য কেমন, জলবায়ু
স্বাস্থ্যপ্রদ কিনা, তার পরিবেশ আবহমণ্ডল অনুকূল
প্রাণধারণের দিকে কত কিছু নির্মাণ করেছে—
সেই সব প্রশ্নের ওপরে
প্রেতের হাসির মতো জেগে আছে সাদা দন্তরাজি…
আমার প্রকৃত ফটো অস্থি-পঞ্জরের ফাঁকে অনন্ত আঁধার…
আর কোন নাম-রূপ নেই,
দ্বিতীয় উজ্জ্বল কোন পরিচয় নেই।
এই ফটো একদিন নিঃশব্দ মাটিতে আমি ফেলে রেখে যাবো।

টেলিফোনে এক রং-নাম্বার

আমাকে তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না কখনো,
আমিও নির্দিষ্ট কারো ঠিকানায় ডায়াল করি নি :
টেলিফোনে শব্দ শুনে রিসিভার যখন তুলেছি—
ভুল করে; হৃদয়জ কিছু কথা প্রথমেই বলেছিলে তুমি।

আমি কি প্রবীর, নাকি সমীরণ? অথবা দীপক?
তুমি অত উদ্দীপক গাঢ়স্বরে কাকে ডেকেছিলে?
পাতার আড়ালে ডাকে যেমন অদৃশ্য পাখি
বসন্ত-কোকিল—
তেমনি তোমার সুরে কিছুক্ষণ রাত্রির বাগান ভেসেছিল!

তুমি কি সুজাতা, নাকি দেবযানী? আমি তা জানি না :
জানি তবু, যৌবনের কণ্ঠস্বর এমনি বিহ্বল স্বরে ডাকে
বিনিদ্র রাত্রির টেলিফোনে,
যেন নিশিডাক দূরে—অন্ধকার দক্ষিণ হাওয়ায়!

যে আসে না, তার স্মৃতি, শুধু তার স্মৃতি কাছে আসে।

শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে

উধাও প্রান্তরে ধূধূ সাদা জ্যোৎস্না আর কালো শুশুনিয়া পাহাড়ের ছায়া
এমন রহস্যলোক নির্মাণ করেছে, যেন পৃথিবীর কুহেলী অতীত

এখনো অস্পষ্ট কিছু রয়ে গেছে…চৈত্রের গভীর রাতে ছিন্ন শালবনে…

আনন্দ বাদ্যের তাল শোনা যায় বহুদূরে শতাব্দীর পরপার থেকে :
দিগন্ত পেরিয়ে আসে হাওয়া, সে কি অরণ্যজীবন থেকে স্মৃতিস্বপ্ন আনে ?
সারাদিন সচকিত দুরন্ত মৃগয়া দ্রুত হরিণের পশ্চাদ্ধাবন…

আগুনে ঝলসায় সেই মৃগমাংস লোভনীয়, আরক্তিম অগ্নিশিখা ঘিরে
আদিম শরীরী নাচ কারা নাচে ? অজ্ঞাত ভাষার কোন উত্তেজিত গান
এখনো ধ্বনিত হয় বিশাল প্রান্তরে যেন, শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে…

সারারাত জ্যোৎস্না ঝরে ধুধু সাদা অপার্থিব, মহুয়ার সুগন্ধ হাওয়ায় ৷

ডিম

আমরা দেখি না, কত লাল-কালো পিপীলিকা বসতি গড়েছে
লতাপাতা অন্ধকারে, শিকড়ের অদৃশ্য আড়ালে চোরাকুঠি…
বৃক্ষের সবুজ দেশে
কোথায় রেখেছে তারা ডিম—
অথবা অচেনা কোন কুয়াশা কুহেলী নীল বনছায়া স্তব্ধভূমি
নদীর জগতে
নির্জন বালির নিচে মেছো-কুমিরের ডিম কোথা আছে, অজ্ঞাত গোপন…

কি জানি, প্রকৃতি তার কোন্ ছকে সাজিয়েছে প্রাণের আশ্চর্য এই খেলা :
উজ্জ্বল রঙিন সাপ ডিমের ভিতর থেকে কেন
ফণা তুলে উঠে আসে আগাছা-জঙ্গলে এই পৃথিবীর আনন্দ-মেলায়…
ডিমের রহস্য থেকে উড়ে এসে পাখিরা চঞ্চল গান গায়…
বর্ষার নতুন জলে রুপোলি মাছের ঝাঁক এসে
হলুদ স্রোতের টানে
কেন এত ডিম ছেড়ে যায় ?

মানুষ এসেছে সেই জটিল রহস্যময় জীবনের এক গতি-পথে :
ভেবে দ্যাখো, নারী তার সৃষ্টির গভীরতম শিল্প আয়োজন
কোথায় রেখেছে ?
সে-ই ডিম ! স্বর্গের সুষমা নিয়ে কিভাবে নির্মাণ করে জাতকের
নতুন শরীর !

তান্ত্রিক

নক্ষত্রলোকের দিকে উড়ে গেছে আকাশ-বিজ্ঞান বহুদূরে—
স্থির তবু পটভূমি এই মর্ত্যলোকে দ্যাখো জড়ি-বুটি
প্রাচীন মন্ত্রের কুহেলীতে :
বৃক্ষ বা পাথর পূজো, ভূত-প্রেত-পিশাচের বীভৎস ধারণা
অথবা গোপন কোন অভিচার তন্ত্রের সাধনা নরবলি
অবশ্য এখনো নিশি জেগে আছে, দগ্ধচিতা শ্মশানে কোথাও···

কতটুকু জানো তার শিকড় নেমেছে কত সহস্র বছর
অবচেতনার গূঢ় অদৃশ্য পাতালে :
মানুষের মুক্তি নেই, মোক্ষ সে পাবে না কোনকালে !
আত্মার ভিতরে আছে প্রবহণে এমন গভীর ছায়াজাল,
সে শুধু আচ্ছন্ন হবে চিরদিন আদিম বিশ্বাসে, ঘোর
মগ্ন তমসায় !

সভ্যতা যেখানে যায় সেখানেই জ্বলে চিতা, রক্তাভ কারণ-বারি নিয়ে
হা-হা অট্টহাসি হাসে একজন—অন্ধকার মন্দিরের পাশে !

একজন সাপুড়ে

অদ্ভুত মানুষ এক, ঝাঁপি নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যায়···
ছন্নছাড়া সারাদিন সাপের সন্ধানে থাকে একা :
ঝোপেঝাড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য রন্ধ্রের দিকে চেয়ে থাকে খুব
রহস্যজনক কোন সুতীব্র নেশায় ।

নেশা তো বটেই, তার বুকে নেই কোঠাবাড়ি সংসারের টান,
যেখানে পূর্ণিমা চাঁদ লক্ষ্মীর পাঁচালি আর ধান-গোলা আছে—
আশ্চর্য এমন, তাকে পোড়ো ভিটে ভাঙা সিঁড়ি
গুল্মলতা টানে···
প্রাচীন মন্দিরে কোন ইটের গহ্বরে দেখে নতুন খোলস
সে বড় আনন্দ পায়, জীবন্ত যমের ফণা
খুঁজে নিয়ে, মন্ত্রে করে বশ !

অথবা কখনো এক ভয়ংকর শঙ্খচূড় তাকে
ডেকে নিয়ে যায় মাঠে, খালে-বিলে, নির্জন বাগানে বহুদূর…
সমস্ত পৃথিবী তার জুড়ে আছে জড়ি-বুটি, তীব্র বিষ, মনসা
ঝাঁপান !

একটি সাপের মৃত্যু

জ্যোৎস্নারাতে এসেছিল নির্জন দীঘির ঘাটে, ঝিকমিক জলের রুপালি
খেলা তাকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ করেছিল—তাই কেয়াবন থেকে,
ছায়ার রহস্য থেকে নেমে এসেছিল ঘাটে একা,
হাওয়া নীল রাত্রির কুহকে।
অদূরে গৃহস্থ-বাড়ি, সেখানে মানুষ আছে অতিশয় ভয়ংকর প্রাণী :
সন্দেহ করে নি, তাই প্রাণের আনন্দে নেচে তুলেছিল ফণা…

সহসা এদিকে কোন নৈশকাজে এসে পড়ে বধূ—কালি-মাখা
লণ্ঠনের আলো খুব কেঁপে ওঠে—সাপ ! সাপ !—
শিহরিত চীৎকারে তখন,
বিস্মিত উঠোন থেকে ছুটে আসে আরো কোলাহল।

অতঃপর এসে পড়ে অব্যর্থ ইটের সেই তীব্র পরিণাম, ভাঙা শানে
হিলিবিলি আতঙ্কের কালো ডোরা গভীর মোচড় দেখা যায়…
শীতল রক্তের ধারা ধীরে-ধীরে মিশে যায় শব্দহীন জলে
জলজ ঝাঁজির কাছে
জ্যোৎস্নার ভিতরে চির সৌন্দর্যের দিকে !

দুঃখের বিরুদ্ধে কবিতা

[বাতাস বয়ে যায়, পাহাড় নড়ে না।—জাপানী প্রবাদ]

পাহাড়ের মতো আমি স্থির হয়ে আছি : দূরে, দিগন্ত রেখায়
জাগতিক দুঃখগুলি বারবার নিয়ে আসে দুর্যোগের ছায়া,
কখনো তুষার সাদা শীত-ছবি অরণ্যের স্তব্ধ ক্যানভাসে
দেখা যায়…সহসা কখনো
এখানে আবহাওয়া কাঁপে ভয়ানক বজ্রবৃষ্টিপাতে…

ঘোড়-সওয়ার কালোমেঘ হারে-রে-রে তাতার দস্যুর মতো
ছুটে আসে উপত্যকা থেকে…
তবু কোন ইন্দ্রজাল নিসর্গ রহস্য জাগে আমার ভিতরে :
ফোটে চেরীফুল, যেন প্রেমের কবিতা কিছু চির জীবনের—
দুরন্ত পিপাসা নিয়ে জেগে উঠি নিজের জগতে।

আড়ালে কোথাও আছে অদৃশ্য ভাগ্যের কাঠুরিয়া :
কখনো সে ঠক-ঠক শব্দে কাটে স্বপ্নের প্রাচীন বনরাজি
মেহগনি, দেওদার…
যত কাঠ ভেসে যায় ঝরনাজলে—তত খুঁজে দেখি
আমার হৃদয়ে আরো বৃক্ষবীজ, বসন্ত-দিনের গান
স্বর্গের বাগান আছে কি না!

দুঃখ আসে, তবু দ্যাখো. দুঃখে নত হয় না শিখর!

মানুষ অথবা গাছ

মানুষ অথবা গাছ—অমিল চেহারা—তবু নিসর্গ জগতে
প্রাকৃত নিয়মে সেই বেড়ে ওঠে সবুজ পল্লবে, কিছুকাল :
পাখি নিয়ে উচ্ছল বাতাসে খুব খেলা করে, কখনো জ্যোৎস্নার নীরবতা
ছুঁয়ে থাকে, পৃথিবীর স্পর্শসুখ গভীরতা অনুভব করে…
জীবন কি সঞ্জীবনী রসায়ন কাজ করে তাদের শিকড়ে।
ফোটে বর্ণময় ফুল, ঝরে বীজ, রেখে যেতে চায় কিছু উত্তরাধিকার…
মানুষ অথবা গাছ এভাবে সৃষ্টির গতি করেছে স্বীকার!

সহসা মৃত্যুর দাবি একদিন ঝলকিত কঠিন কুঠারে
এসে পড়ে পাদমূলে, কাঁপে তার সর্বাঙ্গ শরীর ডালপালা,
সেই চির বিদায়কালীন নীল নিস্তব্ধ দুপুরে বুঝি অহংকার
কিছুই থাকে না :
পুরনো আশ্রয় ছেড়ে শঙ্কিত পাখিরা ওড়ে বৃত্তের আকাশে,
চূড়া থেকে বাঁধা এক অদৃশ্য কাছিতে যেন টান পড়ে ধীরে…
সহজে শায়িত হয় মানুষ অথবা গাছ, অমিল চেহারা যাই হোক!

ঘাসের শিকড়জাল অবশেষে ঢেকে দেয় স্মৃতিবিদ্ধ শোক।

জল পাথর

পাথর এনেছি কিছু হরিদ্বার থেকে,
গঙ্গার হৃদয় থেকে কুড়িয়ে এনেছি স্মৃতি কিছু :
মধ্যরাতে, যখন নির্জন ঘরে সাদা জ্যোৎস্না নিরিবিলি হাওয়া
এসে খেলা করে—
তখন অদৃশ্য কোন জলস্রোত জেগে ওঠে নিঃশব্দ পাথরে !

ধুয়ে যায় নানা স্তর পলিমাটি, ধসে পড়ে বালি ও কাঁকর···
লুপ্ত কত জনপদ ছিন্ন স্মৃতিচিহ্ন গেছে রেখে,
পলকে বিকীর্ণ দেখি সব—
পুরাণ পবিত্র যত যজ্ঞভূমি, স্তব-গান, আশ্রম কানন,
নিহত পশুর যত শব
সব দেখা যায় যেন জলোচ্ছ্বাসে আকর্ষিত হয়ে···

জল ও পাথর দেখি পরিণাম—সভ্যতার সহজ বিলয়ে !

দার্জিলিঙ—জুলাই '৭৯

১

ঢালু পাহাড়ের গায়ে রুপালি মেঘের প্যারাসুট
ছড়িয়ে পড়েছে, আজ দার্জিলিঙে ফগের আড়ালে
যুদ্ধে ছুটে যাবে ব'লে দীর্ঘ গাছগুলি যেন সৈনিকের মতো
শব্দহীন দাঁড়িয়ে রয়েছে—

ক্রমশ অদৃশ্য হলো হিলকার্ট রোডের ওপরে ঘরবাড়ি :
ধূসর রহস্যময় সকালে এখন খুব চাপা উত্তেজনা,
পাখিরা নেপথ্যে পলাতক···
রৌদ্র গেছে আত্মগোপনের দিকে পর্বতের সানুতে কোথাও···
গভীর খাদের বুকে তাই স্থির চেয়ে আছে কিছু
নীলপুষ্প লতা !

২

টাইগার হিলের ছাদে বৃথা সূর্যোদয় দেখে জীপ
অরণ্য কুহেলী ছুঁয়ে নেমে আসে নিচে—

পথে বাতাসিয়া, তার বিখ্যাত কুশন থেকে নীলফুল
ছোট আলপিন
আঙুলে ফোটালো…স্মৃতি…কুয়াশার ভিতরে হঠাৎ
কার যেন প্রিয়মুখ, স্বপ্নরেখা একবার দেখা গেল দূরে :
রৌদ্রের চমক যেন রূপালি মুকুরে !
নীলফুল ছিল যার খোঁপায় কখনো একদিন…
তার কথা মনে পড়ে আজ এই ছায়াবৃত বিষণ্ণ সকালে।

৩

সরল পাইন দুটি মেঘশান্ত পাহাড়ের ফটো-এ্যালবামে
স্থির জেগে আছে :
ওরা কি প্রেমিক এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতরে কিছু
তন্ময় রচনা ?
মানুষ কখনো এত পরম ঘনিষ্ঠ হতে পারে না জীবনে :
পাখির স্বভাব তার স্বভাবে রয়েছে—তাই একজন
স্থির থাকে যদি,
মনে-মনে অন্যজন সরে যায় দ্বিতীয় পাহাড়ে !
বাতাসে বিষাদে শুধু খেলা করে স্মৃতির সবুজ ডালপালা…

৪

একজন এসেছিল এই পথ-রহস্যে কখনো ভোরবেলা :
উড়ন্ত মেঘের দেশে বৌদ্ধমঠে পিতল পতাকা,
এদিকে অস্পষ্ট কালো বনরেখা, কাকঝোরা, ঝরনার পাথরে
রজত জলের ক্ষীণধারা…
অথবা তুষারছবি কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে আনমনে চেয়ে
সে কি ভেবেছিল—আমি এই পথে একদা বিষাদে
এমন নিমগ্ন হেঁটে যাবো !
আমার চোখের নিচে তার চোখ, আমার পায়ের নিচে আজ
তার পদধ্বনি…

৫

কিছু বৃষ্টিজল দেখি সহসা নির্জনে ঝরে গেল :
যেদিকে নীলিমা ঘন উপত্যকা দেখা যায়—সেই দিক থেকে

এমন শূন্যতা আসে কেন ?
বড় অর্থহীন আজ মনে হয় বন্ধুদের পাশে যেতে-যেতে
প্রমোদভ্রমণ-কথা সব :
আসলে আমি তো একা, ওই দূর শিখরের মতো মেঘলীন,
যে আছে আকাশে ধুধু শূন্যতার সহজ নিকটে চিরকাল !
আমার নিঃশব্দ কথা গোপনে নির্জনে ঝরে যায়
অন্যদিকে, হাওয়ায়-হাওয়ায়···

৬

পাথরের সিঁড়ি থেকে নেমে আসে সুদূর অস্পষ্ট কোন নারী :
অথবা চোখের ভ্রম, কিছু নেই—ওখানে কুয়াশা খেলা করে—
স্তব্ধছায়া নীল ঝাউ গাছের ভিতরে
সাদা চকখড়ি মেঘ ছবি আঁকে রহস্য-লীলায় ।
সকলে দ্যাখে না, এই রেস্তোরাঁর পোর্সেলিন পেয়ালা-পিরিচে
সুগন্ধ চায়ের ঘ্রাণে ডুবে যায় গল্পের বিকেল কিছু রঙিন পশমে
বিদেশী রূপের দিকে চোখ যায়···সিগারেট জ্বলে· ·
বাইরে কুয়াশা ঘন পাথরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকে একা
গভীর রহস্যময়ী আরো কেউ, অথবা নীলিমা ।

৭

অন্তহীন উড়ে আসে শীতল বাষ্পের মতো মেঘ :
কোথায় অদৃশ্য খাদ কিছু দেখা যায় না এখন, কোন দিকে
দৃশ্যের নীলিমা নেই—শুধু সাদা—মৃত্যুর অতল ফাঁদ
নেমে গেছে আরো
তীব্র সাদা পার্বত্য পথের পাশে—শুধু এই জানি :
ব্যর্থ ভালবাসা তুমি ওদিকে যেও না, সরে এসো !
অলৌকিক হাতছানি রহস্যজনক দূরে ডাকে সারাদিন···
তুমি ফিরে এসে বসো এই ম্যালে, বৃক্ষের সবুজ
জীবনের কাছে ।

বিষতীর

যেমন শিকারী হও, ছিঁড়ে আনো ভয়ঙ্কর বাইসনের মাথা···
সুদূর আফ্রিকা থেকে গল্প ছুঁয়ে যাক কলকাতা :

অরণ্য-প্রদেশে কবে দেখেছিলে অন্ধকারে আবছা গরিলা,
সোনালি সিংহের লাফ দীর্ঘ মাঠে জেব্রার পিছনে ওড়ে ধুলি
তোমার ব্যারেল থেকে ছুটে গেছে মারাত্মক গুলি।

অথচ দ্যাখো না সেই বিষতীর—টান-টান ধনুকের ছিলা :
সুগোপন লক্ষ্যে তুমি রয়েছো মৃত্যুর চোখে ভেসে!
আমূল হৃদয়ে ঠিক বি'ধে যাবে অতর্কিতে এসে!

পটভূমি নীল হ্রদ, বেলাশেষ নির্জনতা, পাথরের টিলা…

রহস্য-দরোজা

পৃথিবীকে মনে হয় স্তব্ধ পাথরের মেঝে আর এক রহস্য-দরোজা—
নিহত শত্রুর শির, স্বর্ণরাশি, অবাধ লুণ্ঠনে অধিগত
দুরন্ত রূপসী নারী, দ্রাক্ষাসব, ধর্ষণ চকিত রাত্রি
ইতিহাসে এনেছিল কারা?
হাতে ছিল খরসান তরবারি বিদ্যুতের রূপালি ইশারা…
তীব্র কোলাহল কত জেগেছিল প্রাসাদে, প্রাঙ্গণে, কত শিহরণ
হত্যার প্রবাহে, অভিযানে…
তারপর অশ্বারোহী সেনাদল কোন এক ভগ্নসেতু থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিচে গভীর অনন্ত পরিখায়!

দিগন্তে ডুবেছে কবে সেদিনের জ্বলন্ত মশাল লাল-ছায়া :
পুরনো অস্ত্রের কালো মরিচায়, ছিন্ন প্যাপিরাসে,
কফিনে কেল্লায় আজ যতদূর দৃষ্টি ঘুরে আসে—
শুধু দেখা যায় কিছু ধুলোবালি, মাকড়সা সুতোর সাদা জাল।

রহস্য-দরোজা থেকে বহুদূরে অন্ধকারে তারা চলে গেছে কত কাল!

একদিন নিসর্গের কাছে

ফিরে যেতে হবে জানি একদিন নিসর্গের কাছে :
যেখানে অনন্ত মেঘ রূপালি বর্ষণ হাওয়া পর্বতের
হিমবাহ, শান্ত নীরবতা,

প্রাচীন সমুদ্র নদী অরণ্য-রহস্য আর দিগন্তরেখার প্রতিভাস…
সেখানে নিশ্চিত গতি মানুষের—যদিচ সভ্যতা কিছু তীব্র রসায়ন
যন্ত্রে ও জীবনে তাকে দিয়েছে বিশিষ্ট আয়ু, বিজ্ঞানের বোধি, ব্যবহার,
মৌচাকের মতো তার নগর-স্থাপত্যে খুব দেখা যায়
পার্থিব সোনালি যত মোম :
স্ফুট কোলাহল তবু ক্রমশ নিঃশব্দ দূরে চলে যাবে
অন্তহীন আকাশের নিচে।

এই গ্রহে প্রকৃতির চেয়ে বেশি জটিল রহস্য কিছু নেই।
ছিন্ন আগাছার মতো সমুদ্রে ডুবেছে কত রণতরী, হার্মাদের
জ্বলন্ত মশাল…
গহন পার্বত্যপথে অশ্বারোহী ছুটে গেছে বিদ্ধ-শির বল্লমে উঁচিয়ে…
তবু তো অনন্ত মেঘ রূপালি বর্ষণ হাওয়া স্তম্ভিত হয়নি কোনদিন।

ফিরে যেতে হবে সেই নিসর্গের শান্ত পদতলে!

ছিন্ন ছবি

বোধিবৃক্ষ ছায়াতলে ধ্যানস্থ বুদ্ধের ছবি যত মনে পড়ে,
তার চেয়ে আরো দীর্ঘ কাঁটাতার বিজলী প্রবাহ আর আতঙ্ক নীরব
বন্দীশিবিরের স্মৃতিকথা,
সবুজ পোশাকে স্থির প্রহরী দৈত্যের মুখে গূঢ় হাসি,
রক্তঝরা বেয়নেট মনে পড়ে—দিব্য-জীবনের অপমান।

কোন শুভচিন্তা নয়, এরোড্রোমে মধ্যরাতে কাজ করে দ্রুত চলাচল,
বিমান-নির্দেশ কিছু :
ভূপৃষ্ঠ নরক থেকে উড়ে যায় এক ঝাঁক অন্ধকার পাখি
গভীর আকাশে…
বিস্ফোরণ শব্দ জাগে বিপন্ন বন্দরে, ঝরে মৃত্যুবাণ
যেন সে আতশবাজি, ভয়ঙ্কর উল্লাসের খেলা…
জাগতিক সত্য জানে শুধু কিছু অ্যাসেল্যাণ্ট আর্মি আর রক্তাক্ত পরিখা·
বোধিবৃক্ষ ছায়াতলে সাদা বেলুনের মতো তাই নেমে পড়ে
ধূর্ত প্যারাসুট!

দেশে-দেশে বধ্যভূমি জেগে আছে :   অন্যতর স্থির অবসান :
বিষাক্ত গ্যাসের নীল চেম্বারে মানুষ তার শেষলগ্নে অনুভব করে
বোধি নয়, অন্য নীরবতা !
সভ্যতা চলেছে নিজ জটিল নিয়মে, তাই সহসা এখনো
ধুধু অগ্নিশিখা জ্বলে শস্যক্ষেতে, শান্ত গ্রামে, ভগ্নরেখা নগর-চূড়ায় ।
ধ্যানস্থ বুদ্ধের ছবি পৃথিবীতে বারংবার এইরূপে ছিন্ন হয়ে যায় !

এসো আনোয়ার

ওদিকে মসজিদ থাক—কিছুক্ষণ এসো আনোয়ার
আমরা দুজনে আজ হেঁটে যাই চিরন্তন প্রকৃতির দিকে—
যেখানে প্রসন্ন জল নদী আর বৃক্ষের সবুজ মেঘ স্থির হয়ে আছে
দূর মাঠে, উজ্জ্বল বিকেলে ।

আমার দুঃখের ভার তুমি নাও, তোমার যন্ত্রণা কিছু দেবে কি আমাকে
আনোয়ার ?   এসো আজ প্রাণ খুলে দুটো কথা বলি ।
দুজনে সংবাদ নিই, পৃথিবীর মূর্খ মানুষেরা
কত ব্যস্ত হয়ে আছে অর্থহীন রাজনীতি নিয়ে…
ধর্মসভা নিয়ে কত উত্তেজনা, পুলিস এসেছে থানা থেকে…
এই হাস্য-পরিহাসে কিছুক্ষণ মগ্ন হবো—এসো আনোয়ার !

এদিকে মন্দির থাক…দিগ্বলয়ে চলো আনোয়ার :
আমরা দুজনে আজ দেখে আসি নক্ষত্রের অনুপম শোভা,
আর সেই নির্জনতা, যেখানে সন্ধ্যার মাঠে আরো কিছু অনুভব আছে,
নদীজলে স্বচ্ছন্দ বাতাসে ।
এ-ভাবেই দিন যাক মুক্ত-জীবনের স্বাদ নিয়ে—

তারপর কোন এক শান্ত নীল বেলাশেষে এমনি সহজে
তুমি চলে যাবে একা নিঃশব্দ কবরে, আর আমি যাবো জ্বলন্ত চিতায় !

রংপোর পথে

এখানে অদ্ভুত কালো ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ের সারি—আর কিছু
অচেনা দেশের ছবি খেলনা সদৃশ বাড়ি-ঘর :

অরণ্যে উঠেছে হাওয়া ভয়-ভয়, মনে হয় সশব্দে এখনি
কোন এক দৈত্য এসে তোমাকে ঈষৎ ঝুঁকে তুলে নেবে
লুব্ধ করতলে যেন পুতুলের মতো !

অথচ তোমার মুখে অপরূপ আনন্দ আভাস—
উজ্জ্বল চোখের তারা অরণ্যভূমির দিকে স্থির চেয়ে আছে,
যেখানে রুপালি মেঘ অন্ধকার শিখর পেরিয়ে
দুধের ফেনার মতো নিচে নেমে আসে ।
এত মুগ্ধ হয়ে তুমি আমাকে দ্যাখো না কোনদিন,
এত অনুরাগে ।

এখানে বিস্ময়কর রংপোর দুপুরে আজ দেখা গেল
তোমার নিজস্ব রূপ, এখনো কিশোরী !
অবিকল তিস্তা নদী তুমি যেন, সরে গেছো নিসর্গের কাছে—

ধীবর

নিঃশব্দ জালের টানে উঠে আসে সামুদ্রিক শস্য—নোনা জলে
রুপালি মৎস্যের কিছু অনিন্দ্য ঝিলিক, কিছু মগ্ন কড়ি রঙিন ঝিনুক
দৃশ্যমান হয়, নীল পরিবেশে জলজ সুগন্ধ ভাসে, শুভ্র ফেন-রেখা
ছুঁয়ে যায় বাতাসে সীগল···

এমনি আশ্চর্য এক খেলা আছে চেতনার গভীর গোপনে :
নিঃশব্দ জালের টানে উঠে আসে সংগৃহীত শব্দ—লতাপাতা
সোনালি চিন্তার কিছু রম্য গাছ, স্বচ্ছ জলতল, কিছু অচেনা কুসুম
পরিদৃশ্যমান হয়, কবিতার শঙ্খরেখা অলৌকিক জ্বলে ওঠে যেন
জোনাকি-জলের ছায়া থেকে ।

সমুদ্র-তরঙ্গ আর হু-হু হাওয়া ছুটে আসে ধীবরের দিকে···

ছন্দক

রাজকীয় প্রাসাদের সিংহদ্বার রাত্রির ছায়ায়
ক্রমশ পিছনে সরে যায় :

নৈশ বনপথে দ্রুত চলমান ছায়া আরো, চলেছে ছন্দক—
তার পাশে
অশ্বের ওপরে প্রিয় প্রভু…

হীরক নক্ষত্রগুলি নতচোখে লক্ষ্য করে অজ্ঞাত গমন।

সংসারে সাজানো ছিল বরনারী, ঐশ্বর্য-বিলাস, মায়াজাল,
শিশু রাহুলের মুখে ঘুমন্ত সুখের মৃদু হাসি
সোনার প্রদীপে আজ প্রকাশিত ছিল :
তবু যে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ ক'রে প্রভু নির্জন নিশীথে
নিরুদ্দেশ-পথে একা চলে যান কেন—
সে-রহস্য গভীর,
অজানা !

ছন্দক জেনেছে কোন প্রশ্ন নয়, সে শুধু নিঃশব্দগামী ছায়া।

সম্রাট

কে তোমাকে মান্য করে—নদী বন বৃক্ষ বা পাথর ?
সমুদ্র আকাশ মাটি কোনদিন মুগ্ধ চোখে ফিরে
দ্যাখে না তোমার মুখ।
আংটিতে পরেছো কত মূল্যবান হীরা—
সে-কথা অগ্রাহ্য ক'রে নীল মাঠে উড়ে যায় সন্ধ্যার পাখিরা :
সুগন্ধ রুমালে নয়—হাওয়া জানে শান্ত ফুল-পাতার শিশিরে
আছে আরো দুর্লভ আতর।

বিফল সম্রাট তুমি, কোনদিন তোমার আদেশে
দিগন্ত পর্বতরেখা কুর্নিশ করেছে কাছে এসে ?
পৃথিবীর কোন তরবারি
ফেরাতে পারে না মেঘ, শালবনে জ্যোৎস্নার রূপালি ছায়া রাত—
নিশীথ-পতঙ্গ তার নিজস্ব গানের সুরে মগ্ন হয়ে থাকে…

হে প্রিয় সম্রাট, দ্যাখো, কী অজ্ঞাত-পরিচয় মনে হয় এখানে তোমাকে।

আসামের এক অরণ্যে

যখন বিপন্ন লরি থেমে গেল যান্ত্রিক কারণে, তার আগে
আশংকা ছিল না কিছু। চলে যাবো অরণ্য ছাড়িয়ে
দ্রুত— নিরাপদে—
এমনি বিশ্বাস ছিল বুঝি, তাই অন্ধকারে হঠাৎ দাঁড়িয়ে
মনে হলো অদ্য শেষ-রজনীতে অতর্কিত বাঘে
এবং মানুষে সেই খাদ্য-খাদকের খেলা হবে!

তখনি আশ্চর্য দেখি অন্যদিকে জাগতিক সত্য জাগে মনে :
সামান্য খাদ্যের বেশি এই রক্ত-মাংসে আর কিছু
নেই—পরিচয়ে—
মৃত্যু সে বাঘের মতো আসে না কি বৃক্ষের আড়ালে, পিছু-পিছু?
কোন ডাকবাংলো নেই পৃথিবীতে, নিশ্চিন্ত গোপনে
এবং মদিরা হাতে যেখানে আশ্রয় নিতে পারি!

চিন্তা থেকে ফিরে আসি : আবার নিশ্চল লরি গর্জে ওঠে বনে—
অবিকল জীবনের প্রিয়শব্দ যেন—মনে হয়!

কুরুশ-কাঠি

তুমি নেই— তখনো প্রকৃতি
সবুজ পশমে কাজ করে…
জেগে ওঠে বনের শিখরে
লতা, পাতা, দোয়েলের গান—

তুমি যাকে মনে করো কৃতি,
বাড়ি-ঘর দু'কাঠা বাগান…
সব ঝরে, ছায়ার ভিতরে
ভেঙে পড়ে পুজোর দালান।

ক্রমশ হারিয়ে যায় স্মৃতি :
সাপের খোলস কিছু নড়ে,
ঢেকে যায় ধুলো বালি খড়ে
ভাঙা সিঁড়ি, উঠোনের শান।

থাকে জল বাতাস প্রভৃতি
কোন এক গভীর শিকড়ে :
তুমি নেই—তখনো প্রকৃতি
কুরুশ-কাঠিতে রাখে টান—

রেখে যাও

বিনষ্ট করো না—রেখে যাও :
এই সব জলচর প্রসন্ন পাখির মেলা,

নীল হ্রদ,
সবুজের দিব্যশোভা উপত্যকা,
দেবদারু ছায়া, বনভূমি,
যেখানে যেমন আছে রেখে যাও নিসর্গ-জগৎ।

স্বর্গপৃথিবীর আলো আজ এই সোনালি সকালে
তোমার হৃদয় ছুঁয়ে যাক।
জলজ কুসুম
দ্যাখো কত বিশ্বাসে ফুটেছে—
ছিন্ন শিহরণে যেন বিবর্ণ করো না রূপশোভা,
অপলক
চোখের আনন্দে শুধু দৃশ্যগত গভীরতা
অনুভব করো,
যেখানে যেমন আছে রেখে যাও নিসর্গ-সুষমা।

তুমি চলে গেলে,
এই নীল জলজ কুসুম হ্রদ উপত্যকা সবুজ প্রবাহ
তখনো উজ্জ্বলতর দেখা যাবে পাহাড়ের কোলে ;
অমলিন—সব রেখে যাও।

নদীতে একা মাঝি

এখনো রতনলাল গঞ্জ থেকে ফেরে নি—আঁধারে
উড়ন্ত জোনাকি আর কালো জলে লণ্ঠনের ছায়া-আলো কাঁপে.

রাত্রি কত হলো, হাওয়া শীত-শীত, তীরবর্তী গাছে একদিকে
বাদুড়ের শব্দ গতি জেগে উঠে আবার নীরব…

কেন যে রতনলাল অসম্ভব দেরি করে—অন্যদিকে চরে
অস্পষ্ট কুয়াশা জমে, রাত্রি কত হলো, চেনা তারা
পশ্চিমে সরেছে আরো। অন্ধকার ধীরে-ধীরে নিদ্রা হয়ে এসে
ছুঁয়েছে চোখের পাতা, একা মাঝি নির্জন নদীর পরিবেশে
নৌকোর পৃথিবী থেকে নেমে যায় স্বপ্নের জগতে…

ওদিকে রতনলাল গঞ্জ থেকে ফেরে নি এখনো…

মুকুটমণিপুরে : মধ্যাহ্ন ছায়ায়

মধ্যাহ্ন ছায়ায় ঘন শালবনে এক লক্ষ বছরের হাওয়া
সবুজ নেপথ্যে কিছু অলৌকিক কথা বলে গেল :
যে শুধু আমার শ্রুতি শিহরণে চকিত বিষাদ—
পাহাড়ের ঢালে দেখি অন্ধকারে ঝরে যায় শব্দহীন
ঘুরন্ত পাতার মতো দিবসের আয়ু।

মধ্যাহ্ন ছায়ায় এত গভীরতা, নীল দৃশ্যপট এত কাছে,
অথচ অনন্ত দূর আকাশ-বিস্তারে তার প্রবণতা
তার প্রবহণ।
অদৃশ্য জলের মতো ধ্বনিময়, অতল নির্জন নীরবতা
মিশে আছে এক স্রোতে বালি-পাথরের কারুকাজে।

মধ্যাহ্ন ছায়ায় আমি কী সহজে নিমজ্জিত আজ!
আমার অস্তিত্ব নেই—ছিন্ন প্রজাপতি যেন বর্ণহীন,
একা,
জীবনের এই সুখ-রৌদ্র-আলো কম্পনের মায়ারেখা থেকে
মুহূর্ত-কালের খাদে ঝরে গেছি কবে একদিন—

শুধু আছে শালবন, সবুজ নেপথ্য আর চারদিকে
এক লক্ষ বছরের হাওয়া!

পাখিরা অরণ্যে আছে

পাখিরা আশ্চর্য সুখী, সবুজ অরণ্যে বসবাস :
বাতাসে স্বচ্ছন্দগতি—প্রান্তরে প্রসন্ন চলাফেরা—
কখনো আনন্দ-স্রোতে দিগন্তের নীলিমায় ভাসে,
তাদের উন্মুক্ত পাখা প্রকৃত উজ্জ্বল স্বাধীনতা
ব্যবহার করে রৌদ্র ছায়া মেঘ চিত্রিত আকাশে।
সুকণ্ঠ-গানের মতো ছন্দময় পাখিদের কথা
ঝরে যায় ঝরনাজলে নির্জন পাহাড়ে মাঠে ঘাসে।

পাখিরা যেখানে থাকে, সেই দেশ স্বপ্নজালে ঘেরা :
তাদের অরণ্যে দোলে স্বর্ণচাঁপা বসন্ত-পলাশ…

পাখি হলে মগ্ন হতো গভীর নিসর্গে এই প্রাণ :
জটিল সভ্যতা থেকে দূরদৃশ্যে—অন্য অনুভবে—
জীবনের মুগ্ধ খেলা সামান্য শাখার ছোট ঘরে :
সঞ্চয়-বাসনা শুধু খড়কুটো—বাতাসের টান
যে-বাসা নিঃশব্দে টানে—ছুঁড়ে ফেলে দুঃখের ভিতরে।
তখনি আনন্দ আরো, ক্ষতি নেই, অন্য বাসা হবে!
আছে মুক্ত পৃথিবীর অজস্র অরণ্য, আলো, গান।

পাখিরা আশ্চর্য সুখী, সুন্দর জীবনে বাস করে :
স্বর্গছবি এঁকে যায় প্রান্তরে তাদের ধূলি-স্নান…

নীল পাহাড়ের পাশে

মেল ট্রেন থেমে গেছে অচেনা স্টেশনে, নীল পাহাড়ের পাশে
এখন নিঃশব্দে যদি শান্ত মাঠে নেমে যাই, কী যায় কী আসে?
পিছনে থাকে না কোন স্পর্শছায়া চিহ্নরেখা—এমন পাথরে
পা ফেলে অলক্ষ্যে যাবো, আমাকে ডেকো না আর মিথ্যা নাম ধরে

বড় দীর্ঘ অভিমানে বেলা গেল, হায় প্রেম, তোমার হৃদয়ে
হীরক জলের ধারা ছিল না—দৃশ্যত ছিল রৌদ্র বালুরাশ—

আমার জীবনে তাই সারাক্ষণ বেজে গেল দিক্‌শূন্য বাঁশি।
কোথাও বসি না স্থির মাটিতে শিকড় গেঁথে বৃক্ষছায়া হয়ে।

এখন আকাশে কিছু স্বপ্ন-ভাঙা শেষ স্মৃতি রাঙামেঘ ভাসে :
মেল ট্রেন নড়ে ওঠে অচেনা স্টেশনে নীল পাহাড়ের পাশে—

কবির জন্ম

উত্তরে জঙ্গল-কাঁটা, ঝিরিফুল হলুদ-গোলাবী,
দীঘির নির্জন জলে কঞ্চির ওপরে মাছরাঙা,
তেঁতুলের বৃত্তছায়া, কয়েত বেলের ঘনঘটা :
বিস্মিত কিশোর এক ছুঁড়ে মারে ব্যর্থ ঢিল ক'টা—
কিন্তু উঁচু ডাল আর দুপুরে ভৌতিক রৌদ্রে ডাঙা
ঘোরায় অদৃশ্য সাদা আঁচলে রহস্যময় চাবি!

দক্ষিণে প্রবেশ তাই। সেদিকে আশ্চর্য এক নদী—
কংসাবতী প্রিয় সখী, তার বালি-দুর্গের প্রাকারে
জ্বলে অভ্র-হীরা আলো, স্বপ্নের পৃথিবী নেমে আসে :
অশ্বত্থ পাতার ঘূর্ণি ঝরে পড়ে ঝলক বাতাসে...
কল্পনার সূত্র জাগে স্বগত সংলাপে, নদী-পারে
সেই সন্ধিক্ষণে পথ খুলে দেয় কাল নিরবধি!

রতন বাগদীর বৌ

চন্দন-সিঁদুরে শেষ প্রসাধন, অশ্রুজলে বিদায় ছিল না :
ছিল বুঝি তীব্র অবহেলা—
চিতাগ্নি জ্বলে নি তাই, নির্জন নদীর ধুধু চরে
ঘোরসন্ধ্যা জল বালি হাওয়ার ভিতরে
অন্ধকারে পড়েছিল একা যেন শীতল প্রতিমা তার শব।

নদীর এপারে দীপ, পরিচিত সান্ধ্যশোভা, সংসারের খেলা,
মন্দিরে আরতি, নহবত :
অথচ ওদিকে কত ভয়ানক নিঃশব্দ জগৎ!

তবু তার অবিন্যস্ত চুলে
ক্ষণিক আশ্চর্য শোভা জোনাকির নীল অগ্নিকণা
জ্বলেছিল মুহূর্তের ভুলে··
তারপর এসেছিল রাত্রির শৃগাল—গাঢ় মেদ মজ্জা
শোণিতের মূলে।
রৌদ্রলীন বালুচরে পরিণাম দৃশ্য ছিল আরো কিছু দিন :
রক্তপলাশের মতো রাঙা হাড়···অবয়বহীন···

নদীর ভিতরে এক জনহীন রহস্যময়তা
প্রথম দেখেছি আর জেনেছি এ জীবনের গূঢ় নশ্বরতা।

মানুষের বাড়ি

মানুষের কিছু বাড়ি উড়ন্ত মেঘের পাশে পর্বতে ছড়ানো
ঝরনা-সিঁড়ি ছায়াকালো রহস্যের নিবিড় জগতে—
কিছু বাড়ি দীর্ঘ মাঠে, দেবদারু বৃক্ষের পিছনে
শান্ত গোধূলির নীল কুহেলী জড়ানো।

সমুদ্রের তীরে যদি আলোক-নক্ষত্রমালা নগর বসতি,
গভীর অরণ্যপথে তবে কোন ক্ষীণ গ্রামরেখা
জ্যোৎস্নালোকে মনে হয় জলরঙ ছবির আভাস।
মানুষ সর্বত্র আছে—কিন্তু তারা একা :
নানা জাতি ভিন্ন-ভাষা সুদূর অতীতে ছিল, অথবা সম্প্রতি
যারা আছে—কোনকালে কোথাও ঘনিষ্ঠ তারা নয়।

ইতস্তত বাড়িগুলি অচেনা দ্বীপের মতো মাত্র দেখা হয়।

মহীশূরে : এক অরণ্যপথে

নিঃশব্দ গাছের ঘন সবুজ জানালা থেকে পাখি
লক্ষ্য করে আমার গমন :
পথ সুনির্জন, আর দুপুরের দৃশ্যে আমি যেহেতু একাকী
প্রবেশ করেছি, তাই পাখিটা অবশ্য কিছু সন্দেহপ্রবণ।

পূর্বতন কোন স্মৃতি হয়তো সতর্ক করে তাকে :
সম্ভবত মনে পড়ে তার
হত্যার ঘটনা কিছু—বনে এসে মানুষ বন্দুকে হাত রাখে,
ছিন্ন করে লতা ফুল, গাছের শরীরে গাঁথে নির্লজ্জ কুঠার।
পাখিটা মুহূর্তে তাই উড়ে গেল তির্যক্ বাতাসে·

এ ভাবেই মানুষেরা সহজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়
গাছ পাখি নিসর্গের মধুর সম্পর্ক থেকে—
তারা ফিরে আসে
বন্ধুহীন ঘরে—একা বনপথে পৃথিবীর সন্দেহ-রেখায়।

দংশন

শুয়েছিল কোন এক শান্তছায়া দেবদারু বনে :
নিস্তব্ধ গাছের নিচে কিছু আলো কিছু অন্ধকার
বিকেলের রহস্য-রেখায়,
দৃষ্টি-বিভ্রমের মতো দৃশ্যে বা অদৃশ্যে ছিল একাকার হয়ে
ঘুমন্ত সোনালি ফণা তার।

তখনি ঘটনা : আমি অন্যমনে চলে গেছি তার খুব কাছে—
আমার নিয়তি ছিল স্পষ্ট দিক্-ভুলে :
চকিত বিদ্যুৎ তাই সোনালি চক্রের মতো এসে
দংশন করেছে তীব্র, পায়ের আঙুলে···

সমস্ত জীবন সেই নীল বিষে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আছে!

সবুজ পাতার নিচে

গভীর সবুজ পাতা সমস্ত হলুদ রঙ অস্বীকার ক'রে
হেসে ওঠে পার্বত্য পথের চারদিকে,
নাকি হাওয়া, অনন্ত নবীন তার কণ্ঠস্বর বৃক্ষের পিছনে···

আমি সাড়া দেবো কাকে? বৌদ্ধপুঁথি ভীষণ হলুদ—
গুম্ফার ভিতরে এক রহস্য-জগৎ, তার বিসর্পিল রেখা

চিত্রিত দেওয়াল, হিম গর্ভগৃহে প্রাচীন দেবতারূপ—সব
মৃত-মোহ, বিষণ্ণ হলুদ ভয়ানক।
পাথরে গহ্বরে বহু শতাব্দী কালের ছায়া প্রবেশ করেছে···
অথচ প্রাঙ্গণে কত উজ্জ্বল পাতার গাঢ় তৃষ্ণা, আহা,
অফুরন্ত পৃথিবীর লাবণ্যজীবন
আরো কিছু শাশ্বত লক্ষণ জ্বলে রৌদ্রালোকে, বৃক্ষের জগতে···

নির্জনতা! আমি ওই সবুজ পাতার নিচে যাবো।

মাউন্ট জাও

আগ্নেয়গিরির মুখে এখন আশ্চর্য এক স্নিগ্ধ জলশোভা—
প্রাচীন দিনের কোন লাভাস্রোত, অগ্নিনীল শিখা,
শিখরে স্ফুলিঙ্গ-মেঘ শিহরণ,
জ্বলন্ত বাতাস নেই আর :
এখন প্রসন্ন জলে খেলা করে ছায়া, আলো সন্ধ্যা-তারকার।

হৃদয়! কখনো তুমি দীর্ণ হয়েছিলে এই মাউন্ট জাওয়ের মতো
একা :
গভীর রহস্যতলে, তোমার ভিতরে
একদা নিরুদ্ধ প্রেম, তৃষ্ণা, দাহ, ব্যথার বিচিত্র উপাদান
গাঢ় বিস্ফোরণে যেন চূর্ণ করেছিল নীলশৈলরেখা
স্তম্ভিত পাষাণ—
ঊর্ধ্বশিখা, তীব্র অভিমান যত ক্রমান্বয় উঠেছিল জ্বলে—
তবু নিষ্ফলতা। সেই অস্থির দিনের অবসানে
শূন্য আকাশের নিচে আজ
জীবনের জ্বালামুখে জেগে আছে বিষাদনির্জন জলাশয় :
জলের ওপরে কাঁপে স্মৃতিনক্ষত্রের ছায়া—আর কিছু নয়!

শনির আকাশে

অনন্ত আকাশপথে ভেসেছে নিঃসঙ্গ ভয়েজার!
নীলবিন্দু পৃথিবীর মানব-সভ্যতা দূর অন্ধকারে

অপসৃত হয়—
জ্যোতির্ময় ছায়াপথে অসংখ্য বিশ্বের রূপাভাস,
নীহারিকা চির স্বপ্নময়
এখন উজ্জ্বল আরো।   দূরে—দূরে—জেগে ওঠে নতুন আকাশ।

মানব-চেতনা থেকে জন্ম নিয়ে অনন্তে উড়েছে সাদা হাঁস!

ক্রমশ প্রবেশ তার গভীর রহস্যময় শনির আকাশে:
ঘূর্ণিত গোলক কিছু অপরূপ—উপগ্রহ টাইটানের মুখে
অন্য জগতের কোন জ্যোৎস্নার মাধুরী!
অপার্থিব অন্ধকারে ভেসে যায় মাইমাসের ছায়া…
অন্য দিকে, শনির দিগন্তে উঠে আসে ডাইওন…

সহসা বিচিত্র একি ইয়াপেটাসের মায়ালোক?
ভয়েজার দৃশ্য দেখে, নতুন বিস্ময়ে জ্বলে তার যন্ত্র-চোখ:
মাটি নয়, অর্ধ-গোলকের দিক অ্যাসফাল্ট সদৃশ কিছু
পদার্থের আবরণে ঢাকা,
বিপরীত গোলার্ধে তুষার…

মানব-পৃথিবী থেকে আশ্চর্য আকাশপথে গুপ্ত দুটি পাখা
চলেছে—চলেছে, দূর অনন্তে চলেছে ভয়েজার!

ক্রমশ সম্মুখে এলো সেই সব সুবিখ্যাত রহস্য-বলয়:
রেখার ভিতরে রেখা, পুঞ্জ বলয়ের শোভা কাঁপে।
রক্তিম বর্ণের বুকে সুগোপন—প্রথমে অজস্র মেঘমালা,
তার নিচে অনবদ্য বরফের স্তর:
পুনশ্চ তরঙ্গমেঘ আরো নিচে, শূন্যে প্রসারিত…
এই চির বৃত্তরেখা জেগে আছে অন্তহীন কালে।

শনির বলয় ছুঁয়ে দ্রুত চলে গেল ভয়েজার!
এবার নিঃসঙ্গ পথে—ইউরেনাস—লক্ষ্য বুঝি তার।

জাপানী সন্ধ্যা

হ্রদের আকাশে ভাসে সূর্যাস্ত মেঘের ছবি—সোনালি ড্রাগন—
এদিকে পাহাড়ে
দেবদারু বনশ্রেণী। স্বর্গের নীলিমা।

বিজন উদ্যানে হাওয়া বেজে ওঠে তিন-তার সামিসেন যেন :
পদ্মের আসনে ধ্যানী অমিতাভ বুদ্ধ, তাঁর
প্যাগোডার পথে
জাপানী রূপসী এক সন্ধ্যা এলো—অঙ্গে নীল ছায়ার কিমোনো!
সন্ধ্যা বুঝি দেবদাসী, আশ্রম-তরুণী? তাই
মঠের প্রাঙ্গণে
কাগুরা-নৃত্যের প্রিয় ছন্দে জেগে ওঠে তার শ্রদ্ধা নিবেদন।

বনের শিখরে
ক্রমশ উজ্জ্বল হয় রূপালি লণ্ঠন…

আর্কিমিডিসের শেষ দিন

সেনাপতি মার্সেলাস বলেছিল—আর্কিমিডিসের প্রতি যেন
কোনরূপ অসম্মান দেখানো না হয়—
অথচ সমুদ্রতীরে রোমান বাহিনী এসে কীভাবে দাঁড়ালো!
নিয়তি-নির্দিষ্ট ছিল সাক্ষাতের বিশেষ সময়?

বিধ্বস্ত নগরী সেই সায়রাকিউজে…
আত্ম-সমাহিত এক মনীষীকে যখন পেয়েছে তারা খুঁজে,
সেখানে তখন ছিল স্নিগ্ধ হাওয়া, সিন্ধুপাখি, শান্ত বেলাভূমি।
সৈনিকের চোখে তবু শ্বাপদ দৃষ্টির রক্ত-আলো!

বালিতে অঙ্কিত ছিল জ্যামিতিক ছবি—
কী যেন রহস্যময় অভিনব রচনা-সংকেত, কিছু রেখা;
বর্বরতা বোঝে না সে মৌনভাষা, প্রতিভার গূঢ় স্বপ্নলেখা:
সে শুধু সন্ধান করে জড়রাশি, বস্তু-পরিচয়।

সৈনিক দাঁড়ালো এসে আর্কিমিডিসের কাছে, চিত্রিত গণিতে :
পাখিরা সহসা কিছু আতঙ্কে উধাও…
তখন প্রার্থনা যেন কুসুমকোমল : 'আহা, বৃত্তটি আমার
বিনষ্ট করো না, সরে যাও—'

সে-মুহূর্তে সৈনিকের—কোন দিব্য প্রতিভার নয় :
চকিত আঘাতে তাই বর্শামুখে বিদ্ধ হলো অমল হৃদয় !

কোন এক সতীদাহ

অধ্যাপক দেখালেন—'এই সেই নষ্টদীঘি গ্রামের শ্মশান :
এখানে কখনো এক সতীদাহ হয়েছিল, বহুকাল আগে,
আমার প্রপিতামহ তখন বালক'…

সহসা আশ্চর্য, সেই কথার ভিতরে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার,
ভয়ানক দৃশ্য দেখা যায়—
তীব্র জোড়াঢাক যেন বেজে ওঠে জলে-স্থলে, চতুর্দিক জুড়ে !
ছুটে আসে কৌতূহলী প্রাচীন জনতা সব ছায়ামাঠ থেকে .
মুহূর্তে অদূরে জাগে হত্যার গভীর কোলাহল…
বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি—কোন এক অষ্টাদশী নারী,
আঠারো বসন্ত তার শিমুলের মতো
শাঁখায়-সিঁদুরে লাল, চেলি লাল, বাসনার মতো লালশিখা
সতী হতে চেয়ে হলো ভস্মের পুতুল !

বনান্তরে উড়ে যায় দগ্ধ ধূমরেখা আর অগ্নি-হাওয়া কিছু…

কচ্ছপ

জীবন্ত সজল দুটি কালো চোখ, বিপন্ন প্রাণের
রুদ্ধ অভিমান যেন লক্ষ্য করে পরিপার্শ্ব সব :
হলুদ ডিমের পাশে নষ্টশিরা রক্তমাখা-জল—
কচ্ছপ জানে না তার শরীর বিচ্ছিন্ন কেন হয় ।

সন্ধ্যার বাজারে, লুব্ধ মানুষের গুঞ্জন বলয় :
পাল্লার ওপরে যত মাংস ওঠে—বিস্মিত নীরব

কিছু প্রাণ-সত্তা কাঁপে—অন্ধকার এখানে অতল।
কোন দূরস্মৃতি তবু জাগে নাকি সমুদ্র-স্নানের?

রৌদ্রশান্ত বালিয়াড়ি···সে জগৎ এখন কোথায়?
ক্রমশ করুণ চোখ যন্ত্রণা-শোণিতে ডুবে যায়।

হলুদ পাখি

একটি হলুদ পাখি জলের ওপরে বাঁকা ডালে
স্থির বসে আছে—শুধু জলে ছায়া কাঁপে।

মনে হয় এ-ভাবেই অস্থির হলুদ-ছায়া থেকে
অন্য দিকে নয়ন ফেরালে
প্রকৃত সত্যের দেখা পাবো।

যাবো। এই জলরেখা দৃষ্টির বিভ্রম নিচে রেখে,
হলুদ পাখির দিকে যাবো।

ব্যর্থ বকুল

চল্লিশ বছর দূরে বকুল গাছের স্নিগ্ধ ছায়া···

কে তুমি বালক, আজ রৌদ্রাকীর্ণ পথে একা চলেছো কোথায়?
মগ্ন খেলাঘরে কোন বালিকার কাছে কিছু প্রতিশ্রুতি আছে,
দেবে ফুল, ওই স্বপ্ন ছায়ার বকুল?
তুমি কি জানো না, সব প্রতিশ্রুতি নৈঃশব্দ্যে হারায়:
হাওয়া চুরি করে বন-সুগন্ধ, শিকড়ে লাগে
সময়ের টান—
চল্লিশ বছর দূরে তুমি কি এখনো পাবে বকুল বাগান?

রৌদ্রে কোথা যাও একা? নেই কারো নম্রমুখ, অসম্বৃত চুল··

বৃক্ষটি দ্যাখো

ওই যে বৃক্ষটি দ্যাখো, পথে স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—
পৃথিবী দিয়েছে ওকে সৌন্দর্যের বীজ,

গোপন শিকড়ে প্রাণ-রহস্যের পরিশুদ্ধ ধারা :
বৃক্ষ ঘিরে আছে তাই রৌদ্র হাওয়া পবিত্র পাখির সরলতা।
ওখানে জীবন কত শান্ত, নিরুদ্বেগ।
ওখানে সহজ বৃষ্টি মেঘ।

এদিকে মানুষ এক ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছে—
জীবন-পদ্ধতি বহু কৌশলে জটিল,
নগর-যন্ত্রের যত কঠিন পিস্টনে পিনিয়্যানে
তার রক্ত স্বেদ শান্তি পরমায়ু ক্রমশ নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়।
এখানে আকাশ কত বিবর্ণ, মলিন।
এখানে সময় স্বপ্নহীন।
অথচ বৃক্ষেরা? চির সবুজ আনন্দে বেঁচে থাকে…

ফড়িং

পারে
সামান্য ফড়িংও পারে দারুণ সৌন্দর্য এনে দিতে,
নিরিবিলি পদ্মের পাতায় :
শরৎকালের হাওয়া সঞ্চারিত অদ্ভুত বিকেলে
জলজ ঘাসের শীষে সাদা আলো রৌদ্র ঝরে যেখানে, শীতল
রুপোর প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠে ঝিকিমিকি জল…
সেখানে ফড়িং
সহসা অদৃশ্য থেকে উড়ে এসে দৃশ্য ছুঁয়ে যায়।

নির্জন মাঠের পাশে সাদা মেঘ শান্ত ছবি নয়ানজুলিতে
অন্য কোন রূপের জগৎ
অবশ্য লুকানো আছে, আমরা জানি না তার পথ :
আমরা যে মাঠে যাই সেই মাঠ সন্ধ্যার আঁধারে
ডুবে থাকে দৃশ্যহীনতায়।

আংটির পাথর থেকে

আংটির পাথরে শনি, শুক্র বা মঙ্গলগ্রহ নিয়ন্ত্রিত হয়—
মনুষ্য-সমাজে আছে বিচিত্র ধারণা :

পৃথিবীতে তাই কোন দুর্ঘটনা নেই, কারো মৃত্যুশোক নেই,
বাতাসে শ্মশান-গন্ধ নেই—
অমর সংসারে তারা শুভ তিথিযোগে করে গ্রহদোষ শান্তির
সাধনা।

বিশ্ব-প্রকৃতির কোন অপরূপ নিয়ম-শৃঙ্খল থেকে নয় :
আংটির পাথর থেকে আসে আয়ু, স্বাস্থ্যসুখ, ধন-পুত্র সব—
পলকে আনত হয় শত্রু, সর্পফণা !
তাই নানা গুপ্তবিধি জ্যোতিষ গণনা এত সম্মোহিত করে…

মানব-সভ্যতা তার সৌভাগ্য চিনেছে কিছু অদ্ভুত পাথরে !

চক্র

বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি মুগ্ধচোখে—
জল-মাটি-প্রস্তরের চক্র ঘোরে : তবু কত স্থির দৃশ্যপটে
অরণ্যজগৎ আর মেঘলগ্ন শৈলশিরা জেগেছে এখানে !
মানুষও জেগেছে তার জীবন-সংগ্রাম নিয়ে
সামুদ্রিক প্রাণীর অদূরে,
যূথবদ্ধ পশু আর গগন-পক্ষীর প্রতিবেশে…
কেন ? এই বিপুল সৃষ্টির এত অনিবার্য জাগরণ কেন ?

বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি স্তব্ধচোখে—
জল-মাটি-প্রস্তরের চক্র ঘোরে : তাই কি অস্থির দৃশ্যপটে
অসংখ্য বিনাশ, বহু ধ্বংসধারা, অশনি-ঝঞ্ঝার রূপ জ্বলে ?
মানুষও জ্বলেছে তার নানা উন্মাদনা নিয়ে
দেশকালে, সংসারে, সমাজে…
জলের ঘর্ষণে যেন ফসফরাস—রক্তক্লেদ রাশি !
কেন ? এত ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গরেখা আঁধারে নিক্ষিপ্ত হয় কেন ?

প্রবল ঘূর্ণনে কিছু অজানা রহস্য কাঁপে চিরদিন এই চক্রমূলে !

আলো

এখনি তোমাকে ছুঁয়ে আলো চলে গেল কত অবিশ্বাস্য দূরে
কত লক্ষ মাইলের ব্যবধানে—তুমি তা জানো না :
আলো যাবে
আরো কত কল্পনা-অতীত দূরে, যেখানে কোথাও
তোমার অস্তিত্ব নেই । শুধু আছে নক্ষত্রের আকাশের
রহস্য রুপালি জাল বোনা !

আলো এসেছিল আরো । কবে যেন ! অনন্ত কালের গতিপথে
পৃথিবীতে
তখনো আসেনি কোন প্রাণ । মাটি-জলে
ফোটে নি কোথাও প্রিয় জীবনের আশ্চর্য কুসুম :
উপাদানে ছিল শুধু মগ্ন হাওয়া । ভবিষ্য-বীজের গাঢ় ঘুম !
আলো এসেছিল এক নির্জন ভূতলে· ·

এখনো অনেক আলো অস্পষ্ট সুদূরে আছে । তুমি প্রজাপতি,
একটি জীবন-[illegible] শেষ স্পর্শ নিতে নিশ্চয় পারো না ।

শব্দসর্প

বন্ধ ঝাঁপি থেকে মৃদু শব্দ আসে—সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো ধ্রুবস্থির
তাকে ব্রহ্ম জেনে
সুন্দর বেদীতে রাখো, শীতল নির্জন পরিবেশে :
তুমি সর্প-উপাসক, কীভাবে শবের কালো চক্ষু, পীত ফণা
শূন্যে দোলে, তুমি জানো । দংশনের সম্ভাবনা জানো !

বিষদন্ত জেগে আছে, বন্যক্রোধ, কঠিন কুণ্ডলী আর দৃষ্টিজালে
সম্মোহন আছে :
সে যেন মৃত্যুর শিল্প—জীবনের অন্য ছায়ারেখা !
তবু দৃশ্যপটে যদি তাকে চাও, তবে কোন বিমূর্ত চেতনা
আঙুলে জাগ্রত ক'রে খুলে দাও ওই রুদ্ধ ঝাঁপি···

কিছু উদ্ভাসিত হবে এখনি বিদ্যুৎ-চক্র হেনে :

হানাবাড়ি

ভিতরে-বাহিরে দেখি অতিশয় গহন জঙ্গল, মানুষের
চারদিকে নিস্তব্ধ বনজ ছায়া গুল্মলতা ঘন হয়ে আসে···
তীক্ষ্ম বিষকাঁটা পাশে সীমারেখা টানে আর আপাদ-মস্তক
মানুষ ক্রমশ হয় ভগ্নস্তূপ, গাছের আড়ালে ডুবে যায়
অভিশপ্ত এক হানাবাড়ি !
স্বপ্ন থেকে রাঙা-সিঁড়ি, ইচ্ছা থেকে দখিন বারান্দা খোলা ছাদ,
আজীবন সুখের কল্পনা থেকে অনিবার্য চুনবালি খ'সে
ক্রমশ বিনষ্ট হয় মানুষের জনশূন্য ভিতর-মহল···

জেগে ওঠে ভৌতিক সন্ধ্যার ভয়, নির্জনতা, দূরে ডাকে
কখনো তক্ষক !

ছিল ভাগ্যরেখা

গোপালের হাতে ছিল ভাগ্যরেখা···অন্ধকারে ওয়াগন ভেঙে
যখন পালাবে, তার পিঠে বিদ্ধ হবে এক মারাত্মক গুলি :
তাই আবিষ্কৃত হলো রেলগাড়ি, পৃথিবীতে উল্টাডাঙ্গা রোডে
সমাজবিরোধী-চক্র বোমা মদ নষ্টনারী প্রচলিত হলো···
স্টেশনে নিষুতি রাত্রি, চোরা-টর্চ, শেষ গুলি বর্ষণের আগে
ভবিষ্যৎ ঘটনার সীমাবদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল···
ওয়াগনে এলো তাই চিনি ও সিমেণ্ট, লোহা, পাঞ্জাবের গম !

এ-সব অদৃষ্টফল, ভাগ্যরেখা যথারীতি সিদ্ধ হবে ব'লে
তৈরী হয়েছিল থানা, হাসপাতাল, কালো গাড়ি অপসৃত ব্রীজ :
এমার্জেন্সী বিভাগের গন্ধে শিহরিত এক ভীতিপ্রদ হাওয়া···
অবশেষে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ হতে যত যন্ত্রপাতি চাই—
টেবিলে সমস্ত কিছু জড়ো করেছিল ওই ভাগ্যরেখা একা !

পুণ্যশিলা

সিংহাসনে আছে এক কালো অ্যামোনাইট ফসিল :
দূর টার্শিয়ারী যুগে—সুপ্রাচীন কালে—

টেথিস সমুদ্র থেকে উঠেছিল নবীন পর্বতমালা
দৃশ্য হিমালয়।
শিলা-কর্দমের নিচে তখন প্রচ্ছন্ন ছিল বিচিত্র শামুক—
বহু লক্ষ বছরের ব্যবধান শেষে
সেই মৃত বিচেতন জীবাশ্ম এখন
গণ্ডকী নদীর স্রোতে নানা গিরিবর্ত্ম ভেঙে মন্দিরে এসেছে·

তবু অন্ধ-বিশ্বাসের গভীর আশ্রয়ে সুখে আছি :
এই স্থির শীতল পল্বল রুদ্ধজল
নতুন চিন্তার স্রোতে চঞ্চল হবে না। বহু প্রাজ্ঞ ঋষি
প্রদর্শিত পথে
আমাদের চির আত্ম-নিমজ্জন তুলসী চন্দন সুবাসিত···
এখানে অক্ষয় স্বর্গ-নরকের কিংবদন্তী, পুরাণ প্রতীতি,
গায়ত্রী প্রণব জপ, শালগ্রাম—আহা পুণ্যশিলা !

পেশক রোডে অপরাহ্ণ

১

বৃক্ষের আড়ালে, দূরে কাঞ্চন তুষার জেগে আছে—
নিচে উপত্যকা ঘিরে গোলাপী কুহেলী
আলো কাঁপে অলৌকিক সিল্কের মতন :
এদিকে নির্জন পথে পাইনের নীরবতা, শান্তছবি
অন্ধকার বন।

২

দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কোন এক অসতর্ক জীপ
আশ্চর্য হেয়ার-পিন বাঁকের পিছনে
অকস্মাৎ শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে
খাদের গভীরে গেছে, দু'হাজার ফিটের নীলিমা
বুকে নিয়ে !
তবু কী প্রশান্ত শোভা এই পথে—সূর্যাস্ত-বেলায় :
মৃত্যু বা জীবন নয়, নিরপেক্ষ শুধু রঙ, স্বর্ণমেঘ
অদূরে মন্থর ভেসে যায় !

৩

এ্যাম্বুলেন্স ফিরে গেছে দার্জিলিঙে ?   বৃক্ষের আড়ালে…
কোথাও সংবাদ নেই সুদৃশ্য পাথরে—মেঘে—
প্রকৃতির সান্ধ্য মায়াজালে।

বাগানে জ্যোৎস্নার গাছ

রাত্রির বাগানে ছিল অন্ধকার, স্তব্ধ কিছু কালোছায়া গাছ—
বিস্ময়ের অবকাশ ছিল না বিশেষ কোনদিকে :
আশ্চর্য, ক্রমশ দেখি নীলাভ জলের মতো অন্ধকার হয়ে এলো ফিকে,
আর দেবদারু শাখা শূন্য থেকে ধরে নিলে দুটি
অলৌকিক নীলবর্ণ মাছ…

জ্যোৎস্না তো প্রথমে এলো এইভাবে, ছায়াস্রোতে, গাছের শিখরে :
তারপর ধীরে ধীরে বদল হয়েছে দৃশ্যপট—
আশ্চর্য, এখন দেখি লতাপাতা রশ্মিজাল নানাবিধ রহস্যের জট
আরো প্রসারিত হয় !   অন্ধকার ভূমি থেকে উঠে
জ্যোৎস্না নিজে কোন এক গাছের সাদৃশ্য রূপ ধরে।

নির্জনে বাগানে যেতে এখন সামান্য ভয় করে…

ডাহুক

সূর্যাস্তের আগে তুমি যেখানে দাঁড়ালে, তার নিসর্গে এখন
বৃক্ষের গভীর ছায়া সবুজ রহস্য আর বনঝিঁঝি বসবাস করে—
রাঙা সোনা রোদের ভিতরে তুমি হেঁটে এলে
বত্রিশ বছর পরে কে তোমাকে চেনে ?
আজ এই নিতান্ত অবেলা।   তুমি এলে বড় ভ্রান্ত অসময়ে…

সুন্দর জানালা খুলে আর কোন সবিস্ময় বাড়ি
কিশোরী মুখের প্রিয় উজ্জ্বলতা ডাকে না তোমাকে।
আজ দ্যাখো, একটি ডাহুক শুধু অন্ধকার বনতলে
হেঁটে যেতে থাকে,

তোমার হৃদয় যেন ! চারদিকে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া
এখন এসেছে ঘন হয়ে…
তোমাকে আবৃত করে কিছু স্মৃতি, স্থির লতাপাতা আর ঘনতর বন…

যখন বৃক্ষেরা কথা বলে

সন্দেহ আমার, খুব নিশিরাতে বৃক্ষেরা নিশ্চয় কথা বলে !
মৌন কোন ভাষা, তাই আকারে—ইঙ্গিতে—ইশারায়
তাদের নিজস্ব কথা ফোটে :
পরীক্ষা করেছি আমি অন্ধকারে, অথবা জ্যোৎস্নায়।
সহসা নিকটে গেলে তারা বেশ সহজে সতর্ক হয়ে ওঠে !
যেন বোবা ! অথচ কী যেন ছিল কিছু আগে, স্থির বৃক্ষতলে।

হয়তো অদৃশ্য চোখে লক্ষ্য করে আমার অদ্ভুত গতিবিধি :
তারপর, তাদের সমাজে কোন বৃদ্ধ প্রতিনিধি
হেসে বলে—লোকটা পাগল !
যেহেতু ইঙ্গিতে বলে, আমি তাই বুঝি না বৃক্ষের গূঢ়ভাষা !

রাত্রির বাগানে শুধু জেগে থাকে আমার নিঃশব্দ চলাচল…

লেবু পাতা

লেবু পাতা সবুজ সুগন্ধে যেন নিয়ে যায় গোপন কৈশোরে—

শীতল বাগান একা শিশিরে ভিজেছে সারারাত :
কিশোর উঠেছে, তার নতুন পুজোর চটি অন্ধকারে প'রে
এসেছে বাগানে জল-শিশিরের আলোকিত
স্বর্গের ভিতরে !
তখনি সে লেবুগাছে রেখেছে উজ্জ্বল ঠাণ্ডা হাত—

প্রজাপতি উড়েছিল সেদিন আশ্বিন নীল ভোরে :
হাওয়ায় অদৃশ্য দাগে কিছুক্ষণ আঁকাবাঁকা সাদা,
দ্রুত গতি—
স্মরণে এখনো আছে চমৎকার সেই ভোর, সেই প্রজাপতি !
আর হিম লেবু পাতা—আজ মনে পড়েছে হঠাৎ।

ঈর্ষা জাগে প্রিয়লতা

কে তুমি বনজ লতা—সবুজ আকর্ষে আজ স্পর্শ করো জল
হাওয়া মাটি, মৌন জীবনের কিছু অন্য অনুভব :
উদ্ভাসিত নীল এই দুপুরের রৌদ্র-ছায়াবৃত
পরিবেশে তোমার প্রকাশ কত সহজ,
প্রাকৃত···
নেই কোন ছদ্মবেশ, প্রসাধন
ছল।

এমন অস্তিত্ব যদি পাওয়া যায়—শান্ত—সাহজিক—
তাহলে নির্ভার হয়ে খুলে দিতে পারি এই মিথ্যার প্রতীক
জটিল ধীশক্তি আর চেতনার প্রাচীন
শৃঙ্খল !

ঈর্ষা জাগে প্রিয়লতা ! তোমারই জীবন ভাল।
অরণ্যসুলভ···

বাগানে জোনাকি আসে

মানুষের পরিবেশ ভালবাসে অদূর মাঠের জোনাকিরা :
একথা অবশ্য ঠিক, তাই নীল অন্ধকারে তারা
বাগানে বেড়াতে আসে। কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে বসে
ফুলগাছে।
ওদিকে কে গেল ? সে কি গেল ওই প্রতীক্ষিত জোনাকির কাছে ?
তাহলে হৃদয়ে তার আছে এক নীলবর্ণ আলো ?

হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে রাত্রির বনজ গন্ধধারা :
জোনাকিরা উড়ে যায়, যেদিকে প্রচ্ছন্ন আছে গাছের
পাখিরা :
চিত্রবৎ দেবদারু ওই দিকে দীর্ঘদেহ, কালো।

যে গেছে বাগানে, সে কি অন্ধকারে এখনো বাগানে বসে আছে ?

বন্ধ জানালার নিচে

অদূরে শত্রুর বাড়ি, নিষিদ্ধ বাগান।—তবু দ্যাখো,
শত্রুতা করে না কোন গন্ধরাজ ফুল—
যখন সুগন্ধ ঝরে সারারাত, অদৃশ্য বাতাসে
আশ্চর্য সুখের এক শিহরণ, সুগন্ধ তোমার দিকে আসে!
এবং রাত্রির চাঁদ
দুই বাড়ি ছুঁয়ে থাকে
নীলাভ জ্যোৎস্নায়…

তোমার গীটার থেকে রবীন্দ্র-সুরের কিছু শব্দরেখা নিয়ে
বাতাস পুনশ্চ যায় ওই দিকে, নানারূপ রহস্য ছড়িয়ে!
এবং রাত্রির চাঁদ
দুই বাড়ি ছুঁয়ে থাকে
নীলাভ জ্যোৎস্নায়…

বন্ধ জানালার নিচে পড়ে থাকে কিছু ছায়া, মিথ্যা মত-বিরোধের
ভুল।

ঊর্ধ্ব শাখাজাল থেকে

নির্জন গাছের নিচে নিদ্রিত হরিণ দেখে প্রচ্ছন্ন ময়াল
ঊর্ধ্ব শাখাজাল থেকে যেমন মসৃণগতি নিচে নেমে আসে—
তেমনি নিঃশব্দ এক শ্লথছায়া
ক্রমশ তোমার অভিমুখে…

স্থির স্বর্ণরৌদ্র ঘণ্টা। প্রাচীন মন্দিরে, এই পৃথিবীতে কাল
কোন চিহ্ন নেই—তুমি কোথায় নিদ্রিত ছিলে
শেষ স্বপ্নসুখে!

ওই যে আসন্ন ছায়া অগ্রসর, অনিবার্য ওই নাগপাশে
ধীরে প্রস্ফুটিত হয় দুটি চোখ…ব্যগ্রমুখ…সতর্ক, ভয়াল!
আকাশ-আড়াল এক বৃক্ষশাখা
তোমার ওপরে আসে ঝুঁকে—

পুনর্জন্ম বিষয়ে চিন্তা

এখনি যে ঘাসপোকা ডুবে গেল শালিকের ঠোঁটে,
সে কখনো শান্ত মাঠে আর
দেখা দেবে, নীল ভোরে ছায়াচ্ছন্ন ঘাসে ?
চৈত্রের নদীর দিকে হাওয়ার নখরে ছিঁড়ে উড়ে গেল
যে বিবর্ণ পাতা—
বহুদূরে সেই পাতা অন্য কোন গাছের শরীরে
নতুন সবুজ দিনে পুনর্জন্ম পাবে,
সুবাতাসে ?

অথবা মানুষ, যারা চলে যায়—তারা ফিরে আসে ?

দূরের ঝরনা

তাকে বলে দাও, যেন সে আমার দৃষ্টিপথে আর
কখনো না আসে ! তার উজ্জ্বল রুপালি গতি,
জলচূর্ণ হাসি
থাক ছায়া-অন্তরালে—বনপথে—প্রাচীন পাথরে।

আমার দু'হাতে ছিল উদাসীন জীবনের নষ্ট ব্যবহার :
এসেছি নির্জন দূরে তাই একা ! সে তবু আমাকে কেন
স্মৃতিবিদ্ধ করে ?
তবে কি প্রকৃত আমি রুপালি ঝরনার সেই শব্দ ভালোবাসি !
তাকে বলে দাও, আমি এখনো রেখেছি মনে
জলজ্যোৎস্না তার…
রাত্রির বাতাসে—পথে—এখনো আমার কত নষ্ট ফুল ঝরে…

বাগানে পাপিয়া নেই

আজ কেন মনে হলো, আশ্চর্য নীরব এক রাত্রির বাগানে,
আর তো পাপিয়া নেই ! কোনদিকে জ্যোৎস্নার আকাশ
রুপালি আনন্দ নেই আর—

অজস্র নতুন বাড়ি উঠে এসে ছায়া অন্ধকার দিয়ে তার
আকাশ কি মুছে দিলো ? পাপিয়া কোথায় ? কেউ জানে ?

সমস্ত প্রাচীন গাছ—ছন্দরেখা—চলে গেল, নতুন এলো না :
এলো রুদ্ধ ধাঁধাগলি, মাঠের সুষমা ভেঙে দিয়ে
সবুজ নিশ্চিহ্ন ক'রে সব—
বারান্দা সিঁড়িতে ক্ষীণ লতাপাতা পেয়েছে শৌখিন কিছু টব।
পাখি নয়, তারা বোঝে ভিডিও ক্যাসেটে
গান শোনা !

এখন পাপিয়া নেই, পাপিয়া কোথায় তার কথা কেউ জানে ?
আজ কেন মনে হলো, নষ্ট হয়ে গেছে কিছু সুরের
সুন্দর ব্যবহার—
রাত্রির বাগান থেকে কবে যেন চুপিচুপি তীব্র অভিমানে
সে পাখি উধাও ! কেন ? বলে তো গেল না একবার।

বিকেলের মাঠে

তুমি যে এসেছো শুধু, তা তো নয়, পাখিও এসেছে
বিকেলের মাঠে
ঘাসের ওপরে কিছু ঘবাফুল—আনাজারি—
নিসর্গে তারাও এসেছিল :
একটি হলুদ টিপ, যেন স্মৃতি, রেখে গেছে গাছের ললাটে।

মাটিতে গাছের ছায়া। নীরবে সোনার ধুলো ঝরে
চারদিকে এবং।
এই আলো এই ফুল এই পাখি-দেখা,
এ-দৃশ্য তোমার শুধু নয়—
হাওয়া এলো ! সে এখন ইচ্ছামত ঘুরে যাবে মাঠের
ভিতরে !

তুমি কি দাঁড়াবে, নাকি চলে যাবে ? যেমন নিঃশব্দে
হাওয়া হাঁটে…

অশ্বশির নীহারিকা

অশ্বশির নীহারিকা চিরদিন অন্য এক গভীর আকাশে
জেগে আছে। অতিদূর অন্ধকারে নীলপ্রভ সেই নীহারিকা—
মানুষের লতাপাতা জন্ম থেকে সাদাফুল মৃত্যু থেকে বহুকাল দূরে
ওদিকে নিঃসীম কত আকাশ-বিস্তার! যদি
তীব্র মহা-জাগতিক টানে
ভেসে যাই, অশ্বশির যদি আরো বিস্ময় উজ্জ্বল শোভা আনে—

এখানে আমাকে তাই, সবুজ বন্ধনে বেঁধে নিয়ে বাহুপাশে,
সহজ সমুদ্রজল মেঘ পাখি হাওয়া নিয়ে খেলা করে পৃথিবী বালিকা…

মেরুপ্রভা

আকাশরহস্যে জ্বলে মেরুজ্যোতি—অন্ধকার তুষার-সাগরে
সে প্রতিফলিত শোভা অন্য পৃথিবীর এক রঙিন বিস্ময়:

বল্গা হরিণের টানা স্লেজে আমি সেই দৃশ্যে কখনো যাবো না—
যেখানে সুন্দর কিছু পেঙ্গুইন, নীল তিমি অপরূপ চিত্র হয়ে এসে
দেখা দেয়, রূপালি স্বপ্নের মতো বরফের দ্বীপগুলি স্রোতে চলে ভেসে,
কিছু মুগ্ধ মানুষের চোখ দেখে—তাদের আশ্চর্য আনাগোনা।
কখনো হিমানী-শিলা শব্দময় শীতল আলস্যে ভেঙে পড়ে…

অজ্ঞাত জীবনধারা, আর সেই হিমক্ষেত্র—মেরুপ্রভা—
আমাদের নয়।

ব্যাবিলনের তোরণচিত্র

সন্দেহ আমার, ওই সুপ্রাচীন চিত্রমালা থেকে
অপরূপ অশ্বগুলি নেমে আসে উজ্জ্বল রাত্রির ব্যাবিলনে!
ছুটে যায়, বহুদূর শতাব্দীর জনহীন পথে
নীলাভ জ্যোৎস্নায়…

দিগ্বিজয়ী সেনা, যারা মিশে গেছে বৃক্ষতলে—অজ্ঞাত কবরে,

তাদের সন্ধানে গিয়ে অশ্বগুলি হ্রেষাধ্বনি করে !
পরক্ষণে ফিরে আসে
চারদিকে আদিগন্ত নির্জনতা দেখে…

সন্দেহ আমার, এই রহস্য-রাত্রির প্রয়োজনে
কালগ্রন্থি খুলে যায় কোনদিকে—আশ্চর্য জগতে :
তাই সাদা অশ্বগুলি প্রাঙ্গণে যখন আসে মাটিতে প্রাচীন ছায়া পড়ে !
স্পষ্ট দেখা যায়…

সমুদ্রশঙ্খ

শঙ্খের ভিতরে আছে জ্যোৎস্না-শিহরিত কিছু জলোচ্ছ্বাসধ্বনি :
তুমি সন্ধ্যাবেলা তাকে তিনবার জাগ্রত করেছো—
এ-বাড়ি রহস্যময় হয়েছে তখনি ।

আমরা রয়েছি তবে হয়তো অদৃশ্য কোন সমুদ্রের তীরে :
যেখানে স্বপ্নের মতো সোয়ালো পাখিরা নেমে আসে,
যেখানে নির্জন নীলাকাশ
মিশেছে দিগন্ত-জলে । জ্যোৎস্নায় । রুপালি হাওয়া বয়ে যায়
বনঝাউ গাছের গভীরে—
এদিকে রজত আলো, ওদিকে রহস্যছায়া ভাসে ।
তুমি কি সুন্দর সেই গভীরে জাগ্রত হও—শঙ্খ নিয়ে হাতে ?
আমি জলশব্দ শুনি আজ এই সাদা সন্ধ্যারাতে…

ক্রমশ নক্ষত্রগুলি

ক্রমশ নক্ষত্রগুলি সরে যায় পরস্পর থেকে
অতিদূরে, আরো কিছু আলোবর্ষ ব্যবধান জেগে ওঠে ক্রমে :
যা-কিছু এখন নেই—এ জীবনে—গভীর দূরত্বে সরে গেছে,
তা' যেন সম্ভব হলো নক্ষত্রনিয়মে !

সর্বত্র প্রবল গতি, বৃক্ষ বা পাথরে জলে বাঁকা
ঘূর্ণনের মতো কিছু গাঢ় টান স্পন্দমান রয়েছে আড়ালে :
যা-কিছু এখন আছে—এ জীবনে—ক্রমশ দূরত্বে চলে যাবে,
তা' যেন সম্ভব হবে সুবিস্তৃত কালে·

স্রোত

উজ্জ্বল বিষুবদেশে সূর্যালোকে যাকে দেখি—হয়তো তুহিন মেরুরেখা
হিমরাত্রি তাকে টেনে নেবে এক ছায়াস্রোতে, তুষার-দ্রবণে :
অলক্ষ্যে কোথাও কিছু থেকে যাবে গূঢ় বহুকাল,
পাললিক শিলার ভিতরে কোন শিলীভূত রূপে।
কিছু-বা নিশ্চিহ্ন হবে সুতীক্ষ্ম বাতাসে, নানা নদীজলবাহিত লবণে···
এভাবেই চলে গেছে কিম্ভূত মাছের মতো ইকথিওসরাস !

এই দৃশ্যপটে কারো প্রার্থনা থাকে না, কোন মূঢ় শ্লোক.
ভ্রান্ত জপমালা :
পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে অবিরাম উঠে আসে নীলরেখা তরঙ্গ-প্রকাশ—
জলশূন্য সেই স্রোত নীরব গতিতে ঘোরে, বর্জনে-গ্রহণে···

সিঁড়ি : নদীর বাতাসে

সিঁড়ি থেকে সমতলে নেমে এসে অন্ধকার নদীর বাতাসে
কিছুক্ষণ একা মাঠে শুয়ে আছি, মাথা রেখে বৃক্ষের শিকড়ে :
কিছু শাখা চারদিকে আবছায়া—কালো কঙ্কালের মতো নড়ে—
তারা কি কখনো এই পৃথিবীতে কোথাও প্রতিষ্ঠা নিতে আসে ?
সিঁড়ি শুধু মানুষের বাসনাকে শূন্যগামী করে !

দ্বিতলে ত্রিতলে কারা স্থাপত্যের কথা বলে ? অসম্ভব সিঁড়ি
গেঁথে যায় শূন্যপথে, আরো দ্রুত, ধাবমান সময়ের দিকে—
আকাশ-চিহ্নের দিকে নিয়ে যায় স্বপ্নের সোনালি পৃথিবীকে—
তবু তো অদৃশ্য পায়ে এসে লাগে হাওয়া বালি জল ঝিরিঝিরি
মৃদু টান ! কেবা দ্যাখে গভীর নক্ষত্র যামিনীকে !

নদীর বাতাসে তাই শুয়ে আছি, একা মাঠে, বৃক্ষের শিকড়ে :
কিছু শাখা চারদিকে আবছায়া—কালো কঙ্কালের মতো নড়ে !